www.BANGLAKITAB.com

বাণী اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَّا دَارَ لَهٗ "দুনিয়া তাহার ঘর—যাহার ঘর নাই" হাজার দফতরের এক দফতর। দুনিয়ার উপভোগ্য ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, সন্তান-সন্ততি, পানাহারের সামগ্রী ইত্যাদি যাবতীয় পদার্থের পৃথক পৃথক নিন্দা করিয়া উহাদের মায়া অন্তর হইতে দূরীভূত করার চেষ্টা করা হইলে এত সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর হইত না। যেমন সংক্ষেপে মাত্র দুইটি শব্দে সুন্দরভাবে তিনি দুনিয়ার যাবতীয় উপভোগ্য বস্তুর প্রতি বীতশ্রদ্ধা জাগাইয়া দিয়াছেন।

মালিকানার হাকীকত ঃ হুযূর (দঃ)-এর এই সংক্ষিপ্ত বাণীর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, দুনিয়াতে আপনারা যতকিছু নেয়ামত উপভোগ করিতেছেন, ইহার একটিও আপনাদের নিজের নহে। নিজের বাসগৃহ, নিজের ধন-দৌলত, নিজের ছেলেমেয়ে, নিজের অন্তরঙ্গ স্ত্রী প্রভৃতি যত পদার্থের সহিত আপনাদের অন্তরের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া থাকে—ইহার কোনকিছুকেই আপনারা নিজের মনে করিবেন না। হুযূর (দঃ) যেন ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, দুনিয়ার সর্ববিধ বস্তুর তালিকা এক একটি করিয়া তোমাদিগকে কত বলিব? এক কথায় বুঝিয়া লও—দুনিয়ার কোন একটি পদার্থও তোমাদের নিজের নহে। হুযূর (দঃ) কেমন সুন্দরভাবে মূল কথাটি বলিয়া দিয়াছেন, সরাসরি বলেন নাই যে, "দুনিয়া বাসস্থান নহে।" কেননা, এরূপ বলিলে হয়তো এক শ্রেণীর লোক; যাহারা দুনিয়াকে বাসস্থান মনে করিয়া থাকে, তাহারা হুযূরের এই বাণীটিকে অস্বীকার করিয়া বসিত। অতএব, তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়ার জন্য বলিয়াছেন, দুনিয়া বাসগৃহ তো বটে, কিন্তু ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যসগৃহ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। অথচ সেও চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, বাস্তবিকপক্ষে দুনিয়া বাসস্থান নহে।

কিছুক্ষণের জন্য দুনিয়াকে বাসগৃহ ধরিয়া চিন্তা করুন—ঘর কাহাকে বলে? বাসগৃহ বলিতে আমরা উহাকেই বুঝি যাহাতে আমরা স্বাধীনভাবে বাস করি। উহা হইতে কেহ আমাদিগকে বাহির করিতে পারে না। কলিকাতা গিয়া কাহারও গৃহে প্রবাসী হইয়া যদি বল, 'ইহা আমার গৃহ।' গৃহের মালিক তৎক্ষণাৎ তোমাকে কানে ধরিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবে। এইরূপে যে ধন-সম্পদ কেহ তোমার নিকট হইতে নিতে পারে না, অর্থাৎ, তোমার নিকট কেহ তাহা আমানত রাখে নাই, তাহাই তোমার সম্পত্তি। অতএব, তুমি যে দুনিয়াকে এবং এখানকার ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, স্ত্রী-পুত্র এবং চাকর-নওকর প্রভৃতিকে নিজের বলিয়া মনে করিতেছ, একবার ভাবিয়া দেখ তো মালিকানাস্বত্বের উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী এ সমস্ত পদার্থকে নিজের বলা যায় কিনা? আমি যদি দেখাইয়া দিতে পারি যে, এ সমস্ত পদার্থে তোমার মালিকানা স্বত্বের কোন নিদর্শন নাই, তবে কেমন করিয়া এগুলিকে নিজের মনে করিবে?

নিজের ঘর তো উহাই, যাহা হইতে কেহ তোমাকে বলপূর্বক বাহির করিয়া দিতে পারে না। অথচ আমাদের অবস্থা এই যে, মহাসরকারের নির্দেশ আসামাত্র এক নির্দিষ্ট দিনে সকলে মিলিয়া শূন্য করিয়া তোমাকে এক অন্ধকার গর্তের মধ্যে ফেলিয়া আসিবে। এই তো তোমাদের ঘর, ইহার পরেও যদি বাসগৃহকে নিজের ঘর বলিয়া তোমরা মনে কর, তবে দুনিয়ার সমস্ত ঘরকেই নিজের বলিতে পার। কেননা, অপরের ঘরের উপর যেমন তোমার কোন অধিকার নাই, নিজের বলিতেই মালিক তোমাকে কানে ধরিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবে। তোমার নিজের বাসগৃহের অবস্থাও তো তদ্রূপ। যখন প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে বাসগৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবেন, তখন সেই গৃহে তোমার কোন অধিকার থাকে না—স্ত্রী-পুত্রের উপরও না, ধন-দৌলতের উপরও

www.BANGLAKITAB.com

না। এ সমস্ত পদার্থ নিজের হওয়ার জন্য যে মাপকাঠি, নিদর্শন এবং সংজ্ঞা নির্ধারিত হইয়াছে, কোনটিই এস্থলে পাওয়া যায় না। তথাপি এ সমস্তকে নিজের কেমন করিয়া বলিতেছ?

কেহ কেহ গর্বভরে বলিতে পারে, মৃত্যুর সাথে যাবতীয় বস্তু হইতে মানুষের মালিকানা স্বত্ব এবং অধিকার লোপ পাইবে সত্য, কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত তো নিজেরই থাকিবে। বন্ধুগণ! ভাবিয়া দেখুন, মৃত্যুর পূর্বেও কোন পদার্থের উপর আপনাদের অধিকার নাই। খাদ্যবস্তুই ধরুন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা আপনাদিগকে উহা হইতে বঞ্চিত করিয়া দিতে পারেন। ভাঁড়ারে নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত; হঠাৎ আপনার পেট মোচ্‌ড়াইতে কিংবা দাস্ত হইতে আরম্ভ করিল, আপনি কিছুই খাইতে পারিলেন না, তবে কেমন করিয়া ইহা আপনার হইল? খাদ্য তো আলাদা জিনিস, মানুষের অভ্যন্তরে শান্তি, আরাম, আনন্দ প্রভৃতি যেসমস্ত অবস্থা আছে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা তাহা হইতে মানুষকে বঞ্চিত করিতে পারেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে, ধন-দৌলত, মান-সম্মান, মোটকথা আমাদের যাবতীয় অবস্থা এমন কি নিজের সত্তা ইত্যাদি কিছুই আমাদের নিজের নহে। যখন ইচ্ছা তিনি কাড়িয়া নিতে পারেন।

মানুষের অসহায়তাঃ যেমন দেখা যায়, আজ কাহারও দুই চক্ষু ছিনাইয়া লওয়া হইতেছে। কাহারও বা বাক্‌শক্তি রহিত করা হইতেছে, কাহারও বা জ্ঞানশক্তি লোপ পাইতেছে। কাল যিনি স্বীয় প্রখর বুদ্ধির জন্য গর্বিত ছিলেন, জ্ঞানশক্তি বিকল হইয়া আজ তিনি বদ্ধ পাগল। কোথায় গেল সেই প্রখর বুদ্ধি। কোথায় গেল সেই ইন্দ্রিয় শক্তি-অনুভূতি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন কোন পাগল মল-মূত্র খাইতে দ্বিধাবোধ করে না; বরং তাহার কার্য সঙ্গত হওয়ার পক্ষে এই প্রমাণ দিয়া থাকে যে, "মানুষ আমার মলমূত্র ভক্ষণকে নিন্দা করিবে কেন? ইহা তো আমার পেটেই ছিল। আবার আমারই পেটের মধ্যে দিতেছি। ইহাতে দোষের কি আছে?" আমি যুক্তির পূজারীদিগকে বলিতেছিঃ "তোমাদের যুক্তি এই পাগলের যুক্তির সমতুল্য বটে। কেননা, শরীঅত এবং সুস্থ প্রকৃতি তো তোমাদের নিকট কিছুই নহে। যুক্তিই তোমাদের সর্বস্ব। আমি বলি, জ্ঞান-বুদ্ধিই যদি ভাল মন্দ এবং কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করার মাপকাঠি হইয়া থাকে, তবে এই পাগলের যুক্তি খণ্ডন করুন। শরীঅত এবং সুস্থ প্রকৃতির দোহাই দিবেন না, শুধু যুক্তি দ্বারা উত্তর দিন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাহার যুক্তি তো সঙ্গত বলিয়াই মনে হইতেছে। যদি বলেন, মলমূত্র খাইতে ঘৃণা হয়, সুতরাং ইহা গর্হিত। আমি বলি, যাহাদের ঘৃণা হয় না তাহাদের জন্য কি মলমূত্র খাওয়া সঙ্গত হইবে? উক্ত পাগল লোকটি তো বলে তাহার ঘৃণা হয় না। তবে কি তাহার এই কার্য প্রশংসনীয় হইবে? আসলে ইহা গাঁজাখোরী ব্যতীত আর কিছুই নহে। তোমরা যেরূপ এই পাগলের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতেছ, তদ্রূপ সত্যিকারের জ্ঞানীরাও তোমাদের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতেছেন।" সারকথা এই যে, যে জ্ঞানশক্তির আজ তোমরা গর্ব করিতেছ, সামান্য অসুস্থতায় তাহা লোপ পাইতে পারে।

একদিন এশার নামাযের পর আমি মাদ্রাসা হইতে গৃহাভিমুখে গমন করিতেছিলাম। রাত্রি গভীর অন্ধকার থাকায় পথ ভুলিয়া দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। একবার ভাইয়ের বাড়ীতে আবার উহার সম্মুখস্থ লাতাফত আলীর বাড়ীতে, আবার নিকটস্থ মিঞা মোহাম্মদ আখ্‌তারের বাড়ীতে যাইতে লাগিলাম। অবশেষে বিশেষ অস্থিরতার পর নিজের বাড়ী খুঁজিয়া পাইলাম। অথচ দিবারাত্র এই পথ দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকি। চক্ষু বন্ধ করিয়া এপথে চলিতে ইচ্ছা করিলেও চলিতে পারি; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তখন আমাকে দেখাইয়া দিলেন, তোমার বাহ্যেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় এমন ভঙ্গুর পদার্থ যে, আমি যখন ইচ্ছা ইহাকে অকর্মণ্য করিয়া দিতে পারি। তুমি কিছুই করিতে পার

www.BANGLAKITAB.com

না। এখন ভাবিয়া দেখুন, কোন্ মুখে আমরা বলিতে পারি ?—আমার বস্তু, আমার ধন-দৌলত, আমার ঘর। হাঁ, যে গৃহকে আমার বলিয়া দাবী করি, তাহা হইতে তো এইরূপে নির্দিষ্ট মিয়াদ ফুরাইয়া গেলে আমার হাত-পা ধরিয়া অন্য লোকেরা যেখানে ইচ্ছা আমাকে ফেলিয়া দিবে। তখন আমি যাইতে না চাহিলেও বলপূর্বক আমাকে ফেলিয়া দেওয়া হইবে।

সিম্‌লা শহরে কোন এক কালেক্টরের মৃত্যু হইলে ডুলিতে করিয়া তাঁহার মৃত দেহ অন্যত্র লইয়া যাওয়া হইতেছিল। কোন একজন দর্শক স্বচক্ষে দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বহন করিয়া নেওয়ার সময় উক্ত কালেক্টরের মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়া রাস্তার পাথরের সহিত ধাক্কা খাইতেছিল। ভাবিয়া দেখুন, এমন একজন প্রতাপশালী কালেক্টর, পূর্ণ একটি জিলার উপর যাহার ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল। আজ নিজের মস্তককে প্রস্তরের আঘাত হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই।

کل پاؤں ایک کاسۂ سرپر جو آگیا ۔ یکسروہ استخواں شکستہ سے چورتھا
بولا سنبھل کے چل تو ذرا راہ بےخبر ۔ میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا

"গতকল্য পথিমধ্যে একটি মস্তকের খুলির উপর আমার পা পড়িয়া উহার হাড় ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। বলিলঃ হে অসতর্ক! পথে একটু সাবধান হইয়া চল। আমিও কোন সময়ে কোন এক গর্বিত লোকের মস্তক ছিলাম।"

এমন অসহায় হইয়াও মানুষের অহংকার সীমালঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে। কেহ কেহ তো অহংকারে খোদায়িত্বের দাবী করিয়াছিল। যেমন, ফেরআউন বলিয়াছিল, اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى 'আমি তোমাদের বড় খোদা'। আজকালও মানুষের মধ্যে যেরূপ অহংকার দেখা যায়, তাহা খোদায়ী দাবী অপেক্ষা কম নহে।

মানুষের বিভিন্ন অবস্থাঃ কোন কোন সময় অহংকারে মানুষ বলিয়া থাকেঃ "তুমি চেন না আমি কে?" কোন একজন বুযুর্গ লোক এরূপ কথার বড় উপযুক্ত উত্তর দিয়াছিলেন। কোন অহংকারী ব্যক্তি বুক ফুলাইয়া পথ চলিতেছিল। উক্ত বুযুর্গ লোক তাহাকে উপদেশ দিলেনঃ "মিঞা! এভাবে বুক ফুলাইয়া চলা অন্যায়। বিনয় ও নম্রতার সহিত চলা উচিত।" সে বলিল, আপনি জানেন না আমি কে? তিনি বলিলেন, জানিঃ

اَوَّلُكَ نُطْفَةٌ قَذِرَةٌ وَاٰخِرُكَ جِيْفَةٌ مَذِرَةٌ وَاَنْتَ بَيْنَ ذٰلِكَ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ

"তুমি প্রথমে একবিন্দু অপবিত্র শুক্র ছিলে, পরিশেষে তুমি একটি গলিত মৃতদেহে পরিণত হইবে। এখন তুমি উক্ত উভয় অবস্থার মধ্যবর্তীকালে পেটের মধ্যে পায়খানা বহন করিয়া বেড়াইতেছ।"

আল্লাহ্ তা'আলার কি বিচিত্র ক্ষমতা! তিনি মানবদেহকে নানা প্রকারের অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় পদার্থে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং পাকস্থলী ও দেহাভ্যন্তর হইতে বহির্ভাগের দিকে এ সমস্ত দুর্গন্ধ বাহির হওয়ার মত কতকগুলি ছিদ্রপথও রহিয়াছে। তথাপি উক্ত ছিদ্রপথসমূহ দিয়া বাহিরে কোন দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না। যদি দুর্গন্ধ বাহির হইত, তবে মানুষ বড় বিপদে পড়িত। কোন মজলিসে বসিবার উপযুক্ত থাকিত না। কোন স্থানে যাওয়ামাত্র গলা ধাক্কা মারিয়া বাহির করিয়া দিত। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার নমুনাও দেখাইয়া দেওয়া হয়। 'বাখ্‌র' নামক এক প্রকার রোগে

www.BANGLAKITAB.com

মানুষের মুখে দুর্বিষহ দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। এরূপ লোকের সম্মুখে বা কাছে দাঁড়াইয়া থাকা সঙ্গীর জন্য মৃত্যু সমতুল্য। দেওবন্দ-দারুল উলুমে আমার ছাত্রজীবনে মুখে দুর্গন্ধযুক্ত জনৈক লোক কোন সময় নামাযে আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন আমার পক্ষে নামায পূর্ণ করাই মুশ্‌কিল হইয়া পড়িত। ফেকাহ্‌-শাস্ত্রবিদগণ 'সোবহানাল্লাহ্‌' কেমন জ্ঞানী ছিলেন! বলিয়াছেন ঃ রোগের কারণে যাহার মুখে এমন দুর্বিষহ দুর্গন্ধ হয়, তাহার উচিত জামাতে নামায না পড়া। সে ব্যক্তি একাকী নামায পড়িলে জামাতের সওয়াব পাইবে। পাকস্থলী নিঃসৃত দুর্গন্ধময় রস মুখে উঠিয়া আসা হইতেই এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং মানুষের এই উক্তি, "চেন না আমি কে?" বড় অহংকার এবং মূর্খতার পরিচায়ক। আমাদের অবস্থা যখন চতুর্দিক হইতে এমন সহায়-হীন, তখন কোন বস্তুকে আমাদের নিজের বলিয়া দাবী করা কেমন করিয়া শুদ্ধ ও সঙ্গত হইবে? এই মর্মে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِىْ مَالِىْ ـ مَالَكَ اِلَّا مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ

"মানুষ বলিয়া থাকে, আমার মাল, আমার মাল, বস্তুত তোমার কি আছে? যাহা খাইয়াছ, নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছ। যাহা পরিয়াছ, পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছ। যাহা দান করিয়াছ, অগ্রিম প্রেরণ করিয়াছ। ইহা একদিন কাজে আসিবে, ইহা অবশ্যই তোমার।"

বন্ধুগণ! মালও আমাদের নহে, স্ত্রী-পুত্রও আমাদের নহে, আমরা তো শুধু শ্রমিক, গাড়ী টানিতেছি। ইহাতে স্ত্রী-পুত্র, ধন-দৌলত ইত্যাদি দুনিয়ার যাবতীয় উপকরণ বোঝাই রহিয়াছে। গন্তব্য স্থানে পৌঁছামাত্র আমাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে। বন্ধুগণ! শ্রমিক, চাকর, কুলি কখনও মালিক হইতে পারে না। আমরা প্রকৃতপক্ষে চাকর, মনিব হইব কেমন করিয়া? মূলত আমরা সকলে প্রজা, মালিক কিরূপে হইতে পারি? আমরা গোলাম, প্রভু নহি। আমরা ক্ষুদ্র, বড় হওয়া আল্লাহ্‌ পাকের দাবী। আমরা পরাভূত ও করতলগত। শুধু তিনিই শক্তিশালী এবং প্রভাব-শালী। وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ "আসমানে এবং যমীনে তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব।"

আমাদের যাবতীয় বস্তুই আমানত ঃ উপরোক্ত আলোচনা হইতে আপনারা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সংসারের কোন বস্তুর উপরই আমাদের মালিকানা স্বত্ব নাই। সবকিছুই আমাদের নিকট অপরের রক্ষিত আমানত। এখন আপনারা হাদীসের দ্বিতীয় অংশের অর্থও পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন। وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَّا عَقْلَ لَهٗ "দুনিয়ার সম্পদ সে ব্যক্তিই জমা করিয়া থাকে যাহার বুদ্ধি নাই।" বস্তুত কোন জ্ঞানী লোক পরের দ্রব্যকে আপন মনে করিয়া জমা করে না। কেহ এরূপ করিলে লোকে তাহাকে বোকা বলে এবং কানে ধরিয়া বাহির করিয়া দেয়। যেমন, কাহারও খেতে সারি সারি শস্যের আঁটি পড়িয়া আছে। অপর কেহ আসিয়া উহা আপন স্বত্ব মনে করিয়া বোঝা বাঁধিতে আরম্ভ করিল। তখন ইহা পরিষ্কার কথা যে, খেতের মালিক আসিয়া তাহাকে তিরস্কার করিবে এবং বাহির করিয়া দিবে। ঐ লোকটির যাচাই করা উচিত ছিল, এই শস্য কাহার; উহা তাহার সাব্যস্ত হইলে বোঝা বাঁধিত। এই ব্যক্তি যেমন পরের ফসল জমা করিয়া বোকা বনিয়াছে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পদ সঞ্চয় করে সেও বোকা। ইহা হইল দুনিয়ার অবস্থা। এখন বুঝিয়া লউন যে, ধন-সম্পদের নাম দুনিয়া নহে। বেচারা ধন-সম্পদ মাঝখানে বৃথাই দুর্নাম-

www.BANGLAKITAB.com

গ্রস্ত হইয়াছে। কেননা, যে ধন মানুষ হালাল উপায়ে উপার্জন করিয়া আখেরাতের কাজে ব্যয় করে তাহা ভাল। আর সুদ, ঘুষ ইত্যাদি হারাম উপায়ে যাহা অর্জন করা হয় তাহা মন্দ। যদি ধন-সম্পদই দুনিয়া হইত, তবে উহা দুই প্রকারে বিভক্ত হইল কেমন করিয়া। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কোন বস্তুর সহিত সম্পর্ক স্থাপনপূর্বক নানাবিধ কাজ-কারবারের ঝামেলায় মগ্ন হইয়া আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া যাওয়াকেই দুনিয়া বলে। এই গায়রুল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক স্থাপন সকলের জন্য মন্দ। পক্ষান্তরে ধন-সম্পদ কাহারও জন্য ভাল কাহারও জন্য মন্দ। এইরূপে সন্তান-সন্ততিও দুনিয়া নহে। অবশ্য সন্তানের এমন প্রগাঢ় সম্পর্ক স্থাপনকে দুনিয়া বলা হইবে—যদ্দরুন মানুষ খোদাকে ভুলিয়া যায়। আমাদের মুরুব্বীদের মধ্যে এক স্নেহময়ী-মহিলা আমার জন্য দো'আ করিতেন ঃ "ইয়া আল্লাহ্! সংসারে আমার আশরাফের অংশী দান কর, (অর্থাৎ, তাহাকে সন্তান দাও)।" আমি ইহা শুনিয়া বলিতাম, যে সন্তান কেবল দুনিয়ারই অংশীদার এবং সাথী হইবে, আমি তেমন সন্তান চাই না।

সন্তান-সন্ততি বিপদ ঃ বন্ধুগণ! এই যুগের সন্তান-সন্ততি অধিকাংশই পিতা-মাতাকে আল্লাহ্ তা'আলা হইতে ভুলাইয়া রাখে। অতএব, নিঃসন্তান ব্যক্তি যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা হইতে মুক্ত রহিয়াছে বলিয়া আল্লাহ্‌র শোকরগুযারী করা এবং নিশ্চিন্ত মনে সদাসর্বদা তাঁহার যেকের-ফেকেরে মশগুল থাকা উচিত। কোন স্ত্রীলোক মুরীদ হওয়ার উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসিলে আমি শর্ত আরোপ করিলাম ঃ "কুসংস্কারমূলক সামাজিক প্রথাগুলি বর্জন করিতে হইবে।" সে বলিতে লাগিল ঃ "আমার বাল-বাচ্চা কিছুই নাই। আমি কিসের 'রসুমাত' করিব?" আমি বলিলাম ঃ নিজে করিবে না বটে ; কিন্তু অপর স্ত্রীলোকদিগকে অবশ্যই পরামর্শ দিবে। এই প্রাচীন বৃদ্ধাগণ শয়তানের খালা। নিজে কিছু না করিলেও অপরকে শিক্ষা এবং পরামর্শ দিয়া থাকে। কেহ যদি বলে, এই স্ত্রীলোকটি কত হতভাগিনী। বাল-বাচ্চা নাই ; খাওয়া-পরার চিন্তা নাই। আল্লাহ্ তা'আলা সকল বিষয়ে তাহাকে নির্ঝঞ্ঝাট রাখিয়াছেন। তাহার উচিত ছিল, তস্‌বীহ্ হাতে নামাযের মোছাল্লায় বসিয়া আল্লাহ্‌র যেকের করা। অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করা। কিন্তু সে কখনও তাহা করিবে না ; বরং কাহারও 'গীবত' (পশ্চাৎ নিন্দা) করিবে, কাহাকেও বুদ্ধি-পরামর্শ দিবে। তিনি যেন বুদ্ধির ঢিপি। প্রত্যেক কথায়ই নাক গলাইবার তালে থাকেন। স্মরণ রাখিবেন ঃ বেশী বক বক করিলে সম্মান ও মর্যাদা হ্রাস পায়। যে স্ত্রীলোক অধিক কথা বলে না, কোন নির্জন স্থানে নীরবে বসিয়া নিরিবিলিভাবে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে, তাহাকে সকলে অতিশয় সম্মান এবং মর্যাদা দান করিয়া থাকে। কিন্তু যাহাদের কথার তামাক খাইবার অভ্যাস, তাহারা ইহা কি করিয়া ত্যাগ করিবে। অপমান হউক, লাঞ্ছনা হউক, কেহ তাহাদের কথার প্রতি কান না দিক, তাহাদের স্বভাব বক বক করা, তাহা করিবেই। যেমন, নমরূদ জুতার আঘাত খাইতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

নমরূদের পরিণাম ঃ নমরূদ নামক এক অতি প্রতাপশালী কাফের বাদশাহ্ 'খোদায়ী' দাবী করিয়াছিল। হযরত ইব্‌রাহীম নবী (আঃ) তাহাকে যত উপদেশ দিলেন ও বুঝাইলেন, সে কিছুই মানিল না। অবিরত আল্লাহ্‌র নাফরমানীই করিতে লাগিল এবং বলিল ঃ তোমার খোদা সত্য হইয়া থাকিলে তাহাকে নিজের সৈন্যবাহিনী পাঠাইতে বল, আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব। নমরূদ স্বীয় সৈন্যবলের জন্য গর্বিত ছিল, খোদার অস্তিত্বে তাহার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। সে ইব্‌রাহীম আলাই-হিস্‌সালামকে নিতান্ত অসহায় বলিয়া মনে করিত। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) আল্লাহ্ পাকের নিকট হইতে ওহী প্রাপ্ত হইয়া নমরূদকে বলিলেন ঃ প্রস্তুত হও, অমুক দিন আমার খোদার সৈন্য আসিয়া

www.BANGLAKITAB.com

পৌঁছিবে। নমরূদ নিজের সৈন্যবাহিনীকে যথাসময়ে প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করিল এবং মনে করিতে লাগিল, বাস্তবিক কোন খোদাও নাই, কোন সৈন্যবাহিনীও আসিবে না। ইহা ইব্‌রাহীমের (আঃ) কল্পনামাত্র। অবশেষে কিছুক্ষণ পরেই একদিক হইতে এক ঝাঁক মশা আসিয়া এক এক সৈন্যের মস্তিষ্কের ভিতর এক একটি ঢুকিল এবং গোটা সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করিয়া ফেলিল। এই দৃশ্য দেখিয়া নমরূদ প্রাণভয়ে দৌড়াইয়া রাজপ্রাসাদে ঢুকিল। একটি খোঁড়া মশা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার নাকের ছিদ্র দিয়া মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করিল এবং তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন দংশনে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। মস্তিষ্কের ব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া মস্তকে জুতার আঘাত করার জন্য এক চাকর নিযুক্ত করিল। যতক্ষণ জুতার আঘাত চলিত, ততক্ষণ সে কিঞ্চিৎ শান্তি বোধ করিত। তাহার দরবারে আগন্তুক প্রত্যেক লোক তাহাকে সালাম করিবার পরিবর্তে তাহার মস্তকে চারিটি জুতার ঘা মারিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দেখাইয়া দিলেনঃ "তোর ক্ষমতা ও আড়ম্বরের বাহাদুরী এ পর্যন্তই। একটি মশক, তাও খোঁড়া, তোকে এমন অস্থির করিয়া তুলিল।"

এইরূপে যে পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক ধর্মের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রবৃত্তির কামনায় অযথা কার্যে বৃথা সময় নষ্ট করিয়া সন্তুষ্ট থাকে, খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি—তাহা এই জুতা খাওয়ার সমতুল্য। কোন কোন পুরুষ লোককেও আমি দেখিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে যথেষ্ট অবসর দান করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা উহার সদ্ব্যবহার করে না। দিবারাত্র কেবল আড্ডা মারিয়া কিংবা কোন দোকানে বসিয়া পরের কুৎসা গাহিতেছে। কাহারও বংশ মর্যাদায় কলঙ্ক লেপন করিতেছে। কাহাকেও অযথা পরামর্শ দিতেছে, কাহারও প্রশংসা করিতেছে, কাহারও নিন্দা করিতেছে। যদি তাহাদিগকে কেহ বলে, "এ সমস্ত চর্চা না করিলে তোমাদের কিসের ঠেকা? ইহাতে তোমরা কাহারও কোন ক্ষতিও করিতে পার না। অযথা নিজের রসনা ও অন্তর অপবিত্র করিতেছ।" পক্ষান্তরে কোন কোন স্ত্রীলোক নিজে তো শয়তানী শিখিতেছে; আবার অপরকেও শিখাইতেছে। বউ-বেটিকে বলে, "দেখ বেটি! চোখের শক্তি অপরিসীম। চক্ষু হইতেই সকল কাজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেখিয়া-শুনিয়া শিক্ষা কর। তোমাকে সংসারধর্ম নির্বাহ করিতে হইবে।" ইহাদের উচিত ছিল এই অবসর সময়ে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র শোকরগুযারী করা।

শেখ সাদী (রঃ) কোন একজন আবিল্যমুক্ত লোকের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। সে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করিতে করিতে হজ্জে গমন করিতেছিলঃ

نه بر اشتر سوارم نه چوں اشتر زیر بارم – نه خداوند رعیت نه غلام شهر یارم

"আমি উষ্ট্রারোহীও নই, উষ্ট্রের ন্যায় ভারবাহীও নই, প্রজাদের মালিকও নই, বাদশাহের আজ্ঞাবহও নই।" বিচিত্র ধরনের আযাদী বটে। সেই ব্যক্তি বড়ই সৌভাগ্যবান, যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তানের ঝামেলা হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন। বিশেষত এই যুগের সন্তান। কেননা, ইহাদের দ্বারা সময় নষ্ট হওয়া ছাড়া ধর্ম-কর্মে কোন উপকারের আশা নাই। অবশ্য সন্তান যদি ধর্ম-কর্মের সহায় হইতে পারে, তবে সৌভাগ্যই বলিতে হইবে।

সুসন্তান নেয়ামতঃ কোন একজন বুযুর্গ লোক বিবাহবিমুখ ছিলেন। একদিন তিনি ঘুমাইতেছিলেন, হঠাৎ নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেনঃ এখানে কে আছ? শীঘ্র একটি কনে লইয়া আস। এক ভক্ত মুরীদ তথায় উপস্থিত ছিল, সে তাড়াতাড়ি তাহার বিবাহ-যোগ্যা মেয়ে

www.BANGLAKITAB.com

হাযির করিল, তৎক্ষণাৎ বিবাহ হইয়া গেল। কিছুদিন পর আল্লাহ্ পাক তাহাকে এক পুত্র-সন্তান দান করিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই পুত্রটি মরিয়া গেল। তখন তিনি স্বীয় স্ত্রীকে বলিলেনঃ আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। এখন তোমার দুনিয়া কাম্য হইলে আমি তোমাকে বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারি। তুমি কাহারও পাণি গ্রহণপূর্বক সুখে জীবন যাপন করিতে পার। যদি আল্লাহ্ তা'আলার এবাদতে ও যেকেরে জীবন কাটাইতে চাও, তবে এখানে থাক।

বুযুর্গ লোকের সংসর্গে থাকিয়া যেহেতু বিবির মধ্যে তাঁহার কিছু প্রভাব পড়িয়াছিল। অতএব, বিবি বলিলেনঃ আমি কোথাও যাইব না। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আল্লাহ্ তা'আলার যেকের ও এবাদত করিতে লাগিলেন। উক্ত বুযুর্গ লোকের জনৈক বিশিষ্ট মুরীদ জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হুযূর, এরূপ করার তাৎপর্য কি? তিনি উত্তর করিলেনঃ আমি স্বপ্নে দেখিলাম, হাশর কায়েম হইয়াছে। পুল্‌সেরাতের উপর দিয়া মানুষ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, পুলের উপর দিয়া চলিতে পারিতেছে না। কাঁপিতে কাঁপিতে চলিতেছে। তৎক্ষণাৎ এক শিশু আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিল এবং নিমিষের মধ্যে তাহাকে পার করিয়া লইয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ এই শিশুটি কে? উত্তর আসিল, তাহার ছেলে। শৈশবে ইহার মৃত্যু হইয়াছিল। আজ পুল্‌সেরাতে পিতার পথপ্রদর্শক হইয়াছে। অতঃপর আমার ঘুম ভাঙ্গিলে আমার ইচ্ছা হইল, আমি এমন নেয়া-মত হইতে বঞ্চিত থাকিব না। হয়তো পুত্রই হাশরের দিন আমার নাজাতের উছিলা হইতে পারে। কাজেই আমি বিবাহ করিলাম। আল্লাহ্ তা'আলাও আমার মনস্কাম পূর্ণ করিলেন।

বলুন তো, পুত্রের মৃত্যুতে উদ্দেশ্য সফল হইল মনে করে এমন কোন আল্লাহ্‌র বান্দা কি আজও আছে? আজকাল কাহারও সন্তানের মৃত্যু হইলে তো বুক ফাটাইয়া কাঁদিয়া মরে। পুত্রের মৃত্যুতে উদ্দেশ্য সফল হইল বলিয়া মনে করার সাহস একমাত্র আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকেরই হইতে পারে। মোটকথা, সন্তান মরিয়া কিংবা জীবিত থাকিয়া যদি পিতা-মাতার জন্য আখেরাতের সম্বল হইতে পারে, তবে সন্তান-সন্ততি অবশ্যই বড় নেয়ামত, অন্যথায় ভয়ঙ্কর বিপদ।

হযরত খিযির ও মূসা আলাইহিস্‌সালামের ঘটনা কোরআন শরীফে বর্ণিত আছে। হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম হযরত খিযির আলাইহিস্‌সালামের সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন। পথিমধ্যে খিযির আলাইহিস্‌সালাম ক্রীড়ারত ফুটফুটে শিশু ছেলেকে হত্যা করিয়া ফেলিলে মূসা আলাইহিস্‌সালাম বিস্মিত হইয়া বলিলেনঃ আপনি কি করিলেন? মূসা প্রথমে খিযির আলাইহিস্‌সালামের সাহচর্য প্রার্থনা করিলে তিনি এই শর্তে রাযী হইয়াছিলেন যে, মূসা আলাইহিস্‌সালাম তাঁহার কার্যের প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না। অতএব, এস্থলে তিনি বলিলেনঃ আমি তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছিলাম, আমার কার্যকলাপ দেখিয়া তুমি ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিবে না। অতঃপর তিনি শিশু হত্যার রহস্য বর্ণনা করিয়া বলিলেনঃ এই শিশুটির পিতা-মাতা পাকা ঈমানদার, শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কাফের হইত এবং তাহার মায়ার আকর্ষণে পিতা-মাতাও কাফের হইয়া যাইত। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল, পূর্বাহ্নেই ছেলেটিকে হত্যা করিয়া তৎপরিবর্তে তাহাদিগকে একটি নেককার ছেলে দান করা।

এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যেসমস্ত শিশু শৈশবেই মরিয়া যায়, তাহাদের মৃত্যুতেই মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং খোদাভীরু লোক সন্তানের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হইলেও অধীর হয় না। আল্লাহ্ তা'আলার মহাজ্ঞানে বিশ্বাসী লোক কখনও কোন ব্যাপারে ধৈর্যচ্যুত হন না। পক্ষা-ন্তরে তৎপ্রতি লক্ষ্যহীন লোক সন্তানের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হইয়া আক্ষেপ করিতে থাকে,

www.BANGLAKITAB.com

আহা! ছেলেটি বাঁচিলে বড় কাজের হইত। অন্তরে শোকের আগুন জ্বলিতে থাকে এবং আফসোস করিতে থাকে, ছেলেটির বড় অসাধারণ প্রতিভা ছিল ইত্যাদি।

বন্ধুগণ! আপনারা কেমন করিয়া জানেন, সে কি হইত বা না হইত? আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ মনে করুন, ইহাতেই মঙ্গল নিহিত বলিয়া বিশ্বাস রাখুন। হয়তো সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কাফের হইত এবং আপনাকেও কাফের করিয়া দিত। এ যুগে মানুষ একান্ত ব্যাকুল মনে সন্তান কামনা করে। স্মরণ রাখিবেন, সন্তান হওয়াও নেয়ামত, না হওয়াও নেয়ামত; বরং যাহার সন্তান জন্মে নাই কিংবা জন্মিয়া মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের আরও অধিক শোকরগুযারী করা উচিত।

সন্তান মহাবিপদঃ কাহারও পক্ষে সন্তান মহাবিপদ হইয়া দাঁড়ায়। মোনাফেকদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

لَاتُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآاَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ○

"হে মোহাম্মদ (দঃ)! মোনাফেকের ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততি দেখিয়া আপনি বিস্মিত হইবেন না (ভাল মনে করিবেন না)! এই ছেলেপিলে ও ধন-সম্পদের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পার্থিব জীবনেই শাস্তি প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন।"

বস্তুত কাহারও কাহারও জন্য সন্তান-সন্ততি আযাব হইয়া দাঁড়ায়। শৈশবে শিশুদের মল-মূত্রে মাতা-পিতার নামায বরবাদ হইয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের জন্য নানা প্রকার চিন্তা-ভাবনা করিতে হয়। তাহাদের জীবিকানির্বাহে ভূমির প্রয়োজন, টাকা-পয়সার প্রয়োজন এবং বাসগৃহের প্রয়োজন, ধর্ম বজায় থাকুক বা না থাকুক তাহাদের জন্য দুনিয়া সঞ্চয় করিতেই হইবে। অহরহ এই চিন্তা-ভাবনার মধ্যেই থাকিতে হয়। হালাল-হারামের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এমন সন্তান না হওয়াই নেয়ামত, নিঃসন্তান লোকের প্রতি আল্লাহ্‌র বড় নেয়ামত। সন্তান হইলে খোদা জানেন, তাহাদের কি অবস্থা ঘটিত, এরূপ লোকের উচিত কাহারও কোন ব্যাপার লইয়া মাথা না ঘামাইয়া নির্জনে বসিয়া আল্লাহ্ আল্লাহ্ করা।

এ কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকেরা বলিয়া থাকেঃ "কেহ শান্তিতে বসিতে দিলে তো বসিয়া থাকিব? আমি বলিঃ তুমি মুখ বন্ধ করিয়া বসিলে কাহার কি মাথা ব্যথা যে, তোমার শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাইবে? স্মরণ রাখিবেন, অধিকাংশ অনর্থ এবং পাপ এই কথা বলার কারণেই ঘটিয়া থাকে।

কথা কম বলার উপকারিতাঃ হাদীস শরীফে আছেঃ مَنْ سَكَتَ سَلِمَ "যে চুপ করিয়া থাকে, নিরাপদে থাকে।" কোন এক শাহ্‌যাদা হাদীসের কিতাব পড়িত, এই হাদীসটি পড়িয়া ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা করিলঃ জনাব! আমি আর সম্মুখের দিকে এক বর্ণও পড়িব না। এই হাদীস মোতাবেক আমল করিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হইব। তখন হইতে সে কথা বলা বন্ধ করিয়া দিল, ইহাতে বাদশাহ্ অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। মনে করিলেনঃ সম্ভবত ছেলের উপর জ্বিনের আসর হইয়াছে। তাবীয-তুমারের তদবীরকারী খন্দকারগণ আসিয়া বহু চেষ্টা করিলেন। চিকিৎসকগণও বিভিন্ন প্রকারের চিকিৎসায় ত্রুটি করেন নাই। অবশেষে সিদ্ধান্ত হইল, তাহাকে শিকারে লইয়া গেলে আমোদ-আহ্লাদে থাকিয়া স্বাস্থ্য ঠিক হইয়া যাইবে।

সুতরাং এক নির্দিষ্ট সময়ে তাহাকে লইয়া সকলে শিকারী বাহির হইল। শিকারীগণ বিভিন্ন প্রাণীর প্রতি তীর-বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিল। নিকটেই এক ঝোঁপের মধ্যে একটি তীতর পাখী

www.BANGLAKITAB.com

লুক্কায়িত ছিল। সে আওয়ায দিল, শব্দ পাইতেই শিকারীরা তাহাকে তীর ছুঁড়িয়া শিকার করিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া শাহ্‌যাদা বলিল ঃ হতভাগা শব্দ না করিলে মারা পড়িত না। শাহ্‌যাদার মুখে এতটুকু কথা শুনিতেই আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। বাদশাহ্‌ সংবাদ পাইয়া পুনরায় শাহ্‌যাদার দ্বারা কথা বলাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে আর একটি শব্দও বলিল না। বাদশাহ্‌ আদেশ করিলেন ঃ ইহাকে বাঁধিয়া প্রহার কর। মনে হয় সে ইচ্ছা করিয়া কথা বলিতেছে না। সকলে তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিল! শাহ্‌যাদা মনে মনে বলিল ঃ একবার কথা বলার ফলে আমার এই বিপদ। পুনরায় কথা বলিলে আল্লাহ্‌ জানেন, আমার কি হাশর হইবে। অতঃপর সে সারাজীবনে আর কথা বলে নাই।

বাস্তবিকপক্ষে এই রসনার দরুনই আমাদের দ্বারা অধিকাংশ পাপ কার্য সাধিত হইয়া থাকে। বিশেষত স্ত্রীলোকদের তো বক্‌ বক্‌ করার এত শখ যে, কোন স্থানে বসিয়া কথা জুড়িয়া দিলে উহা আর শেষ হয় না। আল্লাহ্‌ জানেন, তাহাদের কথার সূত্র এত দীর্ঘ হয় কেন? ইহারা কথায় মশগুল হইলে তাহাদিগকে দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের আসল উদ্দেশ্যই হইল কথা বলা। তাহারা এমন রসিকতার সহিত কথা বলিতে থাকে যে, মনে হয় তাহারা বহু আকাঙ্ক্ষার পর এই মহাধন লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে পুরুষদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপের ধরন দেখিলে বুঝা যায়, তাহারা এই কাজ তাড়াতাড়ি সমাধা করিয়া অপর কাজে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির সংশোধন করুন, وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَّا عَقْلَ لَهٗ কথার মর্ম ইহাই। শুধু মাল সঞ্চয় করা দুনিয়া নহে।

আমার এই বর্ণনা দ্বারা সন্তান-সন্ততির পিতা-মাতাগণ এবং সংসারের সহিত নানাবিধ সম্পর্কে জড়িত লোকগণ নিজদিগকে অপারক মনে করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া পড়িবেন না। স্মরণ রাখিবেন, আপনারাও অনেকগুলি অনর্থক সম্পর্ক বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন। তাহাও এমন যে, যখন ইচ্ছা কমাইয়া ফেলিতে পারেন। অবশ্য একান্ত প্রয়োজনীয় কার্যগুলি কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বটে। তাহাতে মশগুল হওয়াও এবাদত বলিয়া গণ্য হইবে। শুধু যেসমস্ত সম্পর্ক কেবলমাত্র দুনিয়ার সহিত, তাহাই আপনাদিগকে বর্জন করিতে বলা হইতেছে। আমার কথার উদ্দেশ্য এই নহে যে, আপনারা অপারক; আপনারা অপারক মোটেই নহেন। আমি কেবল ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সত্যিকারের ঝামেলাবিশিষ্ট লোকদের তো গ্রহণযোগ্য না হইলেও একটা ওযর আছে; কিন্তু যাহাদের কোন ঝামেলা নাই, তাহাদের তো এই ওযরও নাই। ফলকথা, দুনিয়ার ঝামেলায় জড়িত এবং ঝামেলামুক্ত সকলকেই দুনিয়ার সম্পর্ক বর্জন করিতে বলা হইতেছে।

এতটুকুই আজ আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই স্মরণ রাখিবেন এবং তদনুযায়ী আমল করিতে আরম্ভ করিবেন। আজকালের দস্তুর এই হইয়াছে যে, ওয়ায শুনিয়া অশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকে, হা-হুতাশ করে এবং বলে, আমাদের গতি কি?

বন্ধুগণ! এ সকল কথায় ফল নাই। কাজ করিলে ফল পাওয়া যাইবে। কাজ করুন, কথায় বাহাদুরী দেখাইবেন না। আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করুন, তিনি কাজের তাওফীক দান করুন। আমীন!

—■—

থানাভুন্‌ শহর, হাফেয যরীফ আহ্‌মদ ছাহেবের গৃহ,
১৩৩২ হিজরী, ১৭ই রবিউস্‌সানী

www.BANGLAKITAB.com

গারীবুদ্‌দুনিয়া

■

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ ○

এই বিষয়টি অবলম্বনের কারণ

অদ্যকার মজলিসে আলোচনার নিমিত্ত যে বাক্যটি আমি পাঠ করিলাম, তাহা একটি হাদীস। অর্থাৎ, হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। ইহার এবারত অতি মহৎ এবং বিষয়বস্তু একান্ত প্রয়োজনীয়। সর্বক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মানুষেরই ইহা প্রয়োজন হয়। সুতরাং হাদীসটির ক্ষুদ্রতার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ইহার অন্তর্নিহিত অর্থের গুরুত্ব ও মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করুন। বিষয়টি অতি প্রয়োজনীয়, বিশেষ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। ইহা যদিও নূতন বিষয় নহে; বরং এই হাদীসটির এবারত বা অর্থ হয়তো আপনারা বহুবার শুনিয়া থাকিবেন। এই কারণে আপনাদের এরূপ মনে করা বিচিত্র নহে যে, এই পুরাতন ও বহু বিশ্রুত বিষয়টি অদ্যকার ওয়াযের জন্য মনোনীত করা হইল? আমাদের অজানা কোন নূতন বিষয় অবলম্বন করা উচিত ছিল।।

বন্ধুগণ! এরূপ কল্পনা করা আপনাদের তরফ হইতে মূর্খতার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নহে। আমি আপনাদিগকে মূর্খ বা অজ্ঞ মনে করিয়া এই বিষয়টি মনোনয়ন করি নাই। আমি আপনা-দিগকে জ্ঞানীই মনে করি এবং জ্ঞানী মনে করিয়াই কোন নূতন বিষয় অবলম্বন করি নাই। যে ওয়ায়েয তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীকে অজ্ঞ মনে করেন, তিনি তাহাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এমন কোন নূতন বিষয় অবলম্বনে ওয়ায করিয়া থাকেন, যাহাতে তাহাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

আর যে বক্তা নিজের শ্রোতৃবৃন্দকে জ্ঞানী মনে করেন, বক্তৃতার বিষয়বস্তু অবলম্বনের প্রতি তেমন গুরুত্ব প্রদান করেন না। ইহা কেবলমাত্র আমার সু-ধারণা নহে; বরং বাস্তব সত্য। কেননা, শরীঅতের বিধান সীমাবদ্ধ, সীমাহীন নহে। মানুষ অতি অল্প সময়েও শরীঅতের যাবতীয় বিধান সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারে। অদ্যকার মজলিসের শ্রোতাগণ আজীবন শরীঅতের

www.BANGLAKITAB.com

আহ্‌কাম শুনিয়া আসিতেছেন, তাহাদের নিকট ধর্মীয় কোন বিষয়ই নূতন হইতে পারে না। সুতরাং কোন নূতন বিষয়ের কামনা করার অর্থ নিজেদের প্রতি অজ্ঞানতার সম্বন্ধ আরোপ করা। কাজেই নূতন বিষয় অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা উচিত নহে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদিগকে জ্ঞানী করিয়াছেন, তখন মূর্খতার সম্বন্ধ নিজেদের প্রতি আরোপ করিবেন কেন?

এখন বিবেচ্য এই যে, অদ্যকার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আপনাদিগকে জ্ঞানী কল্পনা করিয়াও ইহা অবলম্বনের ফায়দা কি? ফায়দা কয়েকটি আছে। কোন অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান দান করাতেই ফায়দা সীমাবদ্ধ নহে, জ্ঞাত বিষয় হইতে গাফেল হইয়া পড়িলে তাহা দূর করাও এক উপকারিতা বটে; বরং ইহার গুরুত্ব আরও অধিক। কেননা, অজ্ঞাত বিষয় জানাইয়া দেওয়ামাত্র তদনুযায়ী আমল করার আশা অতি সন্নিকটে, পক্ষান্তরে কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তদনুযায়ী আমল না করা মারাত্মক। ইহাতেই রহিয়াছে সমধিক ত্রুটি। কেননা, জানিয়াও যখন আমল করা হয় না, তখন আর কিসের অপেক্ষা?

আরও একটি উপকারিতা এই যে, একটি বিষয় এক উপায়ে জানা আছে; কিন্তু বিষয়টির জ্ঞান লাভ করার আরও অধিকতর ফলপ্রসূ অন্য একটি উপায়ও আছে। সুতরাং অধিক জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে বিষয়টিকে উক্ত ফলপ্রসূ উপায়ে পুনরায় বর্ণনা করিলে নূতন উপকারিতা নিশ্চয়ই হইবে।

এতদ্ভিন্ন কখনও কখনও কোন বিষয় সম্বন্ধে পূর্বলব্ধ জ্ঞান মোটামুটি হয়। ইহাকে পুনরায় বিশদভাবে বর্ণনা করিলে তাহা অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসিবে। ইহাও একটি নূতন ফায়দা।

একেবারে ফায়দা ব্যতীত নিছক দ্বিরুক্তিতেও উপকারিতা আছে। কেননা, কোন বিষয়কে বার বার বর্ণনা করিলে উহা জোরদার হয় এবং উহার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

অদ্যকার বিষয়বস্তুটি বহুবার আপনাদের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকিলেও আমি আজ যেই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বর্ণনা করিব, সেই ভঙ্গিতে আপনারা ইহা কখনও শ্রবণ করেন নাই। সুতরাং ইহাকে এক হিসাবে পুরাতন এবং অন্য হিসাবে নূতন বলিতে প্যারেন। বস্তুত ইহা একটি পুরাতন বিষয়। কিন্তু বর্ণনাভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ নূতন, আপনারা ইহাকে পুরাতন মনে করিয়া শ্রবণ করিলে আপনার রুচির অনুকূল হইবে। মোটকথা, আজিকার বিষয়টি সর্বদিক দিয়াই নিতান্ত হিতকর। বিষয়টির অবস্থা এইরূপ ঃ

بهـار عالم حسنش دل وجـاں تازه مى دارد ـ برنگ اصحـاب صورت را بهبو ارباب معانى را

"তাঁহার সৌন্দর্যের বাহার মন-প্রাণকে সতেজ রাখে, বাহ্যিক রূপ দর্শনকারীর অন্তরকে রং দ্বারা, অর্থ হৃদয়ঙ্গমকারীকে নিজের সুগন্ধ দ্বারা।

দুনিয়াবাসী মুসাফির ঃ আলোচ্য হাদীসটির অর্থ "রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ দুনিয়াতে এইরূপ অবস্থান কর যেন তুমি মুসাফির; বরং পথচারী মুসাফির।" মুসাফির দুই প্রকার। ১। কিছুদিন সফরের পর আবার কিছুদিনের জন্য কোন স্থানে অবস্থানকারী। ২। কোন স্থানে অবস্থান না করিয়া অবিরত পথ অতিক্রমকারী। ইহারা কোন স্থানে দুই-এক মিনিট বা এক-আধ ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম করিলে তাহা ধর্তব্য নহে। প্রথম প্রকারের মুসাফিরকে মুকীমও বলা যায়। উভয় প্রকার মুসাফিরের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম প্রকারের অবস্থা কতকটা স্থিতিশীল এবং দ্বিতীয় প্রকারের অবস্থায় কোন স্থায়িত্ব নাই। হুযূর (দঃ) প্রথম প্রকারকে غَرِيْبٌ (স্বল্প বিশ্রান্ত মুসাফির) এবং দ্বিতীয় প্রকারকে عَابِرُ سَبِيْلٍ (অবিশ্রান্ত পথচারী) বলিয়াছেন। দুনিয়ার

www.BANGLAKITAB.com

মানুষকে লক্ষ্য করিয়া হুযূর (দঃ) এই হাদীসে প্রথমতঃ বলিয়াছেন ঃ "তুমি দুনিয়াতে এইরূপ বাস কর যেন ক্ষণস্থায়ী মুসাফির।" অতঃপর আরও বাড়াইয়া বলিয়াছেন ঃ "বরং পথচারী মুসাফির, যাহারা কোথাও বিশ্রাম করে না।" এই হাদীসটি শ্রবণ করিয়া প্রত্যেকে বলিবে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্! আমরা এই হাদীস অনুযায়ী আমল করিতেছি। আমরা তো নিজদিগকে সামান্য কয়েকদিনের জন্য ইহজগতের মুসাফির মনে করিতেছি। দুনিয়াতে আমরা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিব, এমন কখনও মনে করি না।

সকলেই মৃত্যুতে বিশ্বাসী ঃ মুসলমান তো দূরের কথা, কাফেরেরা এবং (স্রষ্টা ও কিয়ামতের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী) নাস্তিকগণও মৃত্যু বিশ্বাস করিয়া থাকে। বস্তুত ইহা এ কথারই সদৃশ—কেহ কেহ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে সন্দেহ করে বটে; কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে তাহাদের কোন সন্দেহ নাই। দুনিয়া হইতে লোকান্তরিত হওয়া সর্ববাদিসম্মত। খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী লোকেরাও মৃত্যু বিশ্বাস করে; বরং মৃত্যু সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাস মুসলমানদের চেয়েও বেশী। কেননা, মুসলমানগণ মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানে বিশ্বাসী। সুতরাং তাহাদের মতে মৃত্যু স্থায়ী নহে। পক্ষান্তরে খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী মুল্‌হেদ্‌রা সৃষ্টিকর্তা ও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নহে বলিয়া তাহাদের মতে মৃত্যু স্থায়ী, পূর্ণাঙ্গ। ফলকথা, মৃত্যুর প্রতি মুল্‌হেদগণের বিশ্বাস মুসলমানদের চেয়ে অধিক। বিচিত্র তামাশা বটে! এমন অনেক লোক আছে যাহারা খোদা, রাসূল, ফেরেশ্‌তা, কিয়ামত প্রভৃতি কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না; কিন্তু মৃত্যুতে অবিশ্বাসী কেহই নহে।

বন্ধুগণ! যে বস্তু কাফেরেরাও অবিশ্বাস করে না, আপনাদের মধ্যে সে বস্তুর প্রতি অবিশ্বাসের নিদর্শন দেখা গেলে তাহা কি আফসোসের বিষয় নহে? আপনারা হয়তো বলিতে পারেন, কিসে আমরা মৃত্যুর প্রতি অবিশ্বাসী হইলাম? তবে শুনুন, মুখে ইহা কেহই অবিশ্বাস করে না। আপনারা কেমন করিয়া ইহাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন?

তবে জ্ঞান অনুযায়ী আ'মল নাই ঃ আপনারা মুখে বলিতেছেন, মৃত্যু অবিশ্বাস করেন না; কিন্তু নিজেদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন, আপনাদের কার্যকলাপে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়। আপনাদের মধ্যে মৃত্যুকে অবিশ্বাস করার নিদর্শন বা চিহ্ন বিরাজমান কিনা, নিম্নের দৃষ্টান্ত হইতে তাহা বুঝিয়া লউন। দেখুন, জ্বলন্ত আগুনের কয়লা কেহ হাতে লইলে ইহা বুঝা যাইবে যে, এই ব্যক্তি আগুনের দাহিকা শক্তিতে বিশ্বাসী নহে। বিষধর সাপ কেহ ধরিতে গেলে ইহাই বলা হইবে যে, এই ব্যক্তি সর্প চিনে না। কেহ সর্প ধরিতে উদ্যত লোককে দেখিলে বলিয়া থাকে ঃ "দেখ, কি কর? এটা সাপ! সাপ!" তাহার সহিত এমনভাবে কথা হয়, যেন সে সর্প চিনে না।" চিনিলেও তাহার কার্য অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় বলিয়া তাহার সহিত এমনভাবে কথা বলা হয়, যেরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির সহিত বলা হইয়া থাকে। এইরূপে যদি কেহ বাপের সহিত ধৃষ্টতামূলক আচরণ করে, তখন দর্শক বলিয়া থাকে, ইনি তোমার পিতা। অথচ পুত্র অবশ্যই জানে যে, সে বাপের সহিত ধৃষ্টতাচরণ করিতেছে। কিন্তু জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করে নাই বলিয়া তাহাকে অজ্ঞানের স্থানে মনে করিয়া তাহার সহিত অজ্ঞ লোকের ন্যায় কথা বলা হইয়া থাকে।

এখন আমি দোষারোপ করিতে পারি—হে মুসলমান! খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী মুল্‌হেদ যে বস্তু অবিশ্বাস করে না, আফসোস, আপনারা তাহা অবিশ্বাস করিতেছেন, কেহ বা অবস্থায়, কেহ বা মুখে আর কেহ বা কাজে অবিশ্বাসের পরিচয় দিতেছেন। মুল্‌হেদরা মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করিলেও বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কেননা, তাহাদের ধারণা—মৃত্যু বা মৃত্যুর পরবর্তী-

www.BANGLAKITAB.com

কালের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি অবিশ্বাস দণ্ডনীয় নহে। আপনারা তো উহাকে দণ্ডনীয় বলিয়া বিশ্বাস করেন, আপনারা উহাকে সামান্য অবিশ্বাস করিলেও তাহা পরিতাপের বিষয় বটে। এইমাত্র আমি বলিয়াছি, জ্ঞান অনুযায়ী কাজ না করিলে অজ্ঞ বলিয়া গণ্য করা হয়। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের কার্যকলাপে মৃত্যুতে আমাদের বিশ্বাস আছে বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায় না। কেননা, মৃত্যু আমরা যথার্থই বিশ্বাস করি বটে; কিন্তু তদনুযায়ী কার্য করি না। এখন মোটামুটি বুঝা গেল, আমাদের বিশ্বাসে ও কাজে ত্রুটি আছে। ইহাকে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন ঃ

আমাদের মধ্যে কাহাকেও যদি প্রশ্ন করা যায়, তুমি কি দুনিয়াতে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে? তৎক্ষণাৎ উত্তর করিবে ঃ দুনিয়াতে কেহ স্থায়ীভাবে থাকিতে পারে? একদিন মরিতে হইবেই।

কিন্তু অবস্থা এরূপ— اَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ "সামান-উপকরণ এমনিভাবে প্রস্তুত করিতেছ, যেন এখানে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে?"

নিজের জন্যও এবং নিজের উত্তরাধিকারীদের জন্যও চিরস্থায়ী উপকরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। দেখিলে মনে হয়, খোদা তা'আলাকে অক্ষম মনে করিতেছি, তিনি যেন আমার ব্যবস্থার বিপরীত করিতে পারিবেন না। نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْهُ

দৃঢ় চিত্ত বুযুর্গ লোকের দৃষ্টান্ত ঃ একটি দৃষ্টান্ত হইতে একথাটি পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন। কিছুদিন পূর্বে দেশে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছিল। ভাবিয়া দেখুন, তখন মানুষের মনের অবস্থা কেমন ছিল? দুই কারণে তখনও কোন কোন লোকের চিত্ত খুব দৃঢ় ছিল—১। এক কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাঁহাদের নির্ভর খুব দৃঢ় ছিল। যাহাকিছু ঘটে আল্লাহ্‌র হুকুমেই ঘটিয়া থাকে। খোদার হুকুম ব্যতীত মৃত্যু কখনও আসে না। সুতরাং মহামারীর সময়েও তাঁহারা শান্ত এবং রোগমুক্ত সময়ের ন্যায় নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহারা মৃত্যুকে খোদার হুকুমের অধীন বলিয়া বিশ্বাস করেন। কাজেই সকল সময়কে সমান মনে করেন। ইহাকে বলে মনোবল। সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে যখন চতুর্দিকে সারি সারি সৈন্যদের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, তখন হযরত আলী (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে স্বীয় অশ্বের উপরে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিলেন। সময় সময় তাঁহার হস্ত হইতে তলোয়ারও পড়িয়া যাইত। কেহ আসিয়া বলিল ঃ "আমীরুল মুমিনীন। এমন ভয়ঙ্কর অবস্থায় আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছেন? একটু সতর্ক থাকুন, শত্রুপক্ষের আক্রমণ বড় সাংঘাতিক। তিনি উত্তর করিলেন ঃ

اَىُّ يَوْمَيْنِ مِنَ الْمَوْتِ اَفِرُّ ـ يَوْمَ لَايُقَدَّرُ اَوْ يَوْمَ قُدِّرَ

يَوْمَ لَا يُقَدَّرُ لَايَأْتِى الْقَضَا ـ يَوْمَ قَدْ قُدِّرَ لَايُغْنِى الْحَذَرُ

যেদিন মৃত্যু নির্ধারিত আছে এবং যেদিন নির্ধারিত নাই, এই দুই দিনের কোন্ দিন মৃত্যু হইতে পালাইয়া থাকিব? যেদিন মৃত্যু নির্ধারিত নহে, সেদিন মৃত্যু আসিতেই পারে না। আর যেদিন নির্ধারিত আছে, সেদিন সতর্কতাও কোন কাজে আসিবে না।

আরও শুনুন, একদিন ইমাম মালেক (রঃ) হাদীস পড়াইতেছিলেন, একটি বিচ্ছু এক এক করিয়া তাঁহাকে ১১ বার দংশন করিল, কিন্তু তিনি একটু উঃ আঃ না করিয়া বরাবর হাদীস পড়াইতে থাকিলেন। তাঁহার মত লোকের চিত্তেই এমন দৃঢ়তা সম্ভব। ১১ বার বিচ্ছুর দংশনেও হাদীস পড়ান ত্যাগ করেন নাই। এরূপ কথা বলা খুবই সহজ, কিন্তু তেমন মনোবল কয়জনের আছে?

www.BANGLAKITAB.com

বলিতে তো এখন আমিও বলিলাম; কিন্তু এখনই যদি একটি বিচ্ছু বাহির হইয়া আসে, তবে সম্ভবত আমিই সকলের আগে পালাইব। ইমাম মালেক (রঃ) হাদীস পড়ান শেষ করিলে খাদেম জিজ্ঞাসা করিল, হাদীস পড়াইবার সময় আপনার চেহারার রং পরির্তিত হইতেছিল কেন? তিনি বলিলেনঃ ১১ বার আমাকে বিচ্ছু দংশন করিয়াছিল; কিন্তু আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের হাদীসের আদব রক্ষার্থে স্থান ত্যাগ করিয়া উঠি নাই। এখন উহাকে অনুসন্ধান করিয়া মারিয়া ফেল। তৎক্ষণাৎ তালাশ করিয়া উহাকে মারিয়া ফেলা হইল। ইহাও আল্লাহ্ তা'আলার সেই পবিত্রমনা বান্দার মন ছিল। ইহারই নাম মনোবল।

মহামারীর সময় আর একদল লোক এই কারণে নিশ্চিন্ত থাকে যে, তাহারা মনে করে, সংসা-রের নিয়মই এইরূপ, কেহ মরে কেহ বাঁচে। যাহার ভিতরে প্লেগের জীবাণু প্রবেশ করে সে মরিয়া যায়। আর যে ব্যক্তি নিজের দেহকে সতর্কতার সহিত রক্ষা করিয়া চলে সে রক্ষা পায়। অর্থাৎ, আমরা স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন করিতেছি, প্লেগ রোগ আমাদিগকে আক্রমণ করিবে না। ইহাই হইল কঠিন অন্তর, যে সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত আছেঃ اَبْعَدُ شَيْءٍ عِنْدَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيْ -

"কঠিন হৃদয় আল্লাহ্ তা'আলা হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক দূরবর্তী।" তাহাতে খোদার ভয়ও নাই, মহব্বতও নাই। ইহা হইল বলিষ্ঠ হৃদয় এবং কঠিন হৃদয় লোকের অবস্থা। কিন্তু যাহাদের অন্তর দুর্বল, আর এরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক, প্লেগের সময় তাহাদের চেহারায় নৈরাশ্যের ছায়া বিরাজমান ছিল। দোকানের কাজও চলিতেছিল, গৃহিণীরা যথারীতি পাক-শাকের কাজও করিতে-ছিল। জমিদারেরা খাজনার তাগাদা এবং নালিশও করিতেছিল। কিন্তু কাহারও মন কোন কাজে বসিতেছিল না। কেবল মৃত্যুর ছবি সকলেরই চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়াইত। ভাবিত—কখন ডাক আসিয়া পড়ে। দুনিয়া হইতে প্রত্যেকেরই মন উঠিয়া গিয়াছিল। কোন বস্তুর সঙ্গে মনের আকর্ষণ বা সম্পর্ক ছিল না। এই কারণে বহুসংখ্যক বেনামাযী তৎকালে নামাযী এবং ধার্মিক হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থাটি যদি প্রত্যেক সময় আমাদের থাকিত, তবে ইহা 'দুনিয়াতে তোমরা ক্ষণ-স্থায়ী মুসাফিরের ন্যায় অবস্থান কর'-এর কিছু নমুনা হইত। তাহা না হইলে বুঝিতে হইবে, আমরা আখেরাত ভুলিয়া বসিয়াছি। কিন্তু মানুষের বিরূপ অবস্থার নিন্দাবাদে আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেনঃ

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

মানুষের উপর যখন কোন বিপদ আপতিত হয়, তখন তাহারা শুইয়াও বসিয়াও এবং দাঁড়াইয়া-ও আমাকে ডাকিতে আরম্ভ করে (যেমন, মহামারীর সময় বেনামাযীও নামায পড়িতে আরম্ভ করে।) অতঃপর যখন আমি তাহার সেই বিপদ মোচন করিয়া দেই, তখন সে পুনরায় পূর্ব অবস্থায় আসিয়া পড়ে। (পুনরায় ধান্দাবাজি ও ফালাফালি আরম্ভ করিয়া দেয়। অর্থাৎ, দুনিয়ার ঝামেলায় লিপ্ত হইয়া পড়ে। এখন আর নামাযও নাই, রোযাও নাই।) মনে হয়, তাহার উপর যে বিপদ আসিয়াছিল তাহা মোচনের জন্য কখনও আমাকে ডাকে নাই। এই সীমালঙ্ঘনকারীদের কাজ তাহাদের নিকট এইরূপে ভাল ও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়।

বন্ধুগণ! মহামারীর সময় মানুষের মনের অবস্থা যেরূপ হইয়া থাকে, ভাগ্যক্রমে আমরা সে অবস্থা লাভ করিতে পারিলে উহার স্বাদ বুঝিতে পারিতাম। উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও ইচ্ছা করেন নাই যে, আপনারা সাংসারিক সর্বপ্রকারের কাজকর্ম ছাড়িয়া সংসারবিরাগী হইয়া পড়েন; বরং তাঁহার ইচ্ছা এই ছিল যে, আপনারা সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করুন, কিন্তু আপনাদের মনের অবস্থা হুবহু মহামারীর সময়ের অবস্থার ন্যায় হউক যে, কোন কাজের প্রতি মন আকৃষ্ট না থাকে এবং দুনিয়ার সঙ্গে মনের কোন সম্পর্ক স্থাপিত না হয়। বলুন তো মহামারীর সময় মানুষের কোন কাজ ছুটিয়াছিল? একটাও না। অবশ্য গোনাহ্‌র কাজ বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। বস্তুত হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাই চান যে, সারা-জীবন ব্যাপিয়া আপনারা এইরূপ থাকুন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ

يَا عَبْدَ اللهِ اِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَاِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ اَهْلِ الْقُبُوْرِ ○

"হে আবদুল্লাহ্ (ইব্‌নে-আম্‌র)! তুমি প্রাতঃকালে উপনীত হইলে সন্ধ্যাকালের কল্পনা মনে স্থান দিও না এবং সন্ধ্যাকালে উপনীত হইতে প্রাতঃকালের কল্পনা মনে আনিও না এবং নিজকে কবর-বাসী বলিয়া গণ্য কর।" অর্থাৎ, অনাবশ্যক ও অলীক কল্পনা করিও না যে, সন্ধ্যায় এটা করিব, ওটা করিব এবং ভোরে এরূপ করিব, ওরূপ করিব। এই হাদীসে এতটুকু কথা স্পষ্টরূপে উক্ত না থাকিলেও এক হাদীস অপর হাদীসের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। হুযূরে আকরাম (দঃ) অপর এক হাদীসে উহা স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেনঃ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ "মানুষের উত্তম ইসলাম অনাবশ্যক কার্য বর্জন করা।" এই হাদীসে তিনি মানুষকে অনাবশ্যক কার্য পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, প্রয়োজনীয় এবং হিতকর কার্য ত্যাগ করা জরুরী নহে। কাজেই প্রয়োজনীয় কল্পনা করার অনুমতি রহিয়াছে। যেমন, কাহারও কাহারও নিকট ঋণী থাকিলে উহা পরিশোধ ব্যবস্থার চিন্তা করা ওয়াজেব; ইহা নিষিদ্ধ নহে। অবশ্য শেখ চুল্লীর ন্যায় ভবিষ্যতের ভিত্তিহীন কল্পনার ইমারত গড়িয়া তোলা নিষিদ্ধ।

শেখ চুল্লীর ঘটনাঃ শেখ চুল্লী দুই পয়সা মজুরির বিনিময়ে কোন এক ব্যক্তির এক কলসী তৈল মাথায় বহন করিয়া যাইতে যাইতে কল্পনা করিতে লাগিল, এই দুই পয়সা দ্বারা দুইটি ডিম খরিদ করিয়া তাহা মুরগীর নীচে রাখিব, তাহাতে দুইটি বাচ্চা পাওয়া যাইবে, একটি মোরগ এবং একটি মুরগী। পয়সা না পাইতে মুরগীর বাচ্চা উৎপন্ন হইতে লাগিল। তাহাও নিজের হিসাব অনুযায়ী একটা মোরগ আর একটি মুরগী। অতঃপর উহাদের ডিম ও বাচ্চা হইতে থাকিবে। ফলে আমি অনেক মোরগ ও মুরগীর মালিক হইব। আমি সেগুলি বিক্রয় করিয়া একটি বকরী খরিদ করিব। উহার বংশ বৃদ্ধি পাইলে সেগুলি বিক্রয় করিয়া একটি গাভী খরিদ করিব। উহার বংশ বৃদ্ধি পাইলে সেগুলি বিক্রয় করিয়া একটি মহিষ ক্রয় করিব। বংশ বৃদ্ধি পাইয়া মহিষের সংখ্যা প্রচুর হইলে তাহা বিক্রয় করিয়া একটি বড় দোকান খুলিব এবং খুব লাভবান হইয়া অল্প দিনে ধনী হইতে পারিব। অতঃপর বিরাট একটি অট্টালিকা নির্মাণ করিব এবং উযীর তনয়ার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইব। বিবাহ অবশ্যই হইয়া যাইবে এবং তাহার গর্ভে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। পুত্র একটু বয়স্ক হইলে আমার সঙ্গে থাকিবে এবং পয়সার জন্য বায়না ধরিবে। আমি বলিব, 'হট'। হট্ বলার সাথেই মাথা একটু নড়িল এবং তৎক্ষণাৎ তৈলের কলসীটি মাটিতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। মালিক ধমক দিয়া বলিলঃ "আরে! কি করিলি?" সে বলিল, যাও

www.BANGLAKITAB.com

মিঞা, তোমার তো মাত্র চারি-পাঁচ সের তৈল নষ্ট হইয়াছে, "আমার তো গোটা পরিবারই ধ্বংস হইয়া গেল।" (কেননা, তাহার এই আকাশ-কুসুম চিন্তার মূলে ছিল ঐ মজুরির দুইটি পয়সা। কলসী ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে মজুরি হাতছাড়া হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে কল্পিত গোটা সংসারটাই বিনষ্ট হইল।) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরূপ ভিত্তিহীন অলীক কল্পনাই নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

শেখ সা'দীর ঘটনা ঃ শেখ সা'দী (রঃ) লিখিয়াছেন ঃ "এক রাত্রে কোন এক ব্যবসায়ীর গৃহে আমার প্রবাস করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাহার ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য, চাকর-নওকর ও দাস-দাসী প্রচুর ছিল। সে ব্যক্তি সারারাত্রি আমাকে বিরক্ত করিয়া মারিল। বলিতে লাগিল ঃ "এখন আমার হাতে এই পরিমাণ মালপত্র রহিয়াছে। ব্যবসায়ের কিছু জিনিসপত্র ভারতবর্ষে আছে। ইহা আমার অমুক সম্পত্তির দলিল। অমুক ব্যক্তি আমার অমুক মালপত্রের জামিনদার। কখনও বলে, আলেকজান্দ্রিয়া যাওয়ার কল্পনা করিতেছি। তথাকার আবহাওয়া উত্তম। আবার বলে, না, তথাকার সমুদ্র বড় ভয়াবহ।"পুনরায় বলিতে লাগিল ঃ "সা'দী! আমি আর একটি সফরের কল্পনা করিতেছি, আমার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে অবশিষ্ট জীবন সন্তুষ্টির সহিত নির্জনে থাকিয়া কাটাইয়া দিব।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "কোন্ দিকে সফরের বাসনা রাখেন?" সে বলিল, "পারস্য দেশ হইতে গন্ধক খরিদ করিয়া চীন দেশে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি। শুনিয়াছি তথায় গন্ধক খুব চড়া মূল্যে বিক্রয় হইতেছে এবং চীন দেশীয় কাঁচের দ্রব্য রোমে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিব। রোম দেশীয় রেশম ভারতবর্ষে, ভারতবর্ষের ইস্পাত-লৌহ হলবে, হলব দেশীয় সীসা ইয়ামানে এবং ইয়ামানী চাদর পারস্যে নিয়া বিক্রয় করিবার আশা আছে। অতঃপর আর সফর করিব না। একটি বড় রকমের দোকান আরম্ভ করিয়া আরামে বসিয়া যাইব।" এখনও খোদার বান্দার দুনিয়া পরিত্যাগের ইচ্ছা নাই, দোকানেই বসিবার সঙ্কল্প। মোটকথা, সে এইরূপ আকাশ-কুসুম রচনা করিতে লাগিল। পরিশেষে শেখ সা'দীকে বলিল ঃ "আপনিও আপনার অভিজ্ঞতার কথা কিছু বর্ণনা করুন।" শেখ সা'দী উত্তরে বলিলেন ঃ

آں شنیدستی که در صحرائے غور ـ بار سالارے بیفتاد از ستور
گفت چشم تنگ دنیا دار را ـ یا قناعت پر کند یا خاك گور

"তুমি 'গাওর' প্রান্তরের কাহিনী হয়তো শুনিয়া থাকিবে, তথায় একদিন কোন এক ব্যবসায়ীর সমস্ত মালপত্র অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলে সে বলিতে লাগিল, লোভী দুনিয়াদারের সঙ্কীর্ণ চক্ষু হয়তো অল্পে সন্তুষ্টিতে তুষ্ট হইতে পারে অথবা কবরের মাটিতে।"

মৃত্যুকে নিকটবর্তী মনে কর ঃ বাস্তবিক দুনিয়াদার লোকের লোভ মৃত্যুর পূর্বে কখনও নিবৃত্ত হয় না। এই মর্মে হাদীস শরীফেও উল্লেখ আছে যে, মানুষের লোভী উদর কেবল মাটি দ্বারাই পূর্ণ হইতে পারে ঃ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللهُ عَلٰى مَنْ تَابَ "আদম সন্তানের উদর মাটি ছাড়া আর কিছুতে পূর্ণ হয় না। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার তওবা কবূল করিয়া থাকেন।" এই জাতীয় দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা এবং অনর্থক কল্পনা করিতেই রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রাতঃকাল আসিলে সন্ধ্যাকালের চিন্তা করিও না এবং সন্ধ্যাকাল আসিলে প্রাতঃকালের চিন্তা করিও না; বরং নিজকে নিজে কবরবাসীদের মধ্যে গণ্য কর। অর্থাৎ, মনে কর যে, তোমার আয়ুষ্কালের মধ্য হইতে কেবল আজিকার কয়েকটি

www.BANGLAKITAB.com

মুহূর্তই অবশিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং জীবন হইতে নিরাশ ব্যক্তি শেষ সময় যেরূপ কাজ করে তুমিও সেইরূপ কাজ কর। বলাবাহুল্য, সংসারে একদিন বা এক ঘণ্টাকালের অতিথি বলিয়া যে ব্যক্তি নিজকে মনে করে, সে কখনও অনাবশ্যক কার্যে সময় নষ্ট করে না। সে এত দীর্ঘ সূত্র কল্পনার অবসর কোথায় পাইবে? আজীবন মানুষের এই অবস্থাই হওয়া উচিত। কিন্তু এই মহামারীর পরে এখন আমাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, আজকাল আমাদের সম্মুখে কেহ মরিয়া গেলেও আমাদের মনে এরূপ ভয় বা ধারণা আসে না যে, এই মৃত ব্যক্তি আজ যে স্থানে আসিয়াছে, কাল আমাকেও এখানে আসিতে হইবে।

ইহার প্রমাণ দেখুন, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করিবার সময় উপস্থিত লোকগণ কবরের উপরে দাঁড়াইয়া দুনিয়ার যত গল্প-গুজব আরম্ভ করিয়া দেয়। কবর সম্মুখে রহিয়াছে। মানুষ নানা প্রকার গল্প-গুজব এবং মামলা-মোকদ্দমার কথায় লিপ্ত আছে। তাহারা যেন মনে করে যে, সকল লোকের কাফ্‌ফারাস্বরূপ মৃত্যু কেবল এই ব্যক্তির জন্যই আসিয়াছে। আর কাহাকেও মরিতে হইবে না। খৃষ্টানগণও এইরূপ মনে করিয়া থাকে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম তাঁহার উম্মতমণ্ডলীর পক্ষ হইতে কাফ্‌ফারা হইয়া গিয়াছেন। এখন তাহারা যত বদমাইশিই করুক, কাহারও কোন হিসাব-নিকাশ হইবে না। ফলকথা, ভুলেও মৃত্যুর কথা স্মরণ করে না এবং এমনভাবে উপকরণ সংগ্রহে লিপ্ত থাকে যেন এই সংসারে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। আমরা মুসাফিরখানা, কিংবা ষ্টেশন ঘর সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা করি, নিজের বাসগৃহ সম্বন্ধেও যদি আমাদের তদ্রূপ ধারণা থাকিত, তবে আমরা বাসগৃহের দৃঢ়করণ ও সাজ-সজ্জার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিতাম না। কেননা, মুসাফিরখানার কোন দেওয়াল কিংবা কোন কামরা যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে কোন মুসাফির উহা সংস্কারের চেষ্টা করে না। কারণ, সে ইহাকে নিজের ঘর বলিয়া মনে করে না। এক রাত্রি কিংবা দুই একদিনের বিশ্রামাগার বলিয়াই মনে করিয়া থাকে, কাজেই উহার বিনষ্ট হওয়া সম্বন্ধে চিন্তা মোটেই করে না। আমরা যদি আমাদের আসল গন্তব্যস্থান ভুলিয়া থাকিতাম, তবে দুনিয়ার বাসগৃহকে নিজের ঘর কখনও মনে করিতাম না। এই কারণে হাদীসে আসিয়াছে— اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَّا دَارَ لَهٗ

"দুনিয়া সেই ব্যক্তির ঘর যাহার কোন ঘর নাই।" এই হাদীসে দুনিয়াকে যদিও ঘর বলা হইয়াছে, তথাপি যখন উহার এই অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করা হয় যে, তাহা 'গৃহহীনের গৃহ', তখন সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, দুনিয়া প্রকৃতপক্ষে কোন গৃহই নহে। গৃহ হইলে কেমন গৃহ?

দুনিয়ার বাসগৃহের হাকীকত ঃ দুনিয়ার বাসগৃহ এইরূপ যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ وَّ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ ط لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

"এই পার্থিব জীবন কেবল খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নহে; পক্ষান্তরে পরলোকের জীবনই প্রকৃত জীবন। আহা, যদি মানুষ তাহা বুঝিত!" এই আয়াতে একটি দৃষ্টান্তের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। অর্থাৎ, দুনিয়ার বাসগৃহ ছেলেদের খেলাঘরের সদৃশ বটে। অবোধ শিশুরা নির্বুদ্ধিতা-বশত ইহাকেই তাহাদের প্রকৃত ঘর মনে করিয়া থাকে। কেহ তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কান্নাকাটি জুড়িয়া বলিতে থাকে, "হায়! আমার ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।"

www.BANGLAKITAB.com

পুরাকালে দস্তুর ছিল, মেয়েরা 'পীর মাকড়শাহ্' নির্মাণ করিত। উহাতে মাকড়শাহ্র জন্য মিঠাই-মণ্ডা রাখা হইত। মধ্যস্থলে একটি কবরের আকৃতিও থাকিত, উহাতে যথারীতি দরজা-জানালা এবং কামরা থাকিত। মোটকথা, উহাকে গোটা একটি শহরের রূপ দেওয়া হইত। রাত্রিকালে চেরাগ জ্বালান হইত। এই দস্তুর পীরযাদাদের আবিষ্কৃত ছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, শৈশব হইতেই শিশুদের মধ্যে পীর পূজা ও কবর পূজার অভ্যাস জন্মাইয়া দেওয়া। অনুরূপভাবে জ্ঞানীগণ পুতুলখেলা এই উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন, যেন পুতুলের জন্য জামা-কাপড় সেলাই করিয়া এবং মালা গাঁথিয়া মেয়েদের সেলাই করা ও মালা গাঁথার অভ্যাস জন্মে। স্মরণ রাখিবেন, আমরা যেরূপ অবোধ ছেলেপেলেদের কাণ্ড দেখিয়া হাসি এবং বলিঃ "ইহারা এমন নির্বোধ, কেমন বস্তুকে ঘর মনে করিতেছে?" তদ্রূপ আল্লাহওয়ালাগণ আমাদের কাণ্ড দেখিয়া হাসেন এবং বলেনঃ "ইহারা এমন নির্বোধ, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সহিত প্রাণের কেমন স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে?" আল্লাহ্ তা'আলা এই কথাটিই আলোচ্য আয়াতে ব্যক্ত করিয়াছেনঃ وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ ط

নির্বোধ শিশুরা যেমন তাহাদের খেলার ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলার কারণে তাহাদের পিতাকে বোকা মনে করে, তদ্রূপ আমরা দুনিয়াদার লোকেরা খোদার জ্ঞানে জ্ঞানী লোকদিগকে নির্বোধ মনে করিয়া থাকি। কেননা, তাঁহারা আমাদিগ হইতে দুনিয়া ছাড়াইয়া দিতেছেন। তাঁহারা দুনিয়ার প্রয়োজনের কোনই খবর রাখেন না। বন্ধুগণ! তাঁহারা সব বিষয়েরই খবর রাখেন। সর্বপ্রকারের অবস্থাই তাঁহারা ভোগ করিয়াছেন। তাঁহারা যদি প্রথমে দুনিয়াদার এবং পরে তওবা করিয়া দুনিয়াবিরাগী হইয়া থাকেন, তবে তো দুনিয়ার যাবতীয় অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের অবহিত থাকা স্পষ্ট কথা। পূর্বে তাঁহারা দুনিয়াদার না থাকিলেও দুনিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে। কেননা, দুনিয়ার যেসমস্ত প্রয়োজনের কথা তোমরা অবগত আছ, তৎসম্বন্ধে তাঁহারাও অজ্ঞ নহেন। কিন্তু সেই জ্ঞানের সঙ্গে তাঁহাদের আর একটি বিষয়ের জ্ঞান আছে, যাহা তোমাদের নাই। এই কারণে তাঁহারা তোমাদের দেখিয়া হাসেন। এই মর্মে মাওলানা রূমী বলিতেছেন—

خلق اطفالند جز مست خدا ـ نیست بالغ جز رهیده از هوا

"খোদাপ্রেমে মত্ত ফকীর ব্যতীত সমস্ত মানুষ অপরিণত বয়স্ক বালকের মত অপক্ক মস্তিষ্ক। সাবালক এবং পাকা মস্তিষ্ক তাঁহারাই, যাঁহারা লোভ ও প্রবৃত্তির বেড়ি হইতে মুক্ত হইয়াছেন। সমস্ত মানুষই নাবালক বাচ্চা, আবশ্য যাঁহারা কু-প্রবৃত্তির কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সাবালক।"

ফলকথা, আল্লাহ্ওয়ালাগণ আমাদিগকে নির্বোধ মূর্খ মনে করিয়া থাকেন। কেননা, আমাদের অবস্থা সাক্ষ্য দিতেছে যে, আমরা দুনিয়াকে সফরের বিশ্রামাগার মনে করিতেছি না। যদিও ইহা দাবী করিয়া থাকি।

সংসারবিরাগের বিভিন্ন স্তরঃ সংসারবিরাগ সাধারণত তিনটি স্তরে বিভক্ত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। কিন্তু এখন আমার মনে আরও একটি স্তরের কথা উদয় হইয়াছে। ইহা অবশ্য বুযুর্গানে দ্বীনের বাণীতে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। স্তর বিভাগ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয় নাই। অতএব, সংসারবিরাগ চারি স্তরে বিভক্ত। জ্ঞান, কর্ম, অবস্থা, এই কয়টি স্তরই প্রসিদ্ধ। আমি এতদ্সঙ্গে আর একটি যোগ করিলাম। কেননা, অবস্থারও আবার দুইটি স্তর রহিয়াছে—স্থায়ী অবস্থা এবং অস্থায়ী অবস্থা। আয়ত্ত করার সুবিধার জন্য স্থায়ী অবস্থাকে মোকাম এবং অস্থায়ী অবস্থাকে শুধু অবস্থা বলিব।

www.BANGLAKITAB.com

অতএব, এখন সংসারবিরাগের চারিটি স্তর হইল। ১। জ্ঞানের স্তর, ২। কর্মের স্তর, ৩। অবস্থার স্তর, ৪। মোকামের স্তর। অবস্থাকে দুই ভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজন এই হইয়াছে যে, ইহাতে মানুষ ধোঁকায় পতিত হইয়া থাকে। অনেকেই অস্থায়ী অবস্থাকে যথেষ্ট মনে করে। অথচ অস্থায়ী অবস্থা কোন পূর্ণ গুণ নহে। ইহা তো অনেক সাধারণ লোকের মধ্যেও কখনও কখনও দৃষ্ট হয়। সংসার বিরাগের স্তর বিভাগ যদি প্রসিদ্ধ তিন স্তরেই সমাপ্ত করিয়া দেওয়া হয়, তবে মানুষ অবস্থা বলিতে অস্থায়ী অবস্থা বুঝিয়াই ক্ষান্ত হইবে। অথচ অবস্থা স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ গুণ বলিয়াই গণ্য হয় না।

ইব্‌লীসের ভুলের রহস্য ঃ অস্থায়ী অবস্থাকে শেষ সীমা মনে করিয়া অনেক লোক ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। 'বাল্‌আ'ম বাউর' এবং ইব্‌লীস এই ভুলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের কিছু ভাসা ভাসা কাইফিয়ত (অবস্থা) অনুভব হইতেই তাহারা উহাকে চরম অবস্থা মনে করিয়া লইয়াছিল। অতঃপর চেষ্টা এবং রিয়াযতের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে মনে করিয়া নফ্‌সের সংশোধনে আর প্রবৃত্ত হয় নাই, উহা ভুলিয়াই গিয়াছে এবং পরিশেষে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কেননা, অস্থায়ী অবস্থার কারণে তাহাদের নফ্‌স তখনও জীবিত ছিল। রিয়াযত অর্থাৎ, চেষ্টার ফলে তাহাদের নফ্‌সের মধ্যে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা প্রাপ্ত হইয়া মোকামের স্তরে পৌঁছিতে পারে নাই। এই ভুলের কারণে আজও বহু লোক বরবাদ হইতেছে। মনে করুন, কাহারও মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয়ের কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাইল। দুই-চারিবার কান্না আসিল, কিংবা আল্লাহ্‌র মহব্বত এবং মা'রেফাতের চিহ্ন দেখা গেল অথবা যেকের বা পীরের সাহচর্যের ফলে এক প্রকার মুশাহাদা হাসিল হইল অর্থাৎ, সাময়িকভাবে অন্তরচক্ষু খুলিয়া গেল। সে ইহাকে চরম অবস্থা মনে করিয়া রিয়াযত এবং চেষ্টা ত্যাগ করিল। ইহার পরিণতি এই হইল যে, কিছুদিনের মধ্যে পূর্ববৎ অন্ধ হইয়া পড়িল। কেননা, যে অবস্থাটির উদ্ভব হইয়াছিল তাহা ছিল অস্থায়ী। উহাকে স্থায়ী করার জন্য আরও চেষ্টা এবং রিয়াযতের প্রয়োজন ছিল। ইহার একটি বাহ্যিক উপমা গ্রহণ করুন ঃ কোন ব্যক্তি একটি বৃক্ষ রোপণ করিল এবং যথারীতি উহার তদবীর ও প্রতিপালন করিল। সাধারণত বৃক্ষের চরম অবস্থা হইল ফল ধরা। লোকটি গাছে একবার দুই একটি ফল ধরিতেই উহার সেবা পরিত্যাগ করিল, অথচ একবার ফল ধরা যথেষ্ট নহে। কেননা, কোন কোন বৃক্ষে তাড়াতাড়ি ফল ধরিয়া থাকে। যেমন, আমের কোন কোন কলমের গাছে এক বৎসরেই ফল ধরে। অথচ উহা মোটেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। আজকাল অপরিণত বয়সে কেহ কেহ সন্তানের পিতা হইয়া থাকে। দেখিতেও তাহাকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেই মনে হয়। মানুষ যে বলিয়া থাকে, "শেষ যুগে মানুষের দৈর্ঘ্য এক বিঘত হইবে।" ছেলে বয়সে যাহারা পিতা হয় তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় এই কথা বলা হইয়াছে। কেননা, পূর্বকালে মানুষ বিলম্বে সাবালক হইত। ৬০/৭০ বৎসর বয়সে বিবাহের চিন্তা করিত। তাই 'ষাটে পাঁঠা' প্রবাদ বাক্যটি এখনও প্রচলিত আছে। কিন্তু আজকাল ষাট বৎসর বয়সেই মানুষ কবরের পেঁড়া হইয়া যায়। সুতরাং মানুষের মধ্যে যেমন বিঘতি আছে, গাছের মধ্যেও তদ্রূপ বিঘতি আছে। মাটি হইতে মাথা একটু উঁচু করিতেই ফল ধরা আরম্ভ করে। বৃক্ষ রোপণকারী এই মনে করিয়া সন্তুষ্ট হয় যে, বৃক্ষ এখন চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই পানি সিঞ্চন বন্ধ করিয়া দেয়। ফল এই দাঁড়ায়, যে, কোন বলদ ইহার নিকট দিয়া অতিক্রম করাকালে এক লাথি মারিয়া উহাকে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলে। অথবা গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া লাকড়িতে পরিণত হয়। অতএব, একবার ফল ধরার সাথে সাথে নিশ্চিন্ত মনে তদবীর বন্ধ করিয়া

www.BANGLAKITAB.com

দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নহে; বরং কাণ্ড পুষ্ট হওয়া এবং তৃণভোজী জন্তুর মুখ হইতে রক্ষা পাওয়ার উপযোগী উঁচু হওয়া পর্যন্ত আরও কিছুকাল তদবীর চালাইয়া যাওয়া উচিত। এখন আর বৃক্ষ তদবীরের মুখাপেক্ষী থাকে না। স্বাভাবিক বৃষ্টিই উহার জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট হয়। অনুরূপভাবে মা'রেফাতপন্থীদের হৃদয়ে কোন অবস্থার উদ্ভব হইতেই নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হওয়া উচিত নহে; বরং যথারীতি চেষ্টা এবং রিয়াযত চালাইয়া যাওয়া কর্তব্য। উক্ত অবস্থা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইলে অবস্থার মালিক আর 'চিল্লা' পালনের ন্যায় কঠিন রিয়াযত বা চেষ্টার মুখাপেক্ষী থাকেন না। মাওলানা 'রূমী বলেনঃ خلوت وچله برولازم نماند "নির্জনতা অবলম্বন এবং চিল্লা পালনের প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না।"

মানুষ স্বাধীন ও ইচ্ছাশক্তির অধিকারীঃ কিন্তু তথাপি আমলের প্রয়োজন থাকিবে, নফসের পর্যবেক্ষণ এবং আভ্যন্তরীণ যেকেরে মশগুল থাকা তাহার জন্য অবশ্য কর্তব্য থাকিবে। বৃক্ষ যেহেতু স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী নহে, সুতরাং পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পর আর কোন তদবীরের প্রয়োজন থাকে না। স্বভাবত আল্লাহ্ তা'আলার করুণাবারি উহার উপর সিঞ্চিত হইতে থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী বলিয়া প্রার্থনা ও ইচ্ছা করা ব্যতীত সে আল্লাহ্ তা'আলার ফয়েয বা রহমত পাইতে পারে না। সুতরাং আজীবন তাহাকে ইচ্ছা ও প্রার্থনা কায়েম রাখিতে হইবেঃ

يك چشم زدن غافل از آں شاه نباشى ـ شايد كه نگاهے كند آگاه نباشى

"সত্যিকারের মাহবুব হইতে সামান্য সময়ের জন্যও অমনোযোগী থাকিও না। (কেননা,) এমনও হইতে পারে যে, তিনি রহমতের দৃষ্টি করিবেন, অথচ তুমি তাহা টেরও পাইবে না।"

হাদীস শরীফে আছে, اَلاَ اِنَّ لِرَبِّكُمْ نَفَحَاتٍ فِى الدَّهْرِ اَلاَ فَتَعَرَّضُوْا لَهَا "মনে রাখিও, যমানার মধ্যে তোমাদের প্রভুর দানের যথেষ্ট সময় রহিয়াছে। তোমরা উহার অন্বেষণে থাকিও।" বহু লোক এই ঘোর-চক্করে পৌঁছিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহারা অবস্থার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমল পরিত্যাগ করিয়াছে এবং পূর্বে যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল আবার তেমনি অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়াছে; বরং পূর্বাপেক্ষা আরও অধিক অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছে। একবার প্রার্থনা করার পর উহা ত্যাগ করার ফল বড়ই ভয়ঙ্কর। কেননা, ইহাতে বিমুখতা প্রকাশ পায়। 'বাল্আম বাউর' এবং 'ইব্লীস' অস্থায়ী হালতের উদয় অনুভব করিতেই নিজদিগকে কামেল মনে করিয়া হতভাগারা চেষ্টা এবং রিয়াযত ত্যাগ করিয়াছিল। ওলীআল্লাহ্গণের মধ্যেও কেহ কেহ এ শ্রেণীর ধোঁকায় পতিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে 'ধ্বংসোন্মুখ আওলিয়া' বলা হয়। অতএব, খুব ভালরূপে স্মরণ রাখিবেনঃ পূর্ণতাপ্রাপ্তির পরেও চেষ্টা চালু রাখা অবশ্য কর্তব্য।

আরেফ শিরাযী বলেনঃ

در راه عشق وسوسهٔ اهرمن بسے ست ـ هشيار و گوش را به پيام سروش دار

"প্রেমের পথে শয়তানের ধোঁকা যথেষ্ট রহিয়াছে, সতর্কতার সহিত অগ্রসর হও এবং তোমার কানকে ওহীর আওয়াযের প্রতি নিবদ্ধ রাখ।"

www.BANGLAKITAB.com

ওহীর হুকুম হইলঃ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ "মৃত্যু-মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার প্রভুর এবাদত করিতে থাক।" অর্থাৎ, মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমলে পরাঙ্মুখ হইও না। দৃঢ়ভাবে ইহাতে নিয়োজিত থাকিবে। পূর্ণতাপ্রাপ্তির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আমলের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমে পূর্ণতাপ্রাপ্তির চেষ্টা ও রিয়াযতস্বরূপ আমল করিতেছিলে, এখন এবাদতস্বরূপ আমল করিবে। প্রিয় আল্লাহ্ মোছাফাহার জন্য তোমার দিকে হাত বাড়াইলেন, তখন তুমিও হাত বাড়াইয়া দিলে। অতঃপর তোমাকে হাত বাড়াইয়াই রাখিতে হইবে, যাহাতে তোমার আকাঙ্ক্ষা এখনও বিদ্যমান আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিশেষত আল্লাহ্ তা'আলার অভ্যাস এই যে, তুমি তোমার হস্ত প্রসারিত রাখা পর্যন্ত তিনি নিজের হাত সঙ্কুচিত করেন না। এই অভ্যাস হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিল। কেননা, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার অভ্যাস ও আদতের পূর্ণ প্রতীক ছিলেন। কেহ মোছাফাহার জন্য হাত বাড়াইলে সে লোকটি নিজের হাত টানিয়া না লওয়া পর্যন্ত হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তাঁহার হাত সঙ্কুচিত করিতেন না। ইহজগতে যখন হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস এইরূপ, তখন পরলোকেও তদ্রূপই থাকিবে। তবে আর কিসের চিন্তাঃ نماند بعصیاں کسے در گرو ـ که دارد چنیں سید پیشرو "দুই জাহানের বাদশাহ্ হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহাদের অগ্রনায়ক, তাহাদের কেহই পাপের বন্দিখানায় আবদ্ধ থাকিবে না।"

এমন দাতা ও দয়ালু নবী যাহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে, তাহাদের আশা করিবার অনেক কিছুই আছে। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে এই অনুগ্রহ ও দয়াগুণটি আল্লাহ্ তা'আলার দয়াগুণের প্রতিবিম্ব বটে। এই ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা হইলেন মূলাধার। যে পর্যন্ত তুমি তাঁহার সমীপে প্রার্থনা জারি রাখিবে সে পর্যন্ত তোমার প্রতি তাঁহার দয়া ও দৃষ্টি বিন্দুমাত্র হ্রাস পাইবে না।

মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (রঃ) বলিয়াছেনঃ যিনি ইহলোকের খোদা, তিনি পরলোকেরও খোদা। ইহজগতে তাঁহার অনুগ্রহ ও দয়া অপরিসীম, তাঁহার গুণাবলীর মধ্যে কোন পরিবর্তন নাই। তাঁহার যাবতীয় গুণ পূর্বে যেরূপ ছিল, এখনও সেরূপ আছে। তবে আর কিসের ভয়? ইন্‌শাআল্লাহ্, পরকালেও তাঁহার দয়া এরূপই থাকিবে; বরং ইহা অপেক্ষা আরও অধিক হইবে।

আশা ও নির্ভরের স্বরূপঃ শুধু আশার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। কেননা, আশা দুই প্রকার। ১। আল্লাহ্ তা'আলার রহ্‌মতের আশা, ২। আত্ম-প্রবঞ্চনা। যথাকর্তব্য রিয়াযত এবং আমল করিলেই মানুষ রহমতের আশা করিতে পারে। আমল না করিয়া শুধু আশার উপর নির্ভর করা হইল গুরুতর আত্ম-প্রবঞ্চনা।

ইব্‌নে কাইয়্যেম (রঃ) বলিয়াছেনঃ "পাপী লোকের মনে রহ্‌মতের আশা জন্মিতেই পারে না।" অতএব, যেসমস্ত হাদীসে আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের আশা এবং তাঁহার প্রতি ভাল ধারণা রাখার তা'লীম দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে আমল এবং এবাদতেরই তা'লীম। কেননা, ইহা হইতেই রহ্‌মত-এর আশা উৎপন্ন হইয়া থাকে, আমল এবং এবাদত ব্যতীত রহ্‌মতের আশা আত্ম-প্রবঞ্চনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার সম্বন্ধেই আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেনঃ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ "আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে তোমাদেরে বড় ধোঁকাবাজ ধোঁকায় ফেলিয়া রাখিয়াছে।" ফলকথা,

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ্ পাক বড় মেহেরবান এবং দয়ালু। দয়ার হাত প্রসারিত করিয়া নিজের তরফ হইতে তাহা সঙ্কুচিত করেন না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। কোন কবি বলিয়াছেন ঃ

هرکه خواهد گوبیا و هر که خواهد گو برو-دار و گیرو حاجب و درباں دریں درگه نیست

"যাহার ইচ্ছা আসুক, যাহার ইচ্ছা যাউক, এই দরবারে বাধা প্রদানকারী কেহ নাই।" তুমি যদি হাত টানিয়া লও, তবে তিনিও হাত টানিয়া নিবেন। কেননা, তিনি জবরদস্তি কাহারও মাথার উপর নেয়ামতের বোঝা চাপাইয়া দেন না। তাঁহার কোন ঠেকা নাই যে, তুমি চাও বা না চাও তোমাকে দিতেই থাকিবেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُوْنَ

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও আমি তোমাদিগকে জোরপূর্বক নেয়ামত দিতেই থাকিব ?"

বহু হাদীসে উল্লেখ আছে যে, কোন এবাদত আরম্ভ করিয়া তাহা ত্যাগ করিলে বুঝা যায় যে, বান্দা আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের প্রত্যাশা ত্যাগ করিয়াছে। কোন কোন স্থলে আমল আরম্ভ করিয়া ত্যাগ করা মাকরূহের স্তরে যাইয়া পৌঁছে। এই কারণে হাদীস শরীফে এ সম্বন্ধে নিষেধ আসিয়াছে ঃ

يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَهُ

"হে আবদুল্লাহ্! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হইও না—যে ব্যক্তি নফল নামায পড়িতে অভ্যস্ত হইয়া পরে তাহা ত্যাগ করিয়াছে।" ইহাতে বুঝা যায়, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির অবস্থাকে নাপছন্দ করিয়াছেন। এই কারণেই উপদেশ দিতেন—"অমুক ব্যক্তির মত হইও না।" ফলকথা, কোন আমল আরম্ভ করিয়া পরে তাহা ত্যাগ করা মাক্‌রূহ্। এই কারণেই পূর্ণতা-প্রাপ্তির পরেও আমলে ঘাটতি হয়। ইহার রহস্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

যেমন, কোন ব্যক্তি যদি প্রত্যহ আমাদের নিকট আসিতে অভ্যস্ত হইয়া অকস্মাৎ আসা বন্ধ করিয়া দেয়, তবে তাহার প্রতি আমাদের মন অসন্তুষ্ট হয়। অনুরূপ ব্যবহার আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতেও হইয়া থাকে। এস্থলে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, আমরা অন্তর্যামী নহি, কাজেই বন্ধুর মনের অবস্থা জানি না। হয়তো তাহার মনে আমার প্রতি মহব্বত থাকিতেও পারে। কোন অনিবার্য কারণে আসিতে অক্ষম হইয়াছে, অথচ তাহার আগমন বন্ধ করাকে ভালবাসায় ভাটা পড়ার নিদর্শন মনে করিয়া আমরা অসন্তুষ্ট হইতেছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ। তিনি খুব ভাল করিয়া অবগত আছেন যে, তাঁহার প্রতি আমাদের অন্তরে মহব্বত হ্রাস পায় নাই। যদিও আমলে ত্রুটি ঘটিয়াছে, তবে তিনি অসন্তুষ্ট হন কেন ?

ইহার উত্তর এই ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইহাও অবগত আছেন যে, অবিরত এবাদতের ফলে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের পর সেই ব্যক্তিই আমল পরিত্যাগ করিয়া থাকে, যাহার আন্তরিক সম্পর্কের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। মূলে কোন প্রকার পরিবর্তন ব্যতীত পূর্ব ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। অবশ্য সফর কিংবা রোগের কারণে আমলে ত্রুটি হইলে তাহা মার্জনীয় হয়, যদি জরুরী এবাদতসমূহে কোন কসূরী না করা হয়। আন্তরিক সম্পর্ক বহাল রাখিয়া যদি রোগের কিংবা সফরের কারণে নফল এবাদতে ত্রুটি হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তখন এত দয়া করেন যে, আমল কম

www.BANGLAKITAB.com

হইলেও সুস্থ এবং মুকীম অবস্থার আমলের সওয়াব আমলনামায় লিখিয়া থাকেন। আন্তরিক অবস্থার পরিবর্তন ব্যতীত বিনা ওযরে কাহারও আমলে ত্রুটি হইতে পারে না।

মানুষ স্বভাবত লোভী ঃ প্রাধান্যের স্পৃহা আল্লাহ্ তা'আলার গুণ, আর মানুষ আল্লাহ্ পাকের যাবতীয় গুণাবলীর মূর্ত বিকাশ। সুতরাং প্রাধান্যের লোভ মানুষের স্বভাব। কাজেই মানুষ নিজের প্রত্যাশিত কার্যে প্রাধান্যলাভের জন্য লোভী হইয়া থাকে; এমন কি আল্লাহ্ তা'আলার মা'রেফাত এবং মহব্বতলাভের প্রত্যাশায়ও মানুষ প্রাধান্য-লোভী হয়। মানুষ স্বভাবত কোন উদ্দিষ্ট বিষয়ে ত্রুটি ও অবনতি সহ্য (পছন্দ) করে না। এতটুকু অবগত হওয়ার পর বুঝিয়া লউন, যদি মানুষের কোন উদ্দিষ্ট বিষয়ে প্রাধান্যলাভের পরিবর্তে ত্রুটি এবং অবনতি পরিলক্ষিত হয়, তবে মনে করিবেন, এই উদ্দিষ্ট বিষয়ের প্রত্যাশায় বা কামনায় তাহার ত্রুটি রহিয়াছে, নচেৎ সে কখনও ত্রুটি সহ্য করিত না। কেননা, সে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর বিকাশ বলিয়া প্রাধান্য স্পৃহা তাহার স্বভাবগত বস্তু। কিন্তু কোন কোন সময় পূর্ণ প্রাধান্যলাভ না করিয়াও শুধু এতটুকুতেই সন্তুষ্ট হইয়া যায় যে, "আমি তো কাইফিয়তের উপর অবগতির প্রাধান্য লাভ করিয়াছি। শওক ও মহব্বত সৃষ্টির পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমার অন্তর হইতে বাজে কল্পনা দূর করার উপায় জানিয়া লইয়াছি। এরূপ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ঐ কৃপণ ব্যক্তির, যে ঘৃত সম্মুখে রাখিয়া প্রত্যেক লোক্মার সময় বলে ঃ "তোকে খাইব।" এইরূপে রুটি সমাপ্ত হইয়া যায় এবং ঘি যেমনটি তেমনই থাকিয়া যায়। তদুপরি আবার এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট হয় যে, "আমার খাওয়ার শক্তি ঠিক আছে।" কিংবা তাহার দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করিতে পারেন, যেমন এক জোলার মহিষ চোরে লইয়া গেল, তখন সে বলে, 'লইয়া যাও, দেখা যাইবে কিসের দ্বারা মহিষ বাঁধ। রশি তো আমার কাছেই রহিয়াছে।' অনুরূপ-ভাবে কাইফিয়ত বা মোকাম লাভের প্রণালী শিখিয়াই কোন কোন তরীকতপন্থী নিশ্চিন্ত হইয়া মনে করেন যে, "এখন আর চিন্তা কিসের? প্রণালী যখন শিখিয়া ফেলিয়াছি, এখন যখন ইচ্ছা কাইফি-য়ত লাভ করিতে পারিব। হয়তো আরম্ভ করিয়া কখনও উহা লাভের তাওফীকও হয় না। এইরূপে কেহ নামায আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেয়। কেননা, সে নামাযী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া ফেলি-য়াছে। খ্যাতিতে প্রাধান্য লাভ হইয়া গিয়াছে। এখন হয়তো সে মাত্র ঈদেরই নামাযী, তাহাও তো নামাযীরই এক প্রকার বটে।

এক ওয়ায়েয কোন গ্রামে এক ওয়াযের মজলিসে বেনামাযীকে শূকর বলিয়াছিলেন। ইহাতে গ্রামবাসীরা চটিয়া গেল এবং লাঠি লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। বলিল, "আমাদিগকে শূকর বলিলে কেন?" তিনি উত্তর করিলেন, আমি কি তোমাদিগকে বলিয়াছি? তোমরা তো নামাযী। তোমরা কি ঈদের নামায পড় না। গ্রামবাসীরা বলিল ঃ হাঁ, আমরা ঈদের নামায পড়িয়া থাকি।" বলিলেন, তবে তোমরা বেনামাযী কেমন করিয়া হইলে? আমি তোমাদিগকে শূকর বলি নাই। ইহা শুনিয়া সকলে খুশী হইয়া গেল।

কোন কোন হাজী মক্কা শরীফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর নাজায়েয কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়। মনে করে হাজী বলিয়া তো প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছি। এখন আর আমলের কি প্রয়োজন করে? কেহ কোন এক কাফেরকে হত্যা করিয়া খুশী হয় যে, আমি তো গাজী হইয়া গিয়াছি কিংবা সমাজ-সেবক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছি। আ'মলে আর কি প্রয়োজন? কেহ বা কয়েকদিন খুব যেকের-ফেকের করিয়া পরে তাহা ত্যাগ করে। মনে করে, আবেদ এবং বুযুর্গ বলিয়া খ্যাতি লাভ

www.BANGLAKITAB.com

করিয়াছি। এখন মানুষকে এই প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়াইতেছে যে, আমার ক্বল্‌ব্ জারি হইয়া গিয়াছে। এখন মৌখিক যেকেরের প্রয়োজন নাই।

মোটকথা, মানুষের মধ্যে প্রাধান্যলাভের স্পৃহাও আছে। কিন্তু কোন কোন সময় তাহারা দুর্বল এবং বাহ্যিক প্রাধান্যকেই যথেষ্ট মনে করে। বস্তুত ইহা তাহার প্রচেষ্টায় ত্রুটি থাকার প্রমাণ। কেননা, মানুষের প্রচেষ্টা ও প্রত্যাশা পূর্ণ হইলে তাহাতে পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করা ব্যতীত সে ক্ষান্ত হইতে পারে না। অতএব, যখন মানুষ আমল আরম্ভ করিয়া পরিত্যাগ করে কিংবা কমাইয়া দেয়, তখন আল্লাহ্ পাকও তাহার প্রতি রহ্‌মতের দৃষ্টি কমাইয়া দেন। সুতরাং স্মরণ রাখিবেন, জ্ঞানের প্রাধান্যই যথেষ্ট হইবে না। সত্যিকারের প্রাধান্য লাভ করিতে হইবে। এই আত্ম-প্রবঞ্চনায় শতকরা আটান্নব্বই জন তরীকতপন্থী লিপ্ত আছে। কোন অবস্থা বা মোকামের সামান্য পরিমাণ আস্বাদ পাইয়া নিশ্চিত মনে আমল পরিত্যাগ করিয়া বসেন। এই আত্ম-প্রবঞ্চনা হইতে নিজকে রক্ষা করিতে হইবে। সত্যিকারের খোদা-প্রেমিক সেই ব্যক্তি, যিনি পূর্ণতাপ্রাপ্তির পরেও নিশ্চিত মনে আমল পরিত্যাগ করেন না।

পাথরের ক্রন্দন ঃ হযরত মূসা (আঃ) একদিন এক ক্রন্দনরত প্রস্তরের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। খোদার কুদরতে যাহারা বিশ্বাসী তাহারা প্রস্তরের ক্রন্দন অবিশ্বাস করিবে না। মূসা (আঃ) ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রস্তর উত্তর করিল, যখন হইতে পাথর দোযখে যাইবে বলিয়া আমি শ্রবণ করিয়াছি ঃ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ তখন হইতে আমি আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করিতেছি। মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! এই প্রস্তরটিকে দোযখে নিক্ষেপ করিবেন না। আল্লাহ্ তাঁহার দো'আ কবূল করিলেন। তিনি পাথরকে সান্ত্বনা দিলে উহার কান্না সাময়িকভাবে থামিয়া গেল। মূসা (আঃ) স্বীয় গন্তব্য স্থানের দিকে চলিয়া গেলেন। ফিরিবার পথে প্রস্তরটিকে পুনরায় কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার কেন কাঁদিতেছ? উত্তর করিল, কান্নার বদৌলতেই যখন এই সুসংবাদ লাভ করিয়াছি, তখন এমন উপকারী বন্ধুকে ত্যাগ করিব কেন?

অনুরূপভাবে হে তরীকতপন্থী বন্ধুগণ! আপনাদের যদি আমল এবং রিয়াযতের বদৌলতে কাইফিয়ত ও মুশাহাদা হাসিল হইয়া থাকে, তবে আপনাদের সেই আমল এবং চেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। কেননা, ইহারই সাহায্যে আপনারা এমন মহামূল্য রত্ন লাভ করিয়াছেন। এখন এমন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুকে ত্যাগ করিতেছেন? এই কারণেই আমি সংসারবিরাগের স্তর বিভাগে চতুর্থ স্তর বৃদ্ধি করিয়াছি, যাহাতে মানুষ বুঝিতে পারে যে, সংসারবিরাগ অস্থায়ী কাইফিয়ত প্রাপ্তিতেই সমাপ্ত হয় না; বরং কাইফিয়ত হইতে মোকামে অর্থাৎ, স্থায়ী অবস্থায় পৌঁছিতে পারিলেই সংসারবিরাগে পূর্ণতা লাভ করিবে।

সংসারবিরাগের বিস্তারিত বিবরণ ঃ এখন আমি সংসারবিরাগের চারিটি স্তরের পূর্ণ বিবরণ বর্ণনা করিতেছি। ইহার প্রথমটা হইল জ্ঞানের স্তর। অর্থাৎ, এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া হৃদয়ে জন্মাইয়া লওয়া যে, একদিন মরিতে হইবে এবং হিসাব-নিকাশও দিতে হইবে। কিন্তু অনেকে এই ক্ষেত্রে আসিয়া ধোঁকায় পতিত হয়। যেমন, কোন কোন লোক, যাহারা হকপন্থী বলিয়া খ্যাত, তাহারা সঠিক ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসের অধিকারী বলিয়া গর্ববোধ করিয়া থাকে। অথচ তাহাদের বিশুদ্ধ বিশ্বাসের (?) স্বরূপ এই যে, (ইহুদীদের ন্যায়) তাহারা যেন نَحْنُ اَبْنَاءُ اللهِ وَاَحِبَّاءُهُ অর্থাৎ, 'আমরা

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ্‌র সন্তান এবং বন্ধু'-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় যে, তাহারা নিজদিগকে হকপন্থী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তাহাদের ধারণা, যাহা ইচ্ছা তাহা করিলেও তাহাদের কোন শাস্তি হইবে না।

আবার কতক লোকের ধারণা—বিশ্বাস দুরুস্ত হওয়ার পর আমলের ত্রুটি বেশী ক্ষতিকর নহে। এমন উদ্ভট ধারণার কারণ এই যে, তাহারা ইসলামের বিশ্বাস্য বিষয়সমূহের কেবলমাত্র জ্ঞান-লাভই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে। পূর্বে আমারও ধারণা ছিল, বিশ্বাস্য বিষয়ে শুধু জ্ঞান লাভই মুখ্য উদ্দেশ্য, আমলের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু বহু বৎসর পরে আমি একটি আয়াত হইতে বুঝিতে পারিয়াছি যে, বিশ্বাস্য বিষয়সমূহে স্বয়ং বিশ্বাস স্থাপন যেমন উদ্দেশ্য, তেমনি আমলের জন্যও ইহা উদ্দেশ্য। আয়াতটি এইঃ

مَآاَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَافِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ ۝ لِكَيْلَاتَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتَاكُمْ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝

এখানে প্রথম আয়াতটিতে অদৃষ্ট সম্পর্কে তা'লীম রহিয়াছে। পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজে-দের উপর যেকোন বিপদই আসে, তাহা লওহে-মাহফুয নামক দফতরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—উহা উৎপন্ন হওয়ারও বহু পূর্বে। নিঃসন্দেহে ইহা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে অতি সহজ, (ইহা সেই ব্যক্তিই অবিশ্বাস করিতে পারে, আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতার প্রতি যাহার বিশ্বাস নাই।) পরবর্তী আয়াতে উপরোক্ত বিষয়টি তা'লীম দেওয়ার কারণ বর্ণনা করিতেছেন। আমি তোমা-দিগকে এই কথাটি এই উদ্দেশ্যে বলিয়াছি, যেন কোনকিছু তোমাদের হস্তচ্যুত হওয়ায় তোমরা দুঃখিত না হও। (বরং এই ভাবিয়া সান্ত্বনা গ্রহণ কর যে, এই বিপদ বহু পূর্বেই নির্ধারিত এবং লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং ইহার নিবারণ সম্ভব ছিল না।) আর কোন নেয়ামত লাভ করিয়া তোমরা গর্বিত হইও না। (বরং বিশ্বাস রাখিও যে, ইহাতে আমাদের কোনই কৃতিত্ব নাই। আল্লাহ্ তা'আলা এই নেয়ামত আমাদের জন্য পূর্ব হইতেই নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।) আল্লাহ্ তা'আলা গর্বিত ও অহংকারী লোকদের ভালবাসেন না।

ইহাতে বুঝা গেল যে, অদৃষ্টের মাস্‌আলা তা'লীমের উদ্দেশ্য কেবল দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা নহে; বরং এই আমলও উদ্দেশ্য রহিয়াছে যে, "বিপদে ধীরস্থির থাকিবে" এবং প্রত্যেক বিপদকে অদৃষ্টের লিখন মনে করিয়া তাহাতে অধীর হইবে না। এই প্রকারে নেয়ামত পাইয়া কখনও গর্বিত হইবে না। উহাকে নিজের কৃতিত্ব মনে করিবে না। এই আয়াতটি হইতে যখন বুঝা গেল যে, বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত আমলগুলিও ইহার উদ্দেশ্য এবং ন্যায়শাস্ত্রের বিধান—

اَلشَّيْءُ اِذَا خَلَا عَنْ غَايَتِهٖ اِنْتَفٰى "কোন বস্তু স্বীয় উদ্দেশ্য হইতে শূন্য হইলে উহার অস্তিত্ব নাই বলিয়া গণ্য করা হয়।" অতএব, যে ব্যক্তি নেয়ামত বা বিপদের সময় উপরোক্ত অবস্থা অবলম্বন করে না, (অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে আগত বলিয়া মোটামুটি বিশ্বাস থাকিলেও নেয়ামতে গর্বিত এবং বিপদে অধীর হয়।) মনে করিতে হইবে, সে তাক্‌দীরের প্রতি বিশ্বাসী নহে। অর্থাৎ, পূর্ণ বিশ্বাসী নহে। পূর্ণ বিশ্বাসী হইলে বিশ্বাসের উদ্দেশ্যও সম্পন্ন হইতে দেখা যাইত।

www.BANGLAKITAB.com

এইরূপে যে আয়াতে 'তাওহীদের' মাসআলা তা'লীম দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে শুধু আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন উদ্দেশ্য নহে; বরং কোরআনের ঘোষণা-বাণীর প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এই নির্দেশও রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কাহারও ভয়ও করিবে না, অপর কাহারও নিকট কোন কিছুর প্রত্যাশাও করিবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস করে, কিন্তু তৎসঙ্গে আল্লাহ্ ভিন্ন অপরকে ভয়ও করে এবং তাহা হইতে কোন কিছুর প্রত্যাশাও করে, সে ব্যক্তি তাওহীদে বিশ্বাসী নহে; বরং মুশ্‌রিক। সূফিয়ায়ে-কেরাম এরূপ অবস্থাকে সরাসরি শির্‌ক বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। শির্‌ক সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَايُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ○

"যে কেহ আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন কামনা করে, সে নেক আমল করিতে থাকুক এবং সে যেন তাহার প্রভুর এবাদতের সঙ্গে কাহাকেও শরীক না করে।"

হাদীস শরীফে لَا يُشْرِكْ শব্দের তাফসীর করা হইয়াছে لَا يُرَائِىْ অর্থাৎ, এবাদতে লোক দেখান নিয়ত রাখিবে না। ইহা হইতে বুঝা যায়, রিয়াকারী শির্‌ক বলিয়া গণ্য হয়। অথচ লোক দেখান এবাদত করিলে অপরকে মা'বুদ সাব্যস্ত করা হয় না। কিন্তু অপরের দৃষ্টিতে বড় হওয়ার উদ্দেশ্যে একটু কৃত্রিমতার সহিত এবাদত করা হয়। এই কারণে ইহাকে শির্‌ক বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গতও বটে। কেননা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা গায়রুল্লাহ্‌র এবাদত যখন শির্‌ক বলিয়া গণ্য হয়, তখন অন্তরে অপরকে উদ্দেশ্য করিলে তাহা কেন শির্‌ক হইবে না? এই তাওহীদের সম্পর্ক তো অন্তরের সহিতই রহিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে যদি অপরকে ভয় করা হয় এবং অপরের নিকট কিছু প্রত্যাশা করা হয়, তবে ইহাকে সূফিয়ায়ে কেরামের 'শির্‌ক' আখ্যা দেওয়া ভুল হয় নাই। কেননা, এমতাবস্থায় তাওহীদের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। এইরূপে প্রত্যেক বিশ্বাস্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন, তৎসম্বন্ধীয় আয়াত হইতে বুঝা যাইবে যে, এস্থলে আমলের নির্দেশ রহিয়াছে, কেবলমাত্র নেড়া বিশ্বাস উদ্দেশ্য নহে। আমাদেরও অভ্যাস এবং রীতি-নীতি এইরূপ যে, বিশ্বাসের সঙ্গে আমলও উদ্দেশ্য করিয়া থাকি।

মনে করুন, এক ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত এবং একটি দুগ্ধপোষ্য পুত্র রাখিয়া বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইল। দীর্ঘ দিনের পর সে বাড়ীতে ফিরিলে বড় ছেলেটি তাহাকে চিনিল এবং ছোটটি চিনিতে না পারিয়া বড় ভাইকে জিজ্ঞাসা করিলঃ ভাই, ইনি কে? সে বলিল, ইনি তোমার এবং আমার পিতা। অতঃপর ছোট ছেলেটি এই বলিয়া পিতাকে এক ঘুষি মারিল যে, "তুমি আমাদের ঘরে কেন ঢুকিলে?" তখন বড় ছেলেটি বলিলঃ আরে হতভাগা এখনই তো বলিলাম, ইনি তোর পিতা, এমন বে-আদবী কেন করিলে? আমি জিজ্ঞাসা করি, ছোট ছেলেটিকে বড় ছেলেটির ধমক দেওয়া সঙ্গত হইয়াছে কিনা? ছোট ছেলেটি হয়তো বলিতে পারে, "তুমি যখন বলিয়াছিলে ইনি আমার পিতা, আমি তাহা অস্বীকারও করি নাই? আমি তো কেবল একটা ঘুষিই মারিয়াছি।" সকলেই বলিবেন, বড় ছেলেটির ধমক দেওয়া সঙ্গতই হইয়াছে। কেননা, সে যখন বড় ভাইয়ের নিকট জানিতে পারিয়াছে লোকটি তাহার পিতা, তখন পিতার আদব রক্ষা করিলেই জ্ঞান অনুযায়ী কার্য হইত। কিন্তু যখন সে পিতা জানিয়াও ঘুষি মারিল, তখন সে জ্ঞান অনুযায়ী কার্য করে নাই।

www.BANGLAKITAB.com

সুতরাং তাহাকে পিতা সম্বন্ধে অজ্ঞ ধরিয়া লইয়া ধমক প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, প্রত্যেক ভাষাভাষীদেরই এই রীতি জ্ঞান বা বিশ্বাসের সহিত তদনুযায়ী কার্য করাও উদ্দেশ্য হয়। বিশ্বাসের বিপরীত কার্য হইলে বিশ্বাস নাই বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

বিশ্বাস ও জ্ঞানের জন্য গর্ব করিতে নাইঃ বন্ধুগণ! কোন বিষয়ে শুধু বিশ্বাস অর্জন করিয়াই গর্বিত হইবেন না; বরং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আমলের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করুন। যাহারা বলিয়া বেড়ায়, "দুনিয়া অস্থায়ী বলিয়া আমরাও বিশ্বাস করি", কিন্তু তাহাদের কাজকর্ম সব চিরস্থায়ী মনে করার মত। তাহাদের এই বিশ্বাস যথেষ্ট নহে; বরং বিশ্বাস বলিয়াও গণ্য নহে।

সংসারবিরাগের দ্বিতীয় স্তর—দুনিয়াকে অস্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস করিলে দুনিয়াতে কাজও এমন-ভাবে করিতে হইবে—যেমন কোন অস্থায়ী স্থানে অস্থায়ী অবস্থায় থাকিয়া করা হয়। কিন্তু দুনিয়া-বাসীর অবস্থা এইরূপ যে, প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার সম্পর্কের প্রতি আন্তরিক বিতৃষ্ণা নাই। মনের উপর বল প্রয়োগ করিয়া কেবল কৃত্রিমতার সহিত দুনিয়ার সম্পর্ক কমান হয়। ইহা যথেষ্ট নহে। কেননা, দুনিয়ার প্রতি স্থায়ীভাবে আন্তরিক ঘৃণা না জন্মিলে আশঙ্কা থাকে যে, দুনিয়ার সম্পর্ক কমাইবার জন্য কোন সময় চেষ্টার ত্রুটি হইলে, দুনিয়ার ঝামেলায় সাংঘাতিকরূপে জড়াইয়া পড়িতে পারে। উহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া পরে আর সম্ভব নাও হইতে পারে। এই কারণে দুনিয়ার অস্থায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস এমন দৃঢ় ও স্থায়ী হইতে হইবে, যাহাতে দুনিয়ার অস্থায়িত্বকে মানসচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় এবং স্থায়ীভাবে দুনিয়ার সম্পর্কের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা উৎপন্ন হয়। একবার ওয়ায শুনিয়া কিংবা যেকেরে মশগুল হইয়া ক্ষণকালের জন্য দুনিয়ার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইলে যথেষ্ট হইবে না; বরং এই ঘৃণার অবস্থা এমন স্থায়ী ও দৃঢ় হইতে হইবে, যেন চিরতরে দুনিয়ার প্রতি মনে বিতৃষ্ণাভাব থাকে। ইহা 'মোকামের' বা স্থায়িত্বের স্তর বটে। ইহাই হাসিল করা চরম উদ্দেশ্য। এই মর্মেই হুযূর (দঃ) বলিয়াছেনঃ দুনিয়ার সাথে এমন ব্যবহার কর, যেমন মুসাফির মুসাফিরখানার সহিত করিয়া থাকে। অর্থাৎ, মুসাফির যেমন সফরের সময় কেবল অতি প্রয়ো-জনীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকে, অতিরিক্ত আসবাবপত্র সঙ্গে রাখে না, এইরূপে তোমরাও সংসারে কেবল আবশ্যক পরিমাণে সন্তুষ্ট থাক। আবশ্যকের অতিরিক্ত আসবাবপত্র সংগ্রহের ফিকিরে থাকিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিও না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সফরের আড়ম্বরও স্থায়ী অবস্থার মতই হইয়া থাকে। অবশ্য তবুও স্থায়ী অবস্থার তুলনায় সফরে কিছু সংক্ষেপ নিশ্চয়ই হয়। সুতরাং আপনারা অন্তত এতটুকুই করুন যে, সফরে যেরূপ সংক্ষেপ করিয়া থাকেন, দুনিয়ায় অবস্থান-কালে তেমন সংক্ষেপই করুন। চিন্তা করিয়া দেখুন, হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে দুনিয়ার সহিত সম্পর্ক কমাইবার তা'লীম দিয়াছেন, একেবারে দুনিয়ার সম্পর্ক ত্যাগ করিতে বলেন নাই।

আমি কসম করিয়া বলিতে পারি, বিশ্বের সমস্ত আল্লাহ্ওয়ালা, জ্ঞানী এবং বৈজ্ঞানিকগণ একত্রিত হইয়াও যদি সংসারবিরাগের বিষয় বর্ণনা করিতেন, তবুও বিষয়টি এত সুন্দররূপে বর্ণনা করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের সোজা বলিতে হইত, 'দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ কর।' সম্পূর্ণ-রূপে ত্যাগ করিবার তা'লীম না দিয়া সম্পর্ক কমানোর তা'লীম দিতে হইলে তাঁহারা ইহার কোন সীমা নির্ধারণ করিতে পারিতেন না যে, দুনিয়ার সহিত কি পরিমাণ এবং কিরূপ সম্পর্ক রাখা উচিত। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরবান হউন! কতবড় একটি বিষয়কে মাত্র দুইটি শব্দে তিনি কেমন সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেনঃ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ

www.BANGLAKITAB.com

যাহাতে তিনি ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, দুনিয়াতে থাকিয়া দুনিয়া হইতে নিঃসম্পর্ক হওয়া কঠিন, তবে তোমরা দুনিয়াতে থাকিয়া আকাশে উড়িবার ফিকিরে লাগিও না; বরং দুনিয়াতেই থাক। অতঃপর كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ বাক্যে থাকার সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ, মুসাফির তাহার সফরের পথ এবং বিশ্রামাগারের সহিত যতটুকু সম্পর্ক রাখে তোমরা দুনিয়ার সহিত এতটুকুই সম্পর্ক রাখ। অতএব, দেখা যায়, তিনি দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতেও বলেন নাই, সম্পূর্ণ-রূপে উহার প্রতি অনুরক্ত হইতেও অনুমতি দেন নাই; বরং কেবলমাত্র প্রয়োজনানুযায়ী দুনিয়ার সহিত সম্পর্ক সংক্ষেপ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। এই জন্যই জ্ঞানীগণ 'ইসলামী শরীঅত' বা ইসলামী জীবনব্যবস্থা দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেনঃ "ইসলামী বিধানে এমন কোন বিষয় নাই, যাহা কার্যে পরিণত করা অসম্ভব। কাজেই তো কোরআন বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেঃ—

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ○ 'আল্লাহ্ তোমাদের জীবনব্যবস্থা সহজ করিতে ইচ্ছা করেন, কঠিন করিতে চান না।' مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ 'তোমাদের ক্ষতি বা কষ্ট হইতে পারে, ধর্ম-কর্মে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য এমন কোন বিধান করেন নাই।' যাহারা বলিয়া থাকেঃ "ইসলাম বৈরাগ্য শিক্ষা দিতেছে।" তাহারা ইসলামী শরীঅত বুঝেও নাই, দেখেও নাই। আপনারা বিচার করুন, মানুষ দুনিয়ার মধ্যে মুসাফিরের ন্যায় জীবন যাপন করিলে তাহাতে কিসের বৈরাগ্য হয়। মুসাফির কি পানাহার ত্যাগ করে? কাপড় পরা বর্জন করে? মুসাফির সফরের অবস্থায় কি না করে? বরং আমরা দেখিতে পাই, কোন কোন মানুষ আজীবন সফরে কাটায়। তাহার কোন কাজেই ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে না। স্ত্রী-পুত্র সকলেই সঙ্গে থাকে, আহার, নিদ্রা, স্ত্রীসঙ্গম সমস্ত কাজই চলিতে থাকে। শুধু এতটুকু পার্থক্য হয় যে, কোন স্থান কিংবা শহরের সহিত তাহার সম্পর্ক হয় না! সর্বদা "চুলা-চাক্কি বন্ধ কর এবং গাঁঠরী বাঁধ" এই অবস্থায় থাকে।

দুনিয়ার সহিত প্রয়োজনানুরূপ সম্পর্ক রাখঃ হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাই তা'লীম দিয়াছেন যে, প্রয়োজনানুযায়ী দুনিয়ার সহিত সম্পর্ক রাখ। কিন্তু উহার সহিত মনকে আকৃষ্ট করিও না। উহাতে মজিয়া যাইও না। অতিরিক্ত ঝামেলা বাড়াইও না। যথাসম্ভব সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা কর। ইহা বৈরাগ্যও নহে, ইহা কার্যে পরিণত করা কঠিনও নহে, কিন্তু আল্লাহ্ পাক হেদায়ত করুন, কোন কোন ওয়ায়েয সংসারবিরাগ এবং তাওয়াক্কুলের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া এমন 'জুজুবুড়ী' বানাইয়া দেন যে, উক্ত ওয়ায়েয ছাহেবের বাপও তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবে না। অথচ ইসলামী শরীঅতে অসম্ভব কার্য বলিতে কিছুই নাই। এ সমস্ত ওয়ায়েয যাহা বলিয়া থাকেন তাঁহাদের মনগড়া কথা, শরীঅতের তা'লীম নহে। শরীঅতে তাওয়াক্কুল এবং যুহদের অর্থ ইহা নহে যে, এক পয়সাও সঙ্গে রাখিতে পারিবে না; বরং টাকা-পয়সা সঞ্চয় করিয়াও সংসারবিরাগ এবং আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুল হইতে পারে। তাহার উপায় এই যে, ধন-সম্পদের প্রতি মনকে আকৃষ্ট করিবেন না। আবশ্যকের অতিরিক্ত সঞ্চয়ের চেষ্টায় মাতিবেন না। ইহাই সংসারবিরাগ বা 'যুহদ'। যদি আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টায় মত্ত হওয়া ব্যতীত আবশ্যকের অতিরিক্ত আসবাবপত্র আল্লাহ্ তা'আলা দান করেন, তবে ইহাতেও 'যুহদ' নষ্ট হয় না।

আর 'তাওয়াক্কুল' বা নির্ভরের অর্থ এই যে, পার্থিব সম্পদ ও উপকরণকে ক্রিয়াশীল মনে করি-বেন না, উহার প্রতি নির্ভরও করিবেন না; বরং সর্ববিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন

www.BANGLAKITAB.com

এবং মনে করিবেন, সম্পদ বা উপকরণও আল্লাহ্‌র দান। উহার মধ্যে ক্রিয়া-শক্তিও আল্লাহ্‌র দান। এরূপ তাওয়াক্কুল লাভের জন্য দুনিয়ার আসবাবপত্র চাকুরী-নওকরী কিছুই বর্জন করার প্রয়োজন নাই।

ইহা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা যে, কেহ যদি দুনিয়ার সম্পদ অবলম্বন করিলে তাহার মনের স্থৈর্য ও শান্তি লোপ পায়, পক্ষান্তরে দুনিয়ার আসবাব বর্জন করিলে অন্তরে শান্তি পাইয়া থাকে ; আর তাহার হৃদয়ে এতটুকু বল আছে যে, পার্থিব উপকরণের সম্বল ত্যাগ করিলে কোন প্রকারে কষ্ট বা অস্থিরতা বোধ করিবে না, এমন ব্যক্তির জন্য পার্থিব উপকরণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করারও অনুমতি রহিয়াছে। কিন্তু তাওয়াক্কুল ইহার মুখাপেক্ষী নহে। দুনিয়ার উপকরণ অবলম্বন করিয়াও তাওয়াক্কুল হইতে পারে ; বরং দুনিয়ার আসবাব ত্যাগ করিলে যাহার মনের শান্তি বিনষ্ট এবং মন অস্থির হওয়ার আশঙ্কা থাকে, এরূপ লোকের পক্ষে দুনিয়ার উপকরণ বর্জন করার অনুমতিই নাই।

বন্ধুগণ ! কোন কোন লোকের স্বভাব এমনও আছে যে, তাহাদের নিকট কিছু পরিমাণ ধন-সম্পদ না থাকিলে তাহাদের ঈমান বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়। তাহাদের পক্ষে দুনিয়ার আসবাব ত্যাগ করা হারাম। তাহাদের পক্ষে মাল-আসবাব সঞ্চয় করিয়া তাওয়াক্কুল করা উচিত। কেননা, বাস্তবিক-পক্ষে মাল-আসবাবের মধ্যে কোন ক্রিয়ার ক্ষমতা নাই। তথাপি উহাতে মনে কিছু সান্ত্বনা থাকে। দুনিয়ার আসবাব অবলম্বনের পক্ষে এই যুক্তিটি অবশ্যই আছে। যেমন, যদিও শৈশব হইতে আমরা দেখিয়া আসিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদিগকে ভাত-কাপড় দিয়া থাকেন এবং ভবিষ্যতেও সর্বদা দিতে থাকিবেন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে, তথাপি কিছু টাকা-পয়সা হাতে থাকিলে মনে যে শান্তি ও আনন্দ থাকে, রিক্তহস্তে সেই শান্তি থাকে না। দুনিয়ার আসবাব প্রয়োজনমত প্রস্তুত থাকিলে তাহাতে একটি বড় উপকার এই পাওয়া যায় যে, তাহাতে মনে একাগ্রতা ও শান্তি থাকে।

মনে করুন, আপনি রেলগাড়ীতে আরোহণ করিলে যদি আপনার নিকট টিকেট থাকে, তবে আপনার মনে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিবে। কিন্তু টিকেট হারাইয়া গেলে উহার নম্বর প্রভৃতি স্মরণ থাকিলেও তখন দেখিবেন মনের অস্থিরতা এবং অশান্তি কতখানি।

ভুল তাওয়াক্কুলের দৃষ্টান্ত ঃ অনুরূপভাবে কোন কোন লোক চাকুরী ইত্যাদি ত্যাগ করিলে অস্থির হইয়া পড়েন। তিনি তাহা ত্যাগ করিবার অনুমতি পাইবেন না। ওয়ায়েযগণ তাওয়াক্কুল এবং যুহ্‌দ রক্ষার্থে মানুষকে চাকুরী পরিত্যাগ করিতে এবং টাকা-পয়সা সঞ্চয় না করিতে সাধারণকে উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের ভুল। ওয়ায়েযগণ মানুষকে এমন তাওয়াক্কুল শিক্ষা দেন—যেমন কোন এক মৌলবী ছাহেব জনৈক বাদশাহ্‌কে তা'লীম দিয়াছেন ঃ—"তুমি এত সৈন্য-সামন্ত কেন রাখিয়াছ ? সকলকে বিদায় করিয়া দাও।" কোন শত্রু তোমার রাজ্য আক্রমণ করিলে আমি ওয়ায-নসীহত দ্বারা তাহাকে মানাইয়া লইব। ইহাতে বাদশাহ্ সমস্ত সৈন্য-সামন্ত বিদায় করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরেই এক শত্রু তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া বসিল। বাদশাহ্ মৌলবী ছাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ নিন, এখন ওয়ায-নসীহত দ্বারা শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করুন ! মৌলবী ছাহেব শত্রু-দলকে যথেষ্ট বুঝাইলেন ঃ তাহারা কিছুই মানিল না। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে বাদশাহের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ হুযূর ! ইহারা বড় বদমাইশ। কোন কথাই মানিল না। তাহাদের ঈমান বরবাদ হইয়াছে, আপনার রাজত্ব গিয়াছে। আর কি করিবেন, ছবর করুন। হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে তদ্রূপ তাওয়াক্কুলের তা'লীম দেন নাই। তিনি মহা-জ্ঞানী ছিলেন, দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞানী তাঁহার সম্মুখে মক্তবের শিশু ছাত্রতুল্য। আল্লাহ্ তা'আলা

www.BANGLAKITAB.com

কাহারও মধ্যস্থতা ব্যতীত স্বয়ং তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে হুযুর নিজে বলিয়াছেনঃ عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمِىْ وَاَدَّبَنِىْ رَبِّىْ فَاَحْسَنَ تَاْدِيْبِىْ "আমার প্রভু স্বয়ং আমাকে তা'লীম দিয়াছেন। অতএব, আমাকে উত্তম তা'লীম দিয়াছেন। আমার প্রভু স্বয়ং আমাকে আদব শিখাইয়াছেন; সুতরাং আমাকে উত্তম আদব শিক্ষা দিয়াছেন।"

হুযূরের তা'লীমে জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর ভূমিকাঃ হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) হুযূরের তা'লীমের ব্যাপারে মধ্যস্থ ছিলেন না। তিনি পিয়নের ন্যায় শুধু বার্তাবাহী ছিলেন। বলাবাহুল্য, পিয়নের মধ্যস্থতা কোন মধ্যস্থতা নহে। যদি কোন শিক্ষক স্বীয় শাগরেদ কিংবা মুরীদের নিকট কোন শিক্ষণীয় বিষয় সম্বলিত চিঠি ডাকযোগে প্রেরণ করেন এবং ডাকপিয়ন সেই চিঠি উক্ত ছাত্র বা শিষ্যের হাতে বিলি করে, তবে কি কেহ বলিবেন যে, ডাকপিয়ন তাহাদিগকে উক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়াছে? কখনই বলিবেন না; বরং চিঠি যাঁহার তরফ হইতে গিয়াছে তাঁহাকেই 'মুআল্লেম' বা শিক্ষক বলা হইবে। এইরূপে জিব্‌রাঈল আলাইহিস্‌সালাম পিয়নের ন্যায় কেবল শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে হুযূরের নিকট পৌঁছাইয়াছেন। তিনি নিজেই তা'লীম দেন নাই। মু'তাযেলা সম্প্রদায়ের বিবেক লোপ পাইয়াছে। কাজেই জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে হুযূর (দঃ)-এর ওস্তাদের স্থান দিয়া তাঁহাকে হুযূর (দঃ) অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান মনে করিতেছে। এই বোকার দল এখন পর্যন্ত মুআল্লেম শব্দের অর্থই বুঝে নাই। জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে ওস্তাদ অর্থে মুআল্লেম বলা হয় না; বরং বার্তাবাহী হিসাবে মুআল্লেম বলা হয়।

হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত এইরূপ মনে করুন যে, কোন বাদশাহ্ যদি কাহাকেও মন্ত্রী নিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া দ্বারবানের সাহায্যে নিযুক্তিপত্র পাঠাইয়া দেন, তবে বলুন তো, এই ব্যক্তিকে বাদশাহ্ মন্ত্রী পদ দিলেন, না দ্বারবান? আর যদি বাদশাহ্ রাজ্যে শৃঙ্খলা বিধানের নিমিত্ত কতকগুলি আইন লিখিয়া দ্বারবানের সাহায্যে উযীরের নিকট প্রেরণ করেন, তবে এই আইনগুলির শিক্ষাদাতা বাদশাহ্ হইলেন, না দ্বারবান? হযরত জিব্‌রাঈলের ব্যাপারও এইরূপ মনে করুন।

ফলকথা, হুযূরে আকরাম (দঃ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা মধ্যস্থতা ব্যতীতই তা'লীম দিয়াছেন। সুতরাং দুনিয়ার কোন মানুষই তাঁহার সমকক্ষ জ্ঞানী হইতে পারে না। বস্তুত তিনি দুনিয়াবাসীকে আসবাবে দুনিয়ার বা দুনিয়ার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে নির্দেশ দেন নাই; বরং বলিয়াছেন, كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ ইহাতে দুনিয়ার উপকরণ অবলম্বনের অনুমতি রহিয়াছে, কিন্তু সংক্ষেপ করার তা'লীম দিয়াছেন। তিনি এরূপ বলেন নাই, كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ مَيِّتٌ "সংসারে মৃত ব্যক্তির ন্যায় সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক অবস্থায় বাস কর।" যদিও কোন কোন মারেফত পন্থী এইরূপ বলিয়া ফেলিয়াছেনঃ مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا 'তোমরা মৃতবৎ অবস্থান কর প্রকৃত মৃত্যু আসার পূর্বে', কিন্তু হুযূর (দঃ) তাহা বলেন নাই। কেননা, সকল মানুষের পক্ষে তাহা সহজও নহে, সম্ভবও নহে। তবে হুযূর (দঃ)-এর বাণী সূফিয়ায়ে কেরামের মন্তব্যের পোষকতা করে। সুতরাং মানুষ তাঁহাদের উপর এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবে না যে, "সূফীগণ কোথা হইতে নূতন নূতন বেদআত আবিষ্কার করিতেছেন?" হুযূর (দঃ)-এর বাণী عُدَّ نَفْسَكَ مِنْ اَهْلِ الْقُبُوْرِ উক্ত-মন্তব্যের পোষকতা করিতেছে। যদিও তিনি مُوْتُوْا 'মৃতবৎ থাক' বলেন নাই, কিন্তু اهل قبور

www.BANGLAKITAB.com

'কবরবাসীর ন্যায়' তো বলিয়াছেন। সুতরাং সুফিয়ায়ে কেরামের তা'লীম একেবারে বেদআত বলিয়া গণ্য হইবে না। কেননা, হুযূরের বাণীতে উহার মূল বিদ্যমান রহিয়াছে। অবশ্য হুযূরের তা'লীম-বিশিষ্ট লোকের জন্য, সর্বসাধারণের জন্য নহে। উপরোক্ত হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, তিনি নির্দিষ্টরূপে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আমরকে সম্বোধন করিয়া এই নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সর্বসাধারণের জন্য তাঁহার তা'লীম এইরূপঃ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ "দুনিয়াতে মুসাফিরের ন্যায় বাস কর।" সরাসরি كُنْ فِى الدُّنْيَا غَرِيْبًا "দুনিয়াতে একেবারে মুসাফির সাজিয়া বাস কর" বলেন নাই। ইহার কারণ এই যে, দুনিয়ার সমস্ত আসবাবপত্র দান-খয়রাত করিয়া মুসাফিরের ন্যায় মাত্র দুই বেলার খাদ্য সঙ্গে রাখিলে বিশেষ কষ্টে পতিত হইতে হইবে। পরবর্তী দিনই খাদ্যের অভাবে অস্থির হইবে, তখন হুযূর (দঃ)-এর হাদীসের প্রতি তোমার সন্দেহ হইবে, "হুযূর (দঃ) এমন নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন যাহা পালন করিতে কষ্ট হয়।" কিন্তু এখন আর সেই সুযোগ রহিল না। হুযূর তো একেবারে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া 'মুসাফির' সাজিতে বলেন নাই। তিনি তো শুধু মুসাফিরের ন্যায় দুনিয়ার আসবাবপত্রের সহিত নিঃসম্পর্ক হইয়া জীবন যাপন করিবার তা'লীম দিয়াছেন।

আল্লাহ্ওয়ালাগণ হুযূরের ভাষা বুঝিতেনঃ হুযূরের বাণীর মর্ম আল্লাহ্ওয়ালাগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই নবীর ভাষা যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। নিজেরা হুযূরের বাণীর ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হইয়া আল্লাহ্ওয়ালাদের নিকট উহাঁর অর্থ জিজ্ঞাসা করুন। আপনারা নবীর ভাষা বুঝিতে পারিবেন নাঃ تو ندیدی گهے سلیمان را – چه شناسی زبان مرغان را "তুমি যখন সুলায়মান (আঃ)-কে দেখই নাই, তখন পক্ষীর ভাষা কেমন করিয়া বুঝিবে?"— كن فى الدنيا كانك غريب -এর ভাবার্থ শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তার কবিতায় প্রকাশ করিতেছেনঃ

هر که او را معرفت بخشد خدائے – غیر حق را در دل او نیست جائے
نزد عارف نیست دنیا را خطر – بلکه بر خود نیستش هرگز نظر
عارف از دنیا و عقبے فارغ ست – زانچه باشد غیر قولی فارغ ست

"আল্লাহ্ পাক দয়া করিয়া যাঁহাকে নিজের পরিচয় দান করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে গায়রুল্লাহ্র জন্য কোন স্থান নাই, আল্লাহ্কে যিনি চিনিতে পারিয়াছেন তাঁহার নিকট দুনিয়া সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই। এমন কি, তাঁহার নিজের প্রতিই কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। আল্লাহ্ওয়ালা লোক দুনিয়া এবং আখেরাতের চিন্তা হইতে মুক্ত। কেননা, আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়া আর যতকিছু আছে, সবকিছু হইতেই তিনি নিঃসম্পর্ক রহিয়াছেন।"

কবিতাগুলিতে ফরিদউদ্দীন আত্তার (রঃ) বলিতেছেনঃ অন্তরে দুনিয়ার প্রতি কোন মর্যাদা না থাকা এবং দুনিয়ার চিন্তা হইতে অন্তর মুক্ত থাকার নামই মা'রেফাত। ইহা বলেন নাই যে, হাতকেও শূন্য রাখ, অর্থাৎ, দুনিয়ার আসবাব সঞ্চয় করিও না, এমন বলেন নাই। শেখ ফরিদ (রঃ) অন্যত্র বলিয়াছেনঃ

www.BANGLAKITAB.com

ائے پسر از آخرت غافل مباش ـ با متاع ایں جہاں خوش دل مباش
در بلیات جہاں صبار باش ـ گاہ نعمت شاکر جبار باش

"বৎস! আখেরাতের চিন্তা হইতে অমনোযোগী থাকিও না। এই দুনিয়ার আসবাবের সহিত আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করিও না। দুনিয়ার বিপদ-আপদে ধৈর্য অবলম্বন কর। তাক্‌দীরের উপর সন্তুষ্ট থাক এবং সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতের শোক্‌রগুযারী কর।"

ফলকথা, كانك غريب -এর অর্থ এই যে, দুনিয়ার সহিত মনকে আকৃষ্ট করিও না এবং যথা-সম্ভব দুনিয়ার ঝামেলা বাড়াইও না। অর্থাৎ, অনাবশ্যক ঝামেলা কমাইয়া দাও। 'পান্দেনামায়ে আত্তার' একটি চমৎকার কিতাব, ইহাতে কেবল আমলের কথাই রহিয়াছে। ইহা পাঠ না করিয়া মানুষ মসনবী পড়িতে অধিক আগ্রহশীল। কেননা, উহাতে আমলের কথা কম, বেশীর ভাগই তরীকতের মাসায়েল এবং তরীকতপন্থীর বিভিন্ন হাল-কাইফিয়তের বিবরণ রহিয়াছে। যাহা শেষ পর্যায়ের তরীকতপন্থীদের কাজ। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পক্ষে কাজের বা আমলের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। মা'রেফাত শিক্ষায়ও প্রথমে আলিফ, বা, তা পড়ার প্রয়োজন আছে। 'পান্দেনামায়ে আত্তার' মা'রেফাত শিক্ষা ক্ষেত্রে তাহাই বটে। যে ব্যক্তি এই কিতাবটি আমলে রাখিবে, ইন্‌শাআল্লাহ্, সে অতি সহজে মা'রেফাত হাসিল করিতে পারিবে, অবশ্য যদি তদনুযায়ী ঠিকমত আমল করে। কেননা, আমলই ইহার পরীক্ষা।

اور امتحان بدون تو بہ آپکا غلام ـ قائل نہیں ہے قبلہ کسی شیخ و شاب کا

"জনাব! আপনার এই গোলাম (আমি) এমতেহান ব্যতীত কোন শেখ বা যুবকের মর্যাদা স্বীকার করিতে রাযী নহে।" এই মর্মেই মাওলানা রূমী বলেনঃ

کار کن کار بگزار از گفتار ـ کاندریں راہ کار باید کار

"দাবী ত্যাগ করিয়া কাজে মশ্‌গুল হও, মহব্বতের এই পথে কেবল কাজেরই আবশ্যক।" এ সম্বন্ধে শেখ সা'দী (রঃ)-ও বলেনঃ

قدم باید اندر طریقت نہ دم ـ کہ اصلے نہ دارد دمے بے قدم

"তরীকতের পথে আমল চাই, দাবী নহে। আমল ব্যতীত দাবীর কোন মূল্য নাই।"

শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তার (রঃ) তাঁহর এই পান্দেনামা কিতাবটি মাওলানা রূমী (রঃ)-কে দিয়াছিলেন। মাওলানা রূমী ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ইহাকে নিজের আদর্শ করিয়া নিয়াছিলেন। আপনারা জানেন, ইহার পর তিনি কোন্ দরজায় পৌঁছিয়াছিলেন। এই হিসাবে শেখ ফরিদউদ্দীন (রঃ) মাওলানা রূমীর ওস্তাদ হন। মাওলানা রূমী (রঃ) স্বীয় মসনবী কিতাবে বহু স্থানে শেখ ফরিদউদ্দীনের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। এক জায়গায় বলিয়াছেনঃ

ہفت شہر عشق را عطار گشت ـ ما ہنوز اندر خم یک کوچہ ایم

"হযরত আত্তার (রঃ) এশ্‌কের সাতটি শহর অতিক্রম করিয়াছেন, আমরা এখন পর্যন্ত একটি গলির মোড়ের মধ্যেই চক্কর খাইতেছি।"

www.BANGLAKITAB.com

এমন একজন মহামানব বলিতেছেন, দুনিয়ার সহিত মন আকৃষ্ট না করার নামই মা'রেফাত। দুনিয়া সঞ্চয় করা ক্ষতিকর নহে, অবশ্য অনাবশ্যক উপকরণ সঞ্চয় করা দূষণীয় বটে। কোন এক কবি বলিয়াছেন ঃ

چیست تقوی ترک شبهات و حرام – از لباس و از شراب و از طعام

"পরহেযগারী কি ? পরিধেয়, পানীয় এবং খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে সন্দেহজনক এবং নিষিদ্ধ বস্তু ত্যাগ করাই তো পরহেযগারী।"

هرچه افزون ست اگر باشد حلال – نزد اصحاب ورع باشد وبال

"আবশ্যকের অতিরিক্ত বস্তুসমূহ হালাল হইলেও পরহেযগার লোকের পক্ষে ইহাও এক আযাব।"

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সরঞ্জাম রাখা নিষেধ ঃ বুযুর্গানে দ্বীন প্রয়োজনের অতিরিক্ত হালাল আমদানীকেও আযাবের সামগ্রী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা এই যে, সন্দেহজনক এবং হারাম মাল দ্বারা ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছি এবং অনাবশ্যক আসবাবপত্র সংগ্রহে ব্যস্ত রহিয়াছি। আমাদের ঘরে এমন অনেক দ্রব্য আছে, যাহার কখনও আবশ্যক হয় না। কিন্তু এতটুকু শখ আছে যে, লোকে দেখিলে বলিবে, "অমুকের এতখানি ভাণ্ড-বাসন, কতখানি খাট-পালং এবং কতখানি লেফ-তোষক আছে।" এই শ্রেণীর আসবাব সঞ্চয় করিতেই হুযূর (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন। আবশ্যক পরিমাণ সরঞ্জাম রাখিতে নিষেধ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, অধিক পরিমাণে অনাবশ্যক দ্রব্য ভাণ্ডারে থাকিলেই তাহা মনের অশান্তি এবং অস্থিরতার কারণ হইয়া থাকে। প্রয়োজনীয় পরিমাণের সরঞ্জামে অশান্তি উৎপাদন করে না। অথচ আজকাল আমরা অনাবশ্যক সরঞ্জামাদি সংগ্রহেই বেশীরভাগ ব্যস্ত থাকি। এগুলি সঞ্চয় করিতেই আমরা অধিক সময় নষ্ট করিয়া থাকি। নচেৎ প্রয়োজনীয় সামান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে আর কত সময় লাগে ? প্রত্যেক লোকেরই নিজের ঘরের তৈজসপত্রাদি হিসাব করিয়া দেখা উচিত, দৈনিক কোন্ কোন্ দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। তখনই দেখা যাইবে, দুই-চারিটি সরঞ্জাম ব্যতীত বাকী সমস্ত সরঞ্জামই কয়েকমাস কিংবা কয়েকবৎসর পরে কাজে লাগিবে। এই কথাটিই কবি 'ছায়েব' বলিয়াছেন ঃ

حرص قانع نیست صائب ورنه اسباب معاش – آنچه ما در کار داریم اکثرے در کار نیست

"হে 'ছায়েব' ! লোভ আমাদিগকে অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে দিতেছে না। নচেৎ যত সরঞ্জাম আমরা প্রয়োজনের জন্য রাখিয়াছি, উহার অধিকাংশই আবশ্যকের অতিরিক্ত।"

ইহাতে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে কি পরিমাণ নেয়ামত দিয়া রাখিয়াছেন। এই অগণিত নেয়ামতের কথাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا "তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতসমূহ গণিয়া শেষ করিতে পারিবে না।" আমার মতে এখানে গণনা করার অর্থ ব্যবহারে গণনা করা। অর্থাৎ, আমার নেয়ামতসমূহ তোমরা ব্যবহার করিয়া শেষ করিতে পারিবে না ; বরং অনেক দ্রব্য এমন দেখিতে পাইবে, যাহা কখনও তোমাদের ব্যবহারের সুযোগ ঘটে না। ফলকথা, মানুষ অযথা অনেক অনাবশ্যক সরঞ্জাম সঞ্চয় করিয়া রাখে। যাহার মধ্যে অযথা মন আকৃষ্ট থাকে।

www.BANGLAKITAB.com

মাওলানা ফরিদউদ্দীন আত্তার (রঃ) যখন দোকানদারী করিতেন, তরীকতের প্রতি এখনও মনো-যোগ দেন নাই। তখন একদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তরীকতের প্রতি আকর্ষণ করার নিমিত্ত খোদা-প্রেমে মত্ত একজন ওলীকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। মাজ্যূব লোকটি তাঁহার দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং আলমারির মধ্যস্থিত বোতলগুলির মধ্য হইতে একটির প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেনঃ ইহাতে কি? তিনি উত্তর করিলেনঃ 'ইহাতে অমুক শরবত আছে।' লোকটি দ্বিতীয় একটি বোতলের দিকে ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'ইহাতে কি?' উত্তর আসিলঃ 'খামীরাহ্।' তৃতীয় বোতল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেনঃ 'লউক'। ইহাতে মাজ্যূব লোকটি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেনঃ "সবকিছুই তো আঠার ন্যায় আটককারী দেখিতেছি। এমতাবস্থায় (আটিত বস্তুর মধ্য হইতে) তোমার প্রাণ কেমন করিয়া বাহির হইবে?" মাওলানা আত্তার (রঃ) মুচকি হাসিয়া বলিলেনঃ "তোমার প্রাণবায়ু যেমন করিয়া বাহির হইবে আমার প্রাণও তেমন করিয়া বাহির হইবে।" মাজ্যূব বলিলেনঃ "আমার কি? আমি তো এইরূপে প্রাণ দিব।" এই বলিয়াই তিনি চিত হইয়া শয়ন করিলেন। অনেকক্ষণ পরও যখন তিনি আর উঠিলেন না, তখন মাওলানা আত্তার (রঃ) অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ডাকিলেন, কোন সাড়া না পাইয়া বুঝিলেন যে, লোকটি সত্যই প্রাণ দিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে তাঁহার মনে এমন আঘাত লাগিল যে, তৎক্ষণাৎ দোকানের সমস্ত মালপত্র দান-খয়রাত করিয়া তিনি আল্লাহ্র অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িলেন। সুতরাং আমাদের যে অবস্থা তাহাতে মনে হয়, বাস্তবিকপক্ষে আমাদের প্রাণও মৃত্যুকালে এই আসবাবপত্রের মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া সহজে বাহির হইতে চাহিবে না। বিশেষত মেয়েলোক-দের। কেননা, তাহারা অনাবশ্যক আসবাবপত্র বহুল পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া থাকে। যাহাকিছু তাহাদের সম্মুখে পতিত হয়, উহা দেখিয়াই তাহাদের মুখের লালা নিঃসৃত হইতে থাকে। তাহাদের অবস্থা ঠিক সেইরূপ, যেমন কোন কবি বলিয়াছেনঃ لختے برد از دل گزرد هر كه زپيشم

"আমার সম্মুখ দিয়া অতিক্রমকারীদের প্রত্যেকে আমার হৃদয়ের এক টুকরা সঙ্গে লইয়া যায়।" এই পদ্যাংশটি কোন এক কবি দিল্লী শহরে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ইহার দ্বিতীয় পাদ মিলাইতে না পারিয়া অস্থির চিত্তে বসিয়া হাবুডুবু খাইতেছিলেন। তাঁহার মনের তৎকালীন অবস্থা অবিকল اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ অর্থাৎ, "তাহারা প্রত্যেক ময়দানে অস্থির চিত্তে পেরেশান অবস্থায় ঘুরিতেছিল" আয়াতেরই নমুনা বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক কোন কবি কবি-তার পাদ মিলাইবার ফিকিরে থাকিলে তাহার অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। এই কবিও দ্বিতীয় পাদের চিন্তায় অস্থির হইয়া হাবুডুবু খাইতেছিলেন। ঘটনাক্রমে জনৈক তরকারি বিক্রেতা নিম্নোক্ত পাদটি গাহিয়া তরমুজের ফালি বেচিতে বেচিতে কবির বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিল—

من قاش فروش دل صد پارهٔ خويشم "আমি আমার শতধাবিভক্ত হৃদয়ের এক ফালি বিক্রয় করিতেছি।" ইহা শুনিবামাত্র কবি আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন; বলিলেন, এই পাদটিই আমার কবিতার দ্বিতীয় পাদ হইতে পারে। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না। তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া তরকারি বিক্রেতাকে বলিলেনঃ "তোমার এই পাদটি আমার নিকট বিক্রয় কর।" অর্থাৎ, তুমি আমার নিকট হইতে টাকা লইয়া এই প্রতিশ্রুতি দাও যে, অতঃপর তোমাকে কেহ

www.BANGLAKITAB.com

জিজ্ঞাসা করিলে এই পাদটি আমার রচিত বলিবে, তোমার বলিবে না। ইহাতে তাহার ক্ষতি ছিল না। বিনা পরিশ্রমে মূল্য পাইয়া গেল। কবিও তাহার কবিতার দ্বিতীয় পাদ খরিদ করিয়া আনন্দিত চিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু এতটুকু করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। কেননা, আজও লোকে বলিয়া থাকে, উক্ত পাদটি তরকারি বিক্রেতার রচিত, কবি তাহার নিকট হইতে খরিদ করিয়া লইয়াছেন। এই ঘটনা না ঘটাইয়া এমনিই যদি তরকারি বিক্রেতার সেই পাদটি নিজের কবিতার সহিত যোগ করিয়া দিতেন, তবে হয়তো কেহ টেরই পাইত না যে, ইহা তরকারি বিক্রেতার রচিত; বরং সকলে উহাকে কবির রচিত বলিয়াই মনে করিত।

স্ত্রী-জাতি অত্যধিক লোভী ঃ যাহাহউক, সাজ-সরঞ্জামাদি সম্বন্ধে স্ত্রী-জাতির অবস্থা অবিকল উপরোক্ত কবিতাটির মর্মার্থের সদৃশ। প্রত্যেক দ্রব্যই তাহাদের নিকট হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে। অবশ্য সতীত্ব ব্যাপারে উক্ত কবিতার মর্ম স্ত্রী-জাতির উপর প্রযোজ্য নহে। বিশেষত পাক-ভারতের স্ত্রীলোক। কেননা, এতদ্দেশীয় রমণীরা নিজের স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও দিকে তো চক্ষু তুলিয়াও তাকায় না। তাহাদের হৃদয়ের মধ্যেও পর-পুরুষের চিন্তা কদাচ ঠাঁই পায় না। তবে অলঙ্কার এবং সাজ-পোশাকের বেলায় তাহাদের অবস্থা অবিকল এই কবিতার মর্মের অনুরূপ। কোথাও কোন নূতন অলঙ্কার বা কাপড়-চোপড় দেখিলে তাহাদের লালা পড়িতে আরম্ভ করে। নিজের কাছে যতই অলঙ্কার থাকুক না কেন, যেমন সুন্দর কাপড়ই থাকুক না কেন, কিন্তু নূতন কাটিং কিংবা নূতন ধরনের কিছু দেখিলে সঙ্গে সঙ্গেই নিজের বস্তুর প্রতি অন্তরে বিতৃষ্ণা জন্মে এবং নূতন ধরনের আর এক সেট প্রস্তুত করাইবার ফিকিরে লাগিয়া যায়।

স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে মাওলানা আবদুর রব ছাহেবের কৌতুকবাণী বড়ই চমৎকার। তিনি বলিতেন, মেয়েদের অবস্থা এইরূপ ঃ তাহাদের ষ্টকে যত ভাণ্ড-বাসনই থাকুক না কেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে ঃ "আর কি আছে—চার ঠিক্‌রে"। অর্থাৎ, চারিটি ভাঙ্গাচুরা। আর তাহাদের জামাজোড়া যতই ট্রাঙ্কভর্তি থাকুক না কেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে ঃ "আর কি আছে ?—চার চিথ্‌ড়ে"। অর্থাৎ, খানচারেক ছেঁড়া-ফাটা।" আর জুতা যত জোড়াই মওজুদ থাকুক না কেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকে ঃ "কি আর আছে—দো লীত্‌ড়ে" অর্থাৎ, দুইখানি ছেঁড়া ও পুরাতন।" ছন্দ খুব সুন্দর মিলাইয়াছেন,—'ঠিক্‌রে', চিথ্‌ড়ে' এবং 'লীত্‌ড়ে'। কেননা, তিনি দিল্লীর কৌতুক বাণী রচয়িতা কিনা! বাস্তবিক স্ত্রী-জাতির অবস্থা এইরূপই বটে।

জনৈক স্ত্রীলোক স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন ঃ "আমরা তো দোযখীই বটে। দোযখের যেমন পেট ভরে না, هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ "আরও আছে কি ?" বলিতে থাকিবে, তদ্রূপ আমাদের ক্ষুধাও মিটে না। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইত্যাকার মগ্নতা হইতেই নিষেধ করিয়াছেন, যদ্দরুন অনা-বশ্যক দ্রব্যে মন আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

দুনিয়ার মোহজাল হইতে মুক্তিলাভের উপায় এই যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যথাসম্ভব সংক্ষেপ করুন, যে স্ত্রীলোক পানের অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন তিনি তাহা করুন। যিনি চা-পানে অভ্যস্ত, যাহাতে মন আবদ্ধ থাকে তিনি তাহা বর্জন করুন। যিনি এক টাকা গজ মূল্যের কাপড় পরিধান করেন, তিনি বার আনা গজের পরিতে আরম্ভ করুন। এইরূপে সর্বপ্রকার খরচ-পত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম সংক্ষেপ করুন। অর্থাৎ, প্রয়োজনের পরিমাণে লাভ করিয়া ক্ষান্ত থাকুন। প্রয়ো-জনেরও আবার শ্রেণীবিভাগ আছে—

www.BANGLAKITAB.com

১। যাহা ব্যতীত কাজ চলিতে পারে না, এই পরিমাণ রাখা শুধু জায়েয নহে; বরং ওয়াজেব।

২। যাহার অভাবে কাজ চলিতে পারে বটে, কিন্তু উহা থাকিলে আরাম হয়। না থাকিলে কষ্ট হইবে। কাজ চলিলেও বড় কষ্টের সহিত চলিবে। এরূপ আসবাবপত্র রাখারও অনুমতি আছে।

৩। যেসমস্ত আসবাবপত্রের জন্য কোন কাজই আটকিয়া থাকে না, তাহার অভাবে কোন প্রকার কষ্টও হয় না, অথচ তাহা হাতে থাকিলে মন প্রফুল্ল থাকে। তবে নিজের মন প্রফুল্ল রাখার উদ্দেশ্যে সক্ষম হইলে এরূপ আসবাব রাখাও জায়েয।

৪। অপরকে দেখাইবার জন্য এবং অপরের দৃষ্টিতে বড় হওয়ার উদ্দেশ্যে কোন সাজ-সরঞ্জাম রাখা হারাম।

যেসমস্ত স্ত্রীলোক নিজের শান্তির জন্য কিংবা নিজের ও স্বামীর মন সন্তুষ্টির জন্য মূল্যবান কাপড় অথবা অলঙ্কার পরিধান করে, সামর্থ্য থাকিলে তাহাদের জন্যও ইহা পাপ নহে। অবশ্য অপরকে বাহার দেখাইবার উদ্দেশ্যে পরিলে গোনাহ্‌গার হইবে। ইহার চিহ্ন এই যে, নিজের ঘরে হীন ও তুচ্ছ মেথরানীদের ন্যায় নোংরা পোশাকে থাকে, কিন্তু কোন উৎসব উপলক্ষে কোন স্থানে বাহির হইলে নবাবযাদী সাজিয়া বাহির হয়। যেমন লক্ষ্ণৌ শহরের মজুর, সারাদিন ব্যাপিয়া লেঙ্গুট পরিয়া মজুরি করে, আর সন্ধ্যাকালে ভাড়া করা কাপড় পরিধানপূর্বক পকেটে দুই পয়সা লইয়া বেড়াইতে বাহির হয় এবং এক পয়সার পানের খিলি লইয়া চিবাইতে থাকে ও এক পয়সার ফুলের মালা গলায় পরিয়া নবাবযাদা সাজে।

এখন মহিলারা চিন্তা করিয়া দেখুন, কি উদ্দেশ্যে তাঁহারা নিত্য-নূতন জামা-জোড়া পরিবর্তন করিয়া ঘরের বাহিরে যান। ইহাতে যদি নিজের শান্তি ও মনের আনন্দ উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে নিজ গৃহে এরূপ সাজিয়া-গুজিয়া থাকেন না কেন? কোন কোন স্ত্রীলোক ইহার উত্তরে বলিয়া থাকেন, আমরা আমাদের স্বামীর মর্যাদা রক্ষার্থে উত্তম জামা-জোড়া পরিয়া বাহির হইয়া থাকি। যদি এই যুক্তি মানিয়া লওয়া হয়, তথাপি বলা যায়, প্রথমবারে উৎসব উপলক্ষে জামা-জোড়ার যেই ফেরিস্তি বাহির করিয়াছিলেন, আপনার ধারণা অনুযায়ী স্বামীর মর্যাদা রক্ষার জন্য ইহাই যথেষ্ট ছিল। এখন দেখা যাক, কখনও উপর্যুপরি কয়েকদিন উৎসবে যোগদান করিতে হইলে আপনি তিন দিনই এক পোশাকে যোগদান করিবেন, না প্রতিদিন নূতন পোশাক পরিবেন। আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যহ বেশ পরিবর্তন করা হয়। তবে এই পরিবর্তন কেন? স্বামীর মর্যাদা রক্ষার জন্য এক প্রহস্তই তো যথেষ্ট। কিন্তু তাহা নহে, স্বামীর মর্যাদা ভাওতা মাত্র, এই উদ্দেশ্যে কখনও প্রতিদিন নূতন নূতন পোশাক পরিবর্তন করা হয় না। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকদিন এক পোশাকে বাহির হইতে পারেন না, যদি আর কিছুও না হয়, অন্তত ওড়না তো পরিবর্তন করিবেনই। কেননা, উহার স্থান পোশাকের উপরিভাগে এবং অভ্যাগত সকলের দৃষ্টি সর্বাগ্রে উহার উপরই পতিত হয়। অতএব, উহা অবশ্যই পরিবর্তন করা চাই, যাহাতে প্রতিদিন নূতন পোশাক পরিহিতা বলিয়া বোধ হয়।

কেবল ইহাই শেষ নহে, আবার মজলিসে বসিয়া তাঁহার অলঙ্কারের বাহার দেখাইবারও লোভ হইয়া থাকে। অনেকে তো কেবল এই উদ্দেশ্যেই মস্তক উলঙ্গ রাখেন, যাহাতে আপাদমস্তক পর্যন্ত যাবতীয় অলঙ্কার কাহারও চক্ষু এড়াইতে না পারে। তন্মধ্যে যাঁহারা আলেম-পত্নী কিংবা নিজে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতা, তাঁহারা অবশ্য নগ্ন মস্তকে চলাফেরা করেন না। কিন্তু কোন এক ছুতায় নিজের অলঙ্কার দেখাইতে ত্রুটি করেন না। কখনও বা মাথা চুলকান, কখনও বা

www.BANGLAKITAB.com

কান চুলকান ইত্যাদি। ইহা সরাসরি 'রিয়া' এবং এই উদ্দেশ্যে মূল্যবান জামা-জোড়া ও সোনা-দানা পরিধান করা হারাম।

স্ত্রী-জাতির আর একটি রোগঃ মেয়েদের মধ্যে আরও একটি রোগ এই যে, ইহারা কোন উৎসবের মজলিসে গমন করিলে সমাগত সকল স্ত্রীলোকের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারপত্র মস্তক হইতে পা পর্যন্ত ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া লয়। কাহারও অলঙ্কার তাহার অপেক্ষা অধিক সুন্দর বা মূল্যবান কিংবা পরিমাণে বেশী কিনা এবং কাহারও অপেক্ষা সে তুচ্ছ কিনা। ইহাও উপরোক্ত 'রিয়া' এবং অহংকারেরই শাখা। পুরুষ-জাতির মধ্যে এই রোগটি তুলনামূলক কম। যদি দশ জন পুরুষ কোথাও একত্রিত হয়, তবে কাহারও মনে এরূপ কল্পনা আসে না, কাহার পরিচ্ছদ কিরূপ? এই জন্যই সে মজলিস হইতে বাহির হইয়া কাহারও পোশাকের বিবরণ বলিতে পারে না, কিন্তু মেয়েরা কয়েকজন একত্রিত হইলে কাহার স্ত্রীর কত অলঙ্কার ছিল, কিরূপ পোশাক পরিধান করিয়াছিল, সকলেরই তাহা স্মরণ থাকে। স্মরণ রাখিবেন, এই উদ্দেশ্যে মূল্যবান পোশাক এবং অলঙ্কারাদি পরিধান করা নিষিদ্ধ।

উপরে আমি যে পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারপত্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়ের শ্রেণীবিভাগ দেখাইয়াছি, তাহা কেবল এই দুইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; বরং সর্বপ্রকারের ব্যবহার্য দ্রব্যেই এরূপ শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে। ঘর-বাড়ীর ব্যাপারেও এবং ভাণ্ড-বাসনের ক্ষেত্রেও। প্রত্যেক ব্যবহার্য দ্রব্যের প্রয়োজনের মাপকাঠি এই যে, যাহা ব্যতীত কষ্ট হয় উহা প্রয়োজনীয়, যাহার অভাবে কষ্ট হয় না তাহা বেদরকারী। ইহার মধ্যে যাহা মনের আনন্দের নিয়তে হয় তাহা জায়েয এবং যাহা অপরকে নিজের বাহাদুরী দেখাইবার নিয়তে হয় তাহা হারাম। এই মাপকাঠি অনুসারে আমল করা আবশ্যক। এই মাপকাঠি দ্বারা সকলে সঠিক পন্থায় চলিতে পারে না। ইহা অনুযায়ী আমল করিতে হইলে কোন দিশারীর পরামর্শ বা উপদেশের প্রয়োজন। এখান হইতেই হয়তো আপনারা পীরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

گر ھوائے ایں سفر داری دلا ـ دامن رھبر بگیر و پس بیا
یار باید راہ را تنھا مرو ـ بے قلندر زاندریں صحرا مرو

"হে মন! প্রেমের পথে যদি তোমার চলিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে কোন কামেল পীরের আঁচল ধারণ কর। নিজের বিবেক-বুদ্ধির ভরসা ত্যাগ কর। ময়দানে কামেল পীরের সঙ্গ ব্যতীত পা বাড়াইও না।"

এই উদ্দেশ্যে কোন পীরের হাতে কেবল বায়আত করাই যথেষ্ট নহে; বরং নিজেকে তাঁহার হাতে সোপর্দ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছেঃ

چوں گزیدی پیر ھمیں تسلیم شو ـ ھمچوں موسی عزھر حکم خضر رو
صبر کن در کار خضرائے بےنفاق ـ تا نگوید خضر رو ھذا فراق

'কামেল পীর অবলম্বন করিলে তুমি সম্পূর্ণরূপে নিজকে তাঁহার হাতে সোপর্দ করিয়া দাও মূসা আলাইহিস্সালামের ন্যায় খিযির আলাইহিসসালামের নির্দেশ অনুযায়ী চল, হে বন্ধু! পথে

www.BANGLAKITAB.com

সাথী খিযির আলাইহিস্‌সালামের কার্যাবলীর কারণ অনুসন্ধানে তাড়াতাড়ি করিও না। যাহাতে তিনি তোমাকে বলিয়া না ফেলেন ঃ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ 'ইহাই তোমার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ।'

মোটকথা, প্রত্যেক বিষয়ে পীরের নিকট জিজ্ঞাসা কর—"আমি এই কাজ করিতে ইচ্ছা করি। ইহা প্রয়োজনীয় না অপ্রয়োজীয়?" কিছুদিন তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করিতে থাক। ইন্‌শাআল্লাহ্, একদিন তুমিও দৃঢ় হইয়া যাইবে। وَ مَنْ يُّؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তিনি তাহার অন্তরকে সৎপথ দেখাইয়া থাকেন।' দৃঢ় হওয়ার উপায় এই যে, প্রথমে নিজকে কোন কামেল পীরের হাতে সোপর্দ কর এবং তাঁহার নির্দেশানুযায়ী কার্য কর। শুধু কাজ করাই যথেষ্ট নহে; বরং তাহা স্থায়ী অবস্থায় পরিণত হওয়া আবশ্যক। অনুরূপভাবে আমি এস্থলে যে সংসারবিরাগের বিষয় বর্ণনা করিতেছিলাম, তাহাতেও একথা অন্তরে দৃঢ়রূপে বসিয়া যাওয়া আবশ্যক যে, আমরা সংসারে মুসাফির ছাড়া আর কিছুই নহি, এই অবস্থাও পীরের নিকট আত্মসমর্পণের দ্বারাই হাসিল হইবে। কিন্তু আফসোসের বিষয়, আজকাল পীরের মধ্যেই সেই দৃঢ় অবস্থা নাই। ফলত যে কেহ তাঁহাকে কোন হাদিয়া পেশ করে তৎক্ষণাৎ কবূল করেন। সঙ্গত কি অসঙ্গত মোটেই বিচার করিয়া দেখেন না, আবার অনাবশ্যক সাজ-সরঞ্জামও প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া রাখেন।

কোন কোন পীরের নিকট হাদিয়ার মোছাল্লা এবং গালিচা অসংখ্য পরিমাণে স্তূপীকৃত হইয়া যায়। কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস পায় না যে, এত জায়নামায কি করিবেন? অবশ্য নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও বন্ধু-বান্ধব বা মুরীদ-মু'তাকেদীনের মধ্যে বিতরণ করার নিয়তে, 'হাদিয়া-স্বরূপ' অনাবশ্যক আসবাবপত্র গ্রহণ করায় কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকালের পীর ছাহেবানের অবস্থা এই যে, অনাবশ্যক হাদিয়া গ্রহণপূর্বক সযত্নে নিজের ভাণ্ডারেই সঞ্চয় করিয়া থাকেন। ইহার কোন বস্তু বিনষ্ট হইলে আবার চাকর-নওকরদের মারধরও করেন। ইহার কারণ এই যে, দুনিয়ার মোহজালে অবদ্ধ বলিয়া এ সমস্ত সাজ-সরঞ্জামের প্রতি তাঁহাদের অন্তর আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

সংসারে গৃহহীন লোকের ন্যায় বাস কর ঃ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ কথাটি যদি তাঁহাদের হৃদয়ে উত্তমরূপে বসিয়া যাইত, তবে তাঁহাদের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইত না। বস্তুত পীর ছাহেবানের জন্য হাদিয়া গ্রহণের অবস্থা এইরূপ হওয়া উচিত ছিল—যেমন হযরত গাউসুল আ'যম রাহেমাহুল্লাহ্‌র দরবারে জনৈক মুরীদ একখানা চীন দেশীয় আয়না পেশ করিলে তিনি হাদিয়া প্রদানকারীর মন সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে স্বীয় পরিচারককে ডাকিয়া বলিলেন ঃ সতর্কতার সহিত এই দর্পণটি রাখিয়া দাও। আমি মাথা আঁচড়াইবার সময়ে ইহা আমার সম্মুখে আনিয়া রাখিও লোকে হয়তো মনে করিয়া থাকিবে, এই দর্পণটির প্রতি হযরত গাউসুল আ'যমের (রঃ) মন আকৃষ্ট হইয়াছে। ঘটনাক্রমে পরিচারকের হাত হইতে পড়িয়া দর্পণখানি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। হযরত শায়খ পাছে তিরস্কার করেন এই ভয়ে পরিচারক ভীত হইয়া পড়িল। ভয়ে ভয়ে সে নিবেদন করিল ঃ از قضا آئینه چینی شکست "খোদার হুকুমে চীন দেশীয় আয়নাখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।" হযরত গাউসুল আ'যম তৎক্ষণাৎ একটুও চিন্তা না করিয়া পরিচারকের উচ্চারিত পাদের

www.BANGLAKITAB.com

সঙ্গে কবিতার দ্বিতীয় পাদ যোগ করিয়া বলিলেনঃ خوب شد اسباب خود بینی شکست 'বহুত আচ্ছা, আপন প্রতিকৃতি দর্শনের (অহংকারের) উপকরণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ভালই হইয়াছে।'

কামেল পীরের হাদিয়া গ্রহণের আর একটি অবস্থা উল্লেখ করিতেছি শুনুন। আর একবার সানজারের অধিপতি হযরত গাউসুল আযমকে লিখিলেনঃ "আমি আপনার খান্‌কার জন্য আমার দেশের নীম্‌রোয রাজস্ব 'ওযীফা'স্বরূপ দান করিতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহপূর্বক অনুমতি প্রদান করুন।" তদুত্তরে হযরত শায়খ নিম্নলিখিত কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেনঃ

چوں چتر سنجری رخ بختم سیاه باد ــ در دل بود اگر هوس ملك سنجرم
زانگه که یافتم خبر از ملك نیم شب ــ من ملك نیم روز بیك جونمی خرم

"যদি আমার হৃদয়ে মুলকে সাঞ্জারের জন্য বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষাও থাকে, তবে সাঞ্জারাধিপতির কৃষ্ণ রাজছত্রের ন্যায় আমার নসীবও কালিমালিপ্ত হউক। যেদিন হইতে 'মুল্‌কে নীম্‌শব' অর্থাৎ, 'অর্ধ রাত্রি' সম্পদের সন্ধান পাইয়াছি, সেদিন হইতে আমি একটি যবের দানার বিনিময়েও 'মুল্‌কে নীম্‌রোয' অর্থাৎ, অর্ধ দিবসের রাজত্ব খরিদ করিতে নারায।"

কিসের আবেগে হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌নে আদ্‌হাম রাজত্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন? বিবেক-বুদ্ধি বা জ্ঞানের সাহায্যে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে। আমরা তাঁহার ন্যায় বাদশাহ্ হইলে সহস্র যুক্তি এই মর্মে পেশ করিতাম যে, এমন রাজত্ব ত্যাগ করা উচিত নহে। কেননা, রাজকার্য পচিালনার মাধ্যমে জনসেবার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, 'আলহামদুলিল্লাহ্', আমাদের ধর্মভাবের প্রাবল্য রহিয়াছে। আমাদের রাজত্বের দ্বারা ধর্মের যথেষ্ট সেবা ও প্রচার হইবে। তাই বলি, অপর কোন বাদশাহ্ হইলে ধর্মের বিষয় চিন্তা করিবে কিনা জানি না। কিন্তু বন্ধুগণ! ইবরাহীম ইব্‌নে আদ্‌হাম (রঃ) দৃঢ় ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। উক্ত ভাবের প্রাবল্য তাঁহার সম্মুখে সর্বপ্রকার যুক্তির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তাই তিনি কোন যুক্তির ধার না ধারিয়া রাজত্ব পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইরূপে সংসার ত্যাগের হাল বা ভাব কাহারও দৃঢ় হইলে তিনি যুক্তিরই ধার ধারেন না। ভাব-প্রাবল্যের লক্ষণই অন্যরূপ।

একদিন হযররত মাওলানা কাসেম ছাহেব (রঃ) হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ ছাহেব (নাউওয়া-রাল্লাহু মারকাদাহু)-এর খেদমতে আরয করিলেনঃ "হযরত! আমি চাকুরী পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি।" হাজী ছাহেব বলিলেনঃ "এখন পর্যন্ত তো জিজ্ঞাসা করিতেছ", জিজ্ঞাসা করা দ্বিধা-সংকোচের প্রমাণ এবং দ্বিধা-সংকোচ অপক্কতার লক্ষণ। অপক্ক অবস্থায় চাকুরী ত্যাগ করা সঙ্গত নহে। সময় আসিলে নিজেই রশি ছিঁড়িয়া পালাইবে। মানুষ তোমাকে ধরিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তুমি কাহারও বাধা মানিবে না। অন্তরে প্রবল ভাব উৎপন্নের অবস্থা এইরূপ।

হালপ্রাপ্তি উদ্দেশ্য নহে, কাজই উদ্দেশ্যঃ বন্ধুগণ! মনের মধ্যে হাল বা ভাবের সৃষ্টি করুন, ভাব না হইলে কাম চলে না। অবশ্য ভাবের উৎপাদনই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; বরং আমলই একমাত্র উদ্দেশ্য। ভাবের প্রাবল্য ব্যতীতও যদি মানুষ স্থায়ীভাবে 'আমল' করিয়া যাইতে পারে, তাহাতেও কৃতকার্য হইতে পারে। কিন্তু ভাব উৎপাদন ব্যতীত আমলের বিষয় একটি দৃষ্টান্ত হইতে আরও পরিষ্কারভাবে বুঝিতে চেষ্টা করুন। রেল গাড়ীকে ধাক্কা দিয়াও চালান যায়, কিন্তু মানুষের শক্তিই কত? কতক্ষণ ধাক্কা দিতে পারে? অল্প কিছুদূর ঠেলিয়াই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর গাড়ীর গতি সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। আমলের সহিত ভাব থাকার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন—ইঞ্জিন

www.BANGLAKITAB.com

উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পীয় শক্তির বলে গাড়ীকে টানা আরম্ভ করিলে দুর্বার গতিতে চলিতে থাকে, চালক না থামাইলে কোন বাধা-বিঘ্নই উহাকে থামাইতে পারে না। কাষ্ঠখণ্ড কিংবা লৌহখণ্ড পথে রাখিয়া দিলেও উহাদিগকে ইতস্তত নিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে। এরাকী (রঃ) এই 'হাল' বা ভাবের অন্বেষণেই বলিতেছেন ঃ

صنما ! ره قلندر سزاوار بمن نمائی ـ که دراز و دور دیدم ره و رسم پار سائی

"হে মুরশিদ ! আমাকে আকর্ষণের পথ দেখাইয়া দিন। কেননা, রিয়াযত ও পরিশ্রমের পথ বড়ই দুর্গমবোধ হইতেছে। এখানে راه قلند (আকর্ষণের পথ) বলিতে 'হালের' পথ বুঝান হইয়াছে। আর رسم پارسائی (রিয়াযত ও পরিশ্রমের পথ) বলিতে নিছক আমল উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।" ফলকথা, এরাকী (রঃ) বলিতেছেন ঃ খোদা-প্রাপ্তির জন্য নিছক আমলের পথ বড় দূর-দারাজের পথ। এই পথ বড়ই বিপদসঙ্কুল। মানুষ কতক্ষণ নিজেকে ধাক্কা দিয়া চালাইতে পারিবে, কতক্ষণ সে বিশুদ্ধ নিয়ত এবং অকপট মনোভাব রক্ষা করিতে পারিবে ? কখনও বা 'রিয়া' উৎপন্ন হইবে, কখনও বা আত্মাভিমান আসিয়া পড়িবে। পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক আপদ হইতে কতক্ষণ সে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে ? পরবর্তী কবিতাগুলিতে তিনি তরীকত-পথের উক্ত বিপদগুলির উল্লেখ করিতেছেন।

بطواف کعبه رفتم بحرم رهم ندادند ـ که بروں درچه کردی که دروں خانه آئی
بزمیں چوں سجده کردم ز زمیں ندا بر آمد ـ که مرا خراب کردی تو بسجدهٔ ریائی
بقمار خانه رفتم همه پاکباز دیدم ـ چوں بصومعه رسیدم همه یافتم ریائی

"কাবা শরীফের তওয়াফ করিতে গমন করিলে হরম শরীফের দ্বারে আমাকে বাধা দিয়া বলা হইল, হরমের বাহিরেই এমন কি কাজ করিয়াছ যে, ভিতরে আসিয়া তাহা পূর্ণ করিতে চাহিতেছ ? যমীনের উপর সজ্‌দা করিতে গেলে যমীন হইতে আওয়ায আসিল, 'রিয়া' সহকারে সজ্‌দা করিয়া তুমি আমাকে অপবিত্র করিয়া ফেলিয়াছ। জুয়ার আড্ডায় গমন করিয়া এ কাজে সকলকেই খাঁটি দেখিতে পাইলাম। এবাদতখানায় যাইয়া অধিকাংশ আবেদকেই দেখিলাম 'রিয়ার' সহিত এবাদত করিতেছে।"

মোটকথা, দুর্বার কর্মস্পৃহা ভিন্ন আমলের মধ্যে নিয়ত খাঁটি হওয়া ভাগ্যে জুটে না এবং দুর্বার কর্মস্পৃহা বা প্রবল ভাবাবেগ কামেল পীরের সাহচর্য ব্যতীত হাসিল হয় না।

نفس نتواں کشت الاظل پیر ـ دامن آں نفس کش را سخت گیر "কামেল পীরের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত নফ্‌সকে বশে আনয়ন করা কঠিন। সেই নফ্‌স সংশোধনকারী কামেল পীরের আঁচল দৃঢ়ভাবে ধারণ কর।"

প্রবল ভাবাবেগ বা দুর্বার কর্মপ্রেরণার অভাবে নফ্‌সের প্রাবল্য বিদ্যমান থাকে। শুধু আমলের দ্বারা নফ্‌সকে দমান যায় না ; কর্মপ্রেরণা সবল হইলেই নফ্‌স দমিত হইয়া থাকে। দুর্বার কর্মস্পৃহা উৎপন্ন করিবার উপায় ঃ ১। অবিরত আমলে লাগিয়া থাকা। ২। দৈনিক নির্দিষ্ট সময়ে কিছু পরি-

www.BANGLAKITAB.com

মাণ যেকের করা। ৩। কামেল পীরের সাহচর্যে থাকা। আমি দাবী করিয়া বলিতেছি, এই তিনটি উপায় অবলম্বন করিলে ইন্‌শাআল্লাহ্‌, 'হাল', অর্থাৎ, দুর্বার কর্মপ্রেরণা উৎপন্ন হইবেই।

অতঃপর এই স্পৃহাকে স্থায়ী করার চেষ্টা করিলে ক্রমশ উন্নতি লাভ করিতে করিতে 'মোকাম' অর্থাৎ, চরম পর্যায়ে প্রবল কর্মপ্রেরণা হাসিল হইবে। হাল ও মোকামের মধ্যে ব্যবধান এতটুকু হইবে যে, চরম পর্যায়ের ভাবাপন্ন ব্যক্তির অবস্থা বাহিরে সাধারণ দ্বীনদার লোকের ন্যায় হইবে এবং ভিতরে তাহার উন্নতি হইতে থাকিবে। দুনিয়ার সহিত তাহার সম্পর্ক এইরূপ যে, হাতে বা অধিকারে সবকিছু থাকিয়াও সবকিছু হইতে তাহার অন্তরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন থাকে। রাজত্ব হাতে তুলিয়া দিলেও উহার সহিত তাহার অন্তরের কিছুমাত্র সম্পর্ক হয় না। লক্ষ লক্ষ টাকার অধিকারী হইলেও উহা তাহার হৃদয়কে কিছুমাত্র আকর্ষণ করিতে পারে না। তাহাকে দুনিয়া ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিলে তৎক্ষণাৎ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। কেননা, দুনিয়ার কোন ধন-সম্পদকেই সে নিজের বলিয়া মনে করে না। তাহার মনে সর্বদা এই দৃঢ় বিশ্বাস বিদ্যমানঃ

فی الحقیقة مالك هر شیء خدا ست ـ ایں امانت چند روزه نزد ماست

"প্রকৃতপক্ষে খোদাই প্রত্যেক বস্তুর অধিপতি। এ সমস্ত বস্তু কিছুদিনের জন্য আমাদের হাতে গচ্ছিত রহিয়াছে মাত্র।"

সে যখন প্রত্যেক বস্তুকেই খোদার বলিয়া মনে করিতেছে, তখন উহার সম্বন্ধে কোন চিন্তা করার প্রয়োজন কি? প্রথমতঃ ইহার চেয়ে অধিক বিস্তারিত বর্ণনা করার সময় নাই। দ্বিতীয়তঃ, চরম অবস্থার লক্ষণগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রাথমিক অবস্থারই সমতুল্য বটে। আমার আশঙ্কা হয়, প্রাথমিক অবস্থায় নির্বোধরা নফ্‌সের ধোঁকায় পড়িয়া নিজদিগকে চরম অবস্থার কামেল বলিয়া মনে করে। কেননা, চরম অবস্থাপ্রাপ্ত কামেল লোকের বিপুল ক্ষমতা ও স্থায়িত্বের দরুন কর্মপ্রেরণার প্রাবল্য প্রকাশ পায় না। অতএব, প্রথম অবস্থার তরীকতপন্থীদের মধ্যে যেমন আমলের স্পৃহা থাকে না, চরম পর্যায়ের তরীকতপন্থীদের বাহ্যিক অবস্থাও তদ্রূপই দৃষ্ট হয়। বস্তুত এতদুভয় শ্রেণীর লোকের অবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকিলেও বাহিরে তাহা অনুভূত হয় না।

তরীকতপন্থী প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং চরম অবস্থার লোকের দৃষ্টান্ত এইরূপ—মনে করুন, এক ব্যক্তি কখনও শরাব পান করে নাই বলিয়া তাহার হুঁশ-জ্ঞান বহাল আছে, ইহা প্রাথমিক অবস্থার তরীকতপন্থী। আর এক ব্যক্তি এইমাত্র শরাব পান আরম্ভ করিয়াছে, এই কারণে সে মাতাল, ইহা মাধ্যমিক অবস্থার লোক। আর এক ব্যক্তি বহু বৎসর ধরিয়া শরাবপানে অভ্যস্ত, শরাবপানে সে কিছু মাতাল হয় বটে, কিন্তু তাহা বাহিরে বিশেষ প্রকাশ পায় না। ইহা চরম অবস্থার লোক। এই ব্যক্তি মধ্যম স্তরের শরাবী অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শরাব পান করিয়াছে বটে; কিন্তু অভ্যস্ত থাকার কারণে মধ্যস্তরের লোকের মত সে তত মাতাল হয় না। পক্ষান্তরে মধ্যম স্তরের শরাবীর অভ্যাস মাত্র অল্প দিনের বলিয়া সে নেশা বরদাশত করিতে পারে না। হুঁশ-জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। কখনও বা 'আমি খোদা' বলিয়া দাবী করে, কখনও বা বিকট চীৎকার করিতে থাকে, তাহাকে সকলেই চিনিতে পারে। পক্ষান্তরে চরম অবস্থাপ্রাপ্ত তরীকতপন্থীকে বিশিষ্ট লোকেরা চিনিয়া থাকেন। এই অবস্থাদ্বয়ের বিষয়ে রুদলবী নিবাসী শেখ আবদুল হক (রঃ) বলিয়াছেনঃ

www.BANGLAKITAB.com

منصور بچه بود که از یك قطره بفریاد آمد
اینجا مرد انند که دریاها فرو برند و آروغ نه زنند

অর্থাৎ, "মানছুর হাল্লাজ কামেল ছিলেন না, মধ্যম স্তরের 'সালেক্‌' ছিলেন। সুতরাং একবিন্দু পান করিয়াই চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই ময়দানে বহু কামেলও রহিয়াছেন। সমুদ্রের পর সমুদ্র পান করিলেও ঢেকুর উঠে না।"

ফলকথা, বিপুল ক্ষমতা ও স্থায়িত্বশর্ত কামেল লোকের উপর ভাবের প্রাবল্য অধিক হয় না। তিনি স্থানচ্যুত হন না, সুতরাং তাঁহার বাহ্যিক অবস্থা প্রাথমিক স্তরের সালেকের সদৃশই মনে হয়। বস্তুত চরম অবস্থার লক্ষণাবলীও প্রাথমিক অবস্থার অনুরূপ হইয়া থাকে। এই কারণেই প্রাথমিক অবস্থার লোক ধোঁকায় পতিত হইয়া নিজেকে কামেল বলিয়া মনে করিতে পারে। সুতরাং চরম অবস্থাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এবং লক্ষণসমূহ এখন বর্ণনা করিব না। এখন উহার প্রয়োজনও বোধ করিতেছি না। আপনারা প্রথমে আমলের প্রেরণাই লাভ করুন। অতঃপর ইন্‌শা-আল্লাহ্‌, ইহার চরম অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাইবার মত লোকের অভাব হইবে না। এখন তিনটি বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণ করুন।

তিনটি প্রয়োজনীয় পাঠঃ ১। জ্ঞান; ২। আমল; ৩। হাল। আপনি এই তিনটি পাঠ শিক্ষা করিলে চতুর্থ পাঠ আমি হই বা আর কেহই হন, পড়াইয়া দিবেন। যিনি মা'রেফাত সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান রাখেন না, তিনি প্রথমে জ্ঞান অর্জন করুন। আর যিনি জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, কিন্তু আমলে অভ্যস্ত হন নাই, তিনি আমলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করুন। আর যাহার জ্ঞানও আছে আমলও আছে, কিন্তু হাল (ভাবাবস্থা) নাই, তিনি তাহা নিজের মধ্যে উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করুন। অবিরত চেষ্টার ফলে আপনার মধ্যে كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ হাদীসের মর্মানুযায়ী ভাবাবস্থা উৎন্ন হইলে এই লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইবে। আপনি অনাবশ্যক সাজ-সরঞ্জামের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন না। কাহারও সহিত ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হইয়া নিরিবিলি থাকিতে পছন্দ করিবেন। কেননা, মুসাফিরকে কেহ মন্দ বলিলে সে উহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া সময় নষ্ট করে না। দেখুন, ষ্টেশনে কিংবা মুসাফিরখানায় কেহ কাহারও কোন ক্ষতি করিলে তজ্জন্য সে থানায় এজাহার করে না। কেননা, সে জানে, এজাহার করিলে এই ঝামেলা শেষ করিতে কিছুদিনের জন্য তাহাকে এখানে বিলম্ব করিতে হইবে। অথচ বিলম্ব করার মত অবকাশ তাহার নাই। বস্তুত যে ব্যক্তি সফরের অবস্থায় নিজকে মুসাফিরের ন্যায় নিঃসহায় মনে না করে, সে ব্যক্তিই ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহা আমি এই জন্য বলিলাম যে, কেহ হয়তো বলিতে পারেন, "আমি তো সফরের অবস্থায়ও ঝগড়া-বিবাদ করিয়া থাকি।" একথার উত্তরেই আমি পূর্বাহ্নে বলিয়া দিলাম —"তখন আপনি নিজেকে মুসাফিরের ন্যায় নিঃসহায় মনে করেন না"। অন্যথায় আপনি কখনও ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া সময় নষ্ট করিতে সাহসী হইতেন না। একথার আরও একটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আমরা কোরবান। তিনি এস্থলে كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ বলিয়াছেন, كَأَنَّكَ مُسَافِرٌ বলেন নাই। غَرِيْبٌ শব্দের লাযেমী অর্থ মুসাফির আর আভিধানিক অর্থ নিঃসঙ্গ নিঃসহায়। (আর مُسَافِرٌ শব্দের অর্থ সাধারণ

www.BANGLAKITAB.com

পথিক, সঙ্গী সাথী এবং সহায়-সম্বল থাকুক বা না থাকুক।) সুতরাং হাদীসে বর্ণিত غَرِيْبٌ শব্দের দ্বারা সাধারণ মুসাফির না বুঝাইয়া নিঃসম্বল, নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় মুসাফির বুঝায়। অতএব, হাদী-সের অর্থ এই দাঁড়ায়—"সংসারে তোমরা নিঃসম্বল-নিঃসহায় মুসাফিরের ন্যায় বাস কর।" এখন আপনারা উপরোক্ত কথাটির দ্বিতীয় উত্তর অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সহায়-সম্বলবিশিষ্ট মুসাফিরই সফরকালে ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে সাহস পায়। নিঃসহায় এবং নিঃসম্বল মুসাফির সফরকালে সকল অন্যায়-উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিয়া থাকে। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হইবে না।

আমি একদিন কোন এক স্থানে জনৈক নিরীহ ও নিঃসহায় মুসাফিরকে কতিপয় লোক কর্তৃক নিপীড়িত হইতে দেখিয়াছি। লোকে বলিতেছেঃ 'তুমি গোসলখানায় পায়খানা করিয়াছ।' সে ব্যক্তি নিজকে নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় মনে করিয়া যাবতীয় উৎপীড়ন অকাতরে সহ্য করিয়া যাইতেছে। كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ বাক্যে দুনিয়াবাসীকে এই শ্রেণীর মুসাফিরের ন্যায় থাকিতেই বলা হইয়াছে।

ইসলামের আদি-অন্ত অবস্থাঃ اِنَّ الْاِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَّ سَيَعُوْدُ غَرِيْبًا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ 'ইসলাম গরীব' অবস্থায় আবির্ভূত হইয়াছে। অন্তিম সময় আবার 'গরীব' হইয়া যাইবে। এস্থলে غريب শব্দের অর্থ নিঃস্ব নহে। কেননা, ইসলাম ধর্মের অবস্থা কোনকালেই 'মিস্‌কীন' ছিল না। ইসলাম মিস্‌কীন অবস্থায় আবির্ভূত হইলে ধনী লোকের খোশামোদ বা তোষামোদ করিত এবং ধনীদের নিকট অবনমিত হইয়া থাকিত। কিন্তু ইসলাম কোনদিন তাহা করে নাই; বরং আবহমান-কাল হইতেই ইসলাম ধনৈশ্বর্যে গর্বিত ও অহংকারীদের দর্প চূর্ণ করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মিথ্যা দেব-দেবীর পরিষ্কার ভাষায় নিন্দা করিয়াছে, তাহাদিগকে স্বীয় অনুসরণের নিমিত্ত আহ্বান করি-য়াছে। মিস্‌কীন কখনও এমন সাহসী হইতে পারে কি? কখনই না। হাঁ, ইহা সত্য কথা যে, প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম অপরিচিত, নিঃসহায়, নিঃসঙ্গ ছিল। খুব অল্পসংখ্যক লোকই প্রথম অবস্থায় ইসলামের সহায়তা করিয়াছিল। অধিকাংশ লোকই উহার বিরোধিতা করিয়াছিল। এই মর্মেই হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ অন্তিম অবস্থায়ও ইসলাম অপরিচিত এবং নিঃসহায় হইয়া যাইবে। দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই উহার বিরোধিতা করিবে, অনুগত থাকিবে না, فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ অর্থাৎ, 'সেসমস্ত লোককে মোবারকবাদ, যাহারা নিঃসহায় অবস্থাতেও ইসলামকে আঁকড়াইয়া থাকিবে এবং সংসারে অপরিচিত ও নিঃসহায় থাকিবে।' কেননা, যে যুগে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে, সেই যুগে মুসলমানগণ غَرِيْبٌ অর্থাৎ, নিঃসহায় অবস্থায় দিন যাপন করিবে। বস্তুত যাহারা তখন হকের উপর থাকিবে, তাহারাই প্রকৃত আহ্‌লে-হক।

ফলকথা, আহ্‌লে-হক সকল অবস্থায়ই দুনিয়া হইতে নিঃসম্পর্ক এবং নিঃসহায়। সুতরাং তাঁহারা নিঃসহায়ের মত থাকিতেই ইচ্ছা করেন। আলোচ্য হাদীসের তা'লীমও ইহাই বটে, সুতরাং সত্য ধর্মা-বলম্বী কাহারও বিরুদ্ধাচরণের পরোয়া করে না। কেননা, তাহারা كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ হাদীসের মর্মানুযায়ী আমল করিয়া দুনিয়াতে নিজেদেরকে নিঃসহায় এবং নিঃসঙ্গ মনে করিয়াই থাকে। তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অপর কাহাকেও নিজের সাথী বলিয়া মনে করেন না। কাজেই কাহারও বিরুদ্ধাচরণে তাঁহাদের মনে কষ্ট হয় না। সমগ্র পৃথিবী তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেও তাঁহাদের অবস্থার কোন পার্থক্য হইবে না। তাঁহারা সবকিছু হইতে মুক্ত, তাঁহাদের অবস্থা সম্বন্ধে কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

www.BANGLAKITAB.com

زیر بار ند درختاں کہ ثمرها دارند ۔ ائے خوشا سروکہ از بند غم آزاد آمد

"ফলবান বৃক্ষ ফলের ভারে অবনমিত হইয়া থাকে। ঝাউ বৃক্ষ কতইনা সুখী, যাহা আনন্দ এবং চিন্তা, সর্বপ্রকারের বেড়ি হইতেই মুক্ত।" সত্য ধর্মাবলম্বী হইতে অধিক সুখ-শান্তিতে আর কেহই থাকে না। শেষফল এই হয় যে, তাঁহারা দুনিয়াতেও আধিপত্য করিয়া থাকেন। বিরুদ্ধাচারীরাই শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের গোলাম হইয়া পড়ে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে সংসারে তাঁহারা বাদশাহ্ নাও হন, কিন্তু পরলোকে তো তাঁহারাই বাদশাহ্ হইবেন।

সারকথা ঃ আপনারা সংসারে অপরিচিত ও নিঃসহায় মুসাফির হইয়া বাস করুন। দুনিয়াকে কখনও নিজের ঘর মনে করিবেন না। উক্ত বাণী অনুযায়ী নিজের অবস্থা গঠন করিয়া লউন। ইন্‌শাআল্লাহ্, অতঃপর অধিক ঝামেলা এবং অতিরিক্ত সাজ-সরঞ্জামের প্রতি আপনাআপনিই ঘৃণা জন্মিবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মন অধিক আকৃষ্ট হইবে। ইহাই আমার অদ্যকার বর্ণনার উদ্দেশ্য। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচ্য হাদীসে ইহারই তা'লীম দিয়াছেন। এখন দো'আ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে আমলের 'তাওফীক' দান করুন!

وَ صَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۔

— ■ —

থানাভুন শহর, নিজ বাড়ী

১৩৪১ হিজরী, ২৪শে মহররম, মঙ্গলবার,